আর্ট য়্যাণ্ড লেটার্স পাবলিশার্সের
পক্ষে শ্রীরণজিৎ সেন কর্তৃক জবাকুসুম
হাউস কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত।

প্রথম মুদ্রণ : ১লা মাঘ, ১৩৬৩ সাল

প্রচ্ছদপট : শ্রীঅমূল্য দাস

মুদ্রাকর : শ্রীঅনিল কুমার সেন,
ধন্বন্তরী প্রেস প্রাইভেট লিঃ,
৫৫, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

সোনালী মেয়েটি

প্রস্তাবনা

ফরাসী সাম্রাজ্যের ছত্রছায়াতলে প্যারী সহরে তেরোজন নাগরিক একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। একই আদর্শে অটুট থাকবার মত যথেষ্ট মনোবল তাদের ছিল। নিজেদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত বাধলে পরস্পরের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার নীচতা তাদের ছিল না। অতি কৌশলে তারা নিজেদের গুপ্তবন্ধনকে লোক চক্ষুর অন্তরালে রেখেছিল। তারা এত ক্ষমতাশালী ছিল যে, সমস্ত আইন কানুনের উর্ধ্বে উঠেছিল তারা। যে কোন কাজে এগিয়ে যাবার দুর্জয় সাহস ছিল তাদের। ভাগ্যলক্ষ্মী তাদের প্রতি এত সুপ্রসন্না ছিলেন যে, যখন তারা যে মতলব করত তা কার্যকরী করতে তাদের দেরী হত না। কখনও কোন বিপদের সম্মুখীন হতে তারা পেছপা হয় নি। পরাজয় কাকে বলে তা তারা জানতো না। তারা ছিল ভয় ভাবনার অতীত। রাজা উজীর সাধু সন্তের সামনে দাঁড়িয়ে তাদের কখনও পা কাঁপেনি। সকলকেই তারা নিজ নিজ মর্যাদা অনুযায়ী গ্রহণ করেছিল। সে ব্যাপারে কোন সামাজিক সংস্কারের ধার তারা ধারতো না। দুর্বৃত্ত তারা ঠিকই, তবে তাদের এমন কতকগুলি গুণ ছিল যা শুধু মহৎ এবং বিরাট ব্যক্তিদের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। এই দলে বিশিষ্ট ব্যক্তি-দের ছাড়া অপর কাউকে গ্রহণ করা হ'ত না। এই ইতিহাসের বিষন্ন এবং রহস্যময় কাব্যে কোন কিছুর অভাব না থাকলেও এই তেরোজন লোক অজ্ঞাতই ছিল। কিন্তু একথাও সত্য যে, ম্যানফ্রেড, ফাউষ্ট ও মেলমথের উপর ভুল করে আরোপিত অসাধারণ শক্তি মানুষের কল্পনায় যে আজগুবি ভাবের জন্ম দেয় সেই সব কল্পনা তারা বাস্তবে পরিণত করেছিল। এরা সকলেই আজ হয় পর্যুদস্ত না হয় ছত্রভঙ্গ। দস্যু সম্রাট মর্গ্যান যেমন নাশকতার নায়ক থেকে শান্তিকামী ঔপনিবেশিকে পরিণত হয়েছিলেন এবং পরের ঘর জ্বালিয়ে লুণ্ঠন করা লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে ঘরে বসে ফুর্তি করেছিলেন সেইভাবে

তারা এখন আইনের আওতায় এসে দিন কাটাচ্ছে। অতীতের জন্য তাদের কোন অনুতাপ নেই।

এই তেরোজন নিজেদের সর্বগ্রাসীদল বলে অভিহিত করতো এবং এদের দলপতির নাম ছিল ফেরাগাস। এরা সকলেই ছিল অদৃষ্টবাদী, হৃদয়বান এবং কাব্যিক। কিন্তু জীবনযাত্রার একঘেয়েমীতে ক্লান্ত হওয়ায় এরা এমন সব শক্তিদ্বারা এশীয় আমোদ-প্রমোদের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল, যে শক্তি দীর্ঘকাল সুপ্ত থাকার পর হঠাৎ ছাড়া পেয়ে তাদের মধ্যে কামনার শিখা জাগিয়ে তোলে। একদিন এদের মধ্যে একজন 'ভেনিস প্রিজার্ভড' বইখানা পুনরায় পাঠ করে পিয়ের ও জাকিবের মহান মিলন দেখে মুগ্ধ হয় এবং সামাজিক গণ্ডীর বাইরে বাস করার বিশেষ বিশেষ সুবিধার কথা চিন্তা করতে থাকে। বেশ্যালয়ের সততা, তস্করদের পরস্পরের আনুগত্য, একাগ্রচিত্ত সাধনায় অসাধারণ শক্তি হস্তগত করার সুবিধা ইত্যাদি সম্পর্কে অনেক চিন্তায় তার মন আচ্ছন্ন হয়। তার ধারণা হয় যে, সমাজ তাদেরই করতলগত হবে যারা তাদের স্বাভাবিক সামর্থ্য, অর্জিত জ্ঞান ও ধনসম্পদের সঙ্গে এই সমস্ত শক্তিকে এক ছাঁচে ঢালাই করার উপযোগী প্রচণ্ড উন্মাদনা যোগ করতে পারবে। এইভাবে তাদের সুপ্ত শক্তি জাগ্রত হয়ে এত প্রবল হবে যে, সমাজের কোন শক্তিই তাদের প্রতিহত করতে পারবে না, তারা প্রত্যেকেই হয়ে উঠবে দুর্বার, নির্মম ও অপ্রতিহতগতি।

সমাজের মধ্যে বাস করেও এরা ছিল সমাজ ছাড়া, সৃষ্টি ছাড়া, বেপরোয়া, সমাজের শত্রু। এরা কোন সামাজিক বিধির ধার ধারতো না। এরা চলতো নিজেদের খেয়ালে এবং নিজেদের মধ্যে কেউ সাহায্য চাইলে দল বেঁধে তাকে সাহায্য করতে অগ্রসর হত। খেয়াল ও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে এই বোম্বেটেরা ছিল ওস্তাদ। লালসা ও অহমিকা এই তেরোজনের মধ্যে এনে দিয়েছিল শয়তানের উন্মাদনা।

তারা ছিল ঠিক তেরোটি ভাইএর মত। দিনের বেলা কেউ কারও খোঁজ রাখতো না, কিন্তু রাত্রে চক্রান্তকারীদের মত সব একত্রিত হ'ত এবং মন খুলে পরামর্শ করতো। সর্বত্র তাদের ছিল অবাধগতি এবং সব কিছুর উপর ছিল একচ্ছত্র অধিকার। ঘাটে মাঠে পথে প্রাসাদে সব জায়গায় তারা তাদের হস্ত প্রসারিত করতো এবং খেয়াল মেটাতো। তারা ছিল তেরোজন অজ্ঞাত রাজা। অজ্ঞাত হলেও প্রকৃত রাজার এমন কি রাজার চাইতেও অধিক ক্ষমতা তাদের ছিল। সমাজের তলদেশ থেকে শীর্ষ পর্যন্ত তন্নতন্ন করে তল্লাসীর জন্য তারা ডানা তৈরী করেছিল।

হেনরী দ্য মার্সে ছিল এই দলেরই একজন। এদের কাউকে কেউ সামান্য অপমান করলে তারা কখনও সে কথা ভুলতো না এবং তাকে কোন মতেই ক্ষমা করতো না। পাকুইতা ভাল ত্তে এই দলেরই বলি হ'ত, যদি অপর একটি ভীষণতর মহল থেকে তার সুন্দর মস্তকে প্রতিহিংসার খড়গ না নেমে আসতো।

প্রথম অধ্যায়

যে সব দৃশ্য দেখলে আমরা সব চেয়ে বেশী ভয় পাই, প্যারীর জনসাধারণের সাধারণ দিকটি তার অন্যতম। প্যারীর জন সাধারণ—অতি ভীষণ তাদের আকৃতি, কলেবর শীর্ণ, গাত্রবর্ণ পিঙ্গল ও কপিশ। স্বার্থসংঘাতজনিত চির অশান্তির বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র হল এই প্যারী সহর। এর বিক্ষুব্ধ আবহাওয়ার মধ্যে ঘুরে বেড়ায় সাধারণ মানুষের দল। মৃত্যু এসে তাদের শেষ করে দেয়, পড়ে থাকে তারা কাটা ফসলের মত। কিন্তু আবার তারা গজিয়ে উঠে, আবার নিষ্পেষিত হয়। তাদের দোমড়ান কোঁচকান মুখের প্রতিটি রোমকূপ দিয়ে বেরিয়ে আসে তাদের জঘন্য প্রবৃত্তি, বিষাক্ত কামনা বাসনা। মুখ নয় মুখোশ—দুর্বলতার মুখোশ, ক্ষমতার মুখোশ, দুর্দশার মুখোশ, আনন্দের মুখোশ, ভণ্ডামীর মুখোশ—মুখোশের শোভাযাত্রা। সকলের মুখে একই ভাবে মুখোশপরা আর তাতে ফুটে উঠেছে উগ্র লালসার অনপনেয় ছাপ। কি চায় তারা? সুবর্ণ না সুখ? প্যারীর আত্মা সম্বন্ধে দু'একটি কথা বললেই এর বিবর্ণ আকৃতির কারণ বুঝতে পারা যাবে।

এর দুটি রূপ—যৌবন ও জরা: যৌবন—বিবর্ণ, পাণ্ডুর; জরা—যৌবনের রং দিয়ে পালিশ করা। সমালোচনাপ্রবণ বিদেশীরা এই সব লোকদের দেখে প্রথমটা রাজধানীর প্রতি বিরক্ত হয়, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে নিজেরাই সেই আনন্দের কারখানায় এমনভাবে জড়িয়ে পড়ে যে তা থেকে আর বেরুতে পারে না; স্বেচ্ছায় সেখানে অবস্থান করে আর উচ্ছন্নয় যায়। প্যারীর অধিবাসীদের মুখমণ্ডলের বর্ণ নারকীয় হ'ল কেন সামান্য দু'এক কথায় তা পরিষ্কার জানা যাবে। প্যারীকে যে নরক বলা হয়েছে সেটা খেলাচ্ছলে নয়, কথাটা সত্য। এখানে কেবল আগুন আর ধোঁয়া, সব কিছু থেকে জ্বলে উঠে, চড়চড় করে ফেটে যায়, মিলিয়ে যায়, মরে যায়, আবার আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে জ্বলে ওঠে এবং ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। অন্য কোন দেশে জীবন এত-

খানি উত্তপ্ত ও জটিল নয়। এখানে সামাজিক প্রকৃতি সর্বদা পরিবর্তনশীল, একটা কাজ শেষ হ'ল তো অমনি আর একটা সুরু হয়ে গেল। ঠিক স্বাভাবিক প্রকৃতির মতই এই সামাজিক প্রকৃতি কীটপতঙ্গ, ফুল প্রভৃতি ক্ষণস্থায়ী তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ব্যাপ্ত থাকে, আবার এর চিরবহ্নিমান আগ্নেয়গিরির মুখ দিয়ে নির্গত হয় আগুন ও তার লেলিহান শিখা। এই বুদ্ধিমান ও গতিশীল জাতির প্রত্যেক শ্রেণীর বিশেষ বিশেষ আকৃতির বৈশিষ্ট্যের কারণ বিশ্লেষণের পূর্বে যে সাধারণ কারণে ব্যক্তি বিশেষের শরীর রক্তশূন্য ও বিবর্ণ হয়, শরীরে নীল ও বাদামী রংএর ছোপ ধরে—সেই কারণগুলি ব্যক্ত করা উচিত।

সব কিছুতে আগ্রহ দেখাতে গিয়ে প্যারীর নাগরিক শেষ পর্যন্ত সব বিষয়েই আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। অবিরাম ঘর্ষণের ফলে তার মুখ হয় ভাবাবেগশূন্য—ধোঁয়া আর ধুলো লেগে রং চটে যাওয়া বাড়ির মত অবস্থা হয় তাদের মুখের। বস্তুতঃ প্যারীর নাগরিক ঠিক শিশুর মতই আগামী দিন সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। সব কিছুতেই তার অনুযোগ, সব কিছুতেই তার সন্তোষ, সবেতেই তার কৌতুক ; সে সব চায়, চেখে দেখে আবার ভুলে যায় ; গভীর আগ্রহে সব আঁকড়ে ধরে আবার অবহেলা ভরে ফেলে দেয়। মোজা, টুপি, টাকাপয়সা ছুড়ে ফেলার মতই সে তার রাজা, তার রাজ্য, তার গৌরব, তার সম্মান খ্যাতি সব ত্যাগ করে। প্যারিতে কোন ভাবাবেগই গড্ডালিকা প্রবাহকে বাধা দিতে পারে না এবং সেই প্রবাহ নিয়ে আসে সংঘর্ষ আর সেই সংঘর্ষে সমস্ত প্রবৃত্তি হয়ে পড়ে শিথিল। প্রেম এখানে কামনা ছাড়া অন্য কিছু নয়, আর ঘৃণা একটি খেয়াল মাত্র। এখানে প্রকৃত আত্মীয় কেউ নেই, হাজার ফ্রাঁর নোটই এখানে একমাত্র আত্মীয়, মহাজন হল পরম বন্ধু। এখানে পরোপকারীও নেই, পরম অনিষ্টকারীও নেই। এখানে সবই মেনে চলা হয়—সরকার ও গিলোটিন, ধর্ম ও কলেরা সবই চলে এখানে। এখানে কেউ তোমাকে বর্জন করবে না। তাহলে নীতিধর্মবিহীন এই দেশে আধিপত্য কিসের ? কিসের তাড়নায় লোকে ছুটোছুটি করে মরে ? সুবর্ণ এবং

দুখের। এই ছুটি শব্দের আলোকবর্তিকা নিয়ে মসীবর্ণ পয়ঃপ্রণালী সমন্বিত ঐ বিরাট ইষ্টক নির্মিত পিঞ্জরবাসে খুঁজে দেখ, অনুসরণ কর তার বিভিন্নমুখী চিন্তাধারার আঁকা বাঁকা, গলিপথ। ভাল করে পরীক্ষা কর। দেখবে সব ফাঁকা, অন্তঃসারশূন্য।

কারিগর—সর্বহারা মানুষ, যে তার জীবিকা নির্বাহের জন্য তার হাত, তার জিভ, তার পিঠ, তার ডান হাত, তার হাতের পাঁচ আঙ্গুল ব্যবহার করে, সে তার শক্তিকেও ছাড়িয়ে যায়, স্ত্রীকে যুতে দেয় যন্ত্রে, সন্তানকে চাকায় বেঁধে ক্ষয় করে ফেলে। এরা তাদের নোংরা হাত দিয়ে পোর্সেলিন ছাঁচে ঢালে, গিল্টি করে, জামা কাপড় সেলাই করে, লোহা পেটায়, কাঠ কাটে, ইস্পাত তৈরী করে, শণ বোনে, কাগজের ফুল তৈরী করে, পশম বোনে, ঘোড়াকে পোষ মানায়, ঘোড়ার সাজ তৈরী করে, তামা খোদাই করে, গাড়ী রং করে, কাঁচের জিনিষ তৈরী করে,হীরা ঘষে, ধাতু পালিশ করে, পাথর কেটে পাতা বানায়, চশমার কাচ ঘষে। ম্যানুফ্যাক্চারার বা দালালরা এদের মজুরীর লোভ দেখিয়ে খাটায়। এই শ্রমিকরা যেমন অসুরের মত খাটে তেমনি ফুর্তিও করে প্রচণ্ড-বেগে। সারা সপ্তাহে তারা যা রোজগার করে, একদিনে তারা তা সরাইখানায় বেশ্যালয়ে ফুর্তি করে উড়িয়ে দেয়। পরদিন কি খাবে সে কথা একবারও ভাবে না। এই ফুর্তির পরিণামে তাদের স্ত্রী ও সন্তান সন্ততিরা এক সপ্তাহের খোরাক পোষাক থেকে বঞ্চিত হয়। শৈশবকাল থেকেই এদের কাঁধে জোয়াল পড়ে এবং খেটে খেতে বাধ্য হয়। এই ভয়ানক ও শক্তিমান জাতির প্রতীক হতে পারেন একমাত্র বিশ্বকর্মা। এ জাতি কারিগরী বুদ্ধিতে শ্রেষ্ট, সময়োচিত সহিষ্ণুতাও এদের আছে এবং শতাব্দীতে একবার এরা বারুদের মত জ্বলে উঠে বিপ্লব ঘটায়। প্যারীর এই শ্রমজীবিদের সংখ্যা ভিখিরি টিকিরি মিলিয়ে তিন লাখ হবে। সরাইখানা যদি না থাকতো তাহলে এরা সাপ্তাহিক ছুটির পর দিন অর্থাৎ প্রত্যেক মঙ্গলবার সরকারের উচ্ছেদ ঘটাত। কিন্তু সমগ্র সহর ছেয়ে ফেলেছে সরাইখানায়। মঙ্গলবারের মধ্যে এরা অবসাদে নেতিয়ে

পড়ে এবং নিঃস্ব রিক্ত অবস্থায় আবার কাজ করতে ছোটে। এই জাতির মধ্যে আবার অসাধারণ গুণও দেখা যায়। এদের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে প্রকৃত মানুষ, কত অজ্ঞাত নেপোলিয়ান।

আর এক শ্রেণীর লোক আছে, তাদের বাহাদুর বলা চলে। তারা করে না হেন কাজ নেই। তাদের একজনের কথাই ধরা যাক। কি করে সে? সে সব দিক বজায় রাখে। ঘর সংসার দেখে, অফিস করে, থিয়েটার দেখে, গীর্জায় যায়, ন্যাশানল গার্ডে যোগ দেয়। তার কোন নির্দিষ্ট বৃত্তি নেই। অর্থ উপার্জনের জন্য সে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত হরেক রকমের বৃত্তি অবলম্বন করে। সময় তার কাছে হার মানে, সে ছোটে সময়ের চেয়েও ক্ষিপ্রগতিতে। প্রতিদিন ভোর পাঁচটায় শয্যা ত্যাগ করে এবং পাখীর মত উড়ে বেড়িয়ে যায় খবরের কাগজ ফেরী করবার জন্য। ঝড় জল, বৃষ্টি বাদল, তুষার ঝঞ্ঝা কিছুই সে মানবে না। বেলা নটার সময় বাড়ি ফিরে সে স্ত্রীর সঙ্গে দু'একটা রসিকতা করবে, তাকে হয়ত একটা চুমু খাবে, এক কাপ কফি পান করবে এবং ছেলে মেয়েদের ধমকানি দেবে। ঠিক সওয়া দশটায় সে যাবে জন্ম-মৃত্যু রেজিষ্ট্রীর অফিসে। সেখানে বেলা চারটে পর্যন্ত একভাবে টুলে বসে একটা ডিষ্ট্রীক্টের জন্মমৃত্যুর হিসাব লিপিবদ্ধ করে যাবে। সমগ্র এলাকাটির সুখদুঃখ তার কলমের নিচে দিয়ে বয়ে যাবে, কিন্তু তার মুখে কোন রকম ভাবান্তর ঘটবে না। চারটে বাজলে সে সহরের একটা বিখ্যাত দোকানে গিয়ে একটু আমোদ আহ্লাদ করবে, কাউণ্টারের তরুণীদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করবে। একদিন অন্তর ঠিক সন্ধ্যা ছ'টায় সে অপেরায় যাবে এবং সেখানে রাজা, প্রজা, সেনাপতি, ভৃত্য, দস্যু, চোর, ভূত, প্রেত, দত্যি, দানা, যে কোন ভুমিকায় অভিনয় করবে, নাচবে কাঁদবে হাসবে গান গাইবে, যুদ্ধ করবে কখনও বা রোমের পক্ষে কখনও বা মিশরের পক্ষে। মোট কথা কিছুতেই তার আপত্তি নেই, কেবল টাকা পেলেই হল।

বাড়ি ফিরবে সে রাত বারটায়। তখন সে পত্নী অনুরাগী স্বামী,

স্নেহ পরায়ণ পিতা। অপেরার পরীদের চিত্ত বিভ্রমকারী সৌন্দর্যের রঙে রঙীন মন নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে শয্যা গ্রহণ করবে এবং দুশ্চরিত্রতার চিত্রকে সে দাম্পত্য প্রেমের সহায় করে তুলবে। তারপর সে নিদ্রাগত হবে, কিন্তু সেও বেশীক্ষণের জন্য নয়, জীবন যাত্রার মতই দ্রুত তার গতি।

এই লোকটি ইতিহাস, সাহিত্য, রাজনীতি, সরকার, ধর্ম, সামরিক জ্ঞান সবকিছুর সংক্ষিপ্তসার। সে হ'ল একটি সজীব বিশ্বকোষ, একটি কিম্ভূতকিমাকার মানচিত্র। প্যারি সহরের মতই এর গতির বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, আছে কেবল দুটি সচল পা। এরকম অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের মধ্যে কোন শরীরই তার পবিত্রতা বজায় রাখতে পারে না। কতিপয় অলস দার্শনিক হয়ত শ্রমজীবি কারিগরদের এরচেয়ে বেশী সুখী বলবেন। একজন মরে এক নিঃশ্বাসে আর অপরজন মরে তিলে তিলে। এই বহুবৃত্তিধারী ফেরিওলার উপার্জিত অর্থ এবং তাদের সন্তানাদি তাদের উপর তলার লোকদের কুক্ষিগত হয়। তার ছেলে বাপের চেয়ে বেশী শিক্ষা পায়, ফলে তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাড়ে এবং তার বাপের চেয়ে একধাপ উপরে উঠে যায়।

এই দ্বিতীয় তলে যারা বাস করে তারা নিঃস্ব নয়, কিছু রেস্ত আছে এদের। এরা ব্যবসায়ী এবং এদের সাঙ্গপাঙ্গরা হল সব কেরানী, নিম্নমধ্যবিত্তশ্রেণীর লোক। শ্রমিকরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে সম্পদ উৎপাদন করে, এরা সে সব সংগ্রহ করার চেষ্টা করে। বড় নির্বিরোধী লোক এরা। কোন গোলমালে নেই, কেবল কিসে রোজগার বাড়বে, কি করে বড় লোক হওয়া যাবে কেবল সেই চেষ্টা। এরা মদ খায় না, বদমাইসি করে না, কিন্তু বড় হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষায় এরা শরীর পাত করে। এরা বড় বড় লোকদের সঙ্গে মিশতে চায়, কুটুম্বিতা করতে চায়, সমাজে খ্যাতি প্রতিপত্তি চায়, সরকারী সম্মান চায়, মনে মনে কামনার আগুনে পুড়ে মরে। এখানেও সেই সুবর্ণ ও সুখের জন্য আকুলি বিকুলি, বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই—ক্লান্ত অবসন্ন শরীর ও মন নিয়ে আলেয়ার

পিছনে ছুটোছুটি।

সমাজের প্রতিটি স্তরেই চলেছে এই উধ্বর্গামী অভিযান—সকলেই উপরের তলে উঠতে চায়। ধনী মুদির পুত্র নোটারী হয়, কাষ্ঠব্যবসায়ীর পুত্র ম্যাজিষ্ট্রেট হয়—ধাপে ধাপে সবাই অর্থের সন্ধানে উপরে উঠবার চেষ্টা করে।

সমাজের তৃতীয় তলে বাস করেন আইনজীবি, ডাক্তার, নোটারী, কাউন্সিলর, বড় ব্যবসায়ী, ব্যাঙ্কার, ম্যাজিষ্ট্রেট, ফাটকাবাজ প্রভৃতি। এই অংশকে প্যারীর উদর বলা যায়। এখানে সহরের সমস্ত স্বার্থ হজম হয়। নৈতিক ও শারীরিক বিনাশের কারণ এখানে সবচেয়ে বেশী পরিমাণে বর্তমান। এই মহলের বাসিন্দারা তাঁদের অস্বাস্থ্যকর অফিসে, দুর্গন্ধময় প্রকোষ্ঠে, অর্গলবদ্ধ গহ্বরে বসে কাজ করেন। কাজের ভারে এদের শরীর বেঁকে যায়। এদের উঠতে হয় অতি প্রত্যূষে, সব কাজে ঠিকমত হাজিরা দেবার জন্য। সকলেই চেষ্টা করেন অপরকে পেরিয়ে যাবার জন্য। সকলেই চান সব সুযোগ সুবিধা একাই ভোগ করবেন। কেউ ছোটেন ব্যবসা খুলতে কেউ বা ছোটেন ব্যবসা গোটাতে। উকিল ছোটেন মক্কেলের পকেট মারতে, ম্যাজিষ্ট্রেট ছোটেন কাউকে ফাঁসি বা মুক্তি দিতে, ডাক্তার ছোটেন কাউকে মারতে বা বাঁচাতে। এদেরও দাঁড়াবার অবসর নেই, বিরাম নেই। এরাও সময়ের আগে ছুটে চলেন, সেই একই মোহে—সুবর্ণ এবং সুখের। এই আবহাওয়ার মধ্যে কোন আত্মাই মহান, পবিত্র, উদার ও সৎ থাকতে পারে না, কোন মুখই বজায় রাখতে পারে না তার সৌন্দর্য। এদের হৃদয় বলতে কিছু নেই, হৃদয়কে এরা কোথায় চাপা দিয়ে রেখে দিয়েছেন। এদের কাজে দুর্জ্ঞেয় রহস্য বলে কিছু নেই, এরা সব জানেন সব বোঝেন, সমাজের উল্টো দিকটা দেখেন আর তার নিন্দা করেন। কোন কিছুই এদের মনে দাগ কাটে না। আন্তরিকতা বলে এদের কিছু নেই, সবই মৌখিক। এরা শৃগালের মত সদ্যমৃতের দেহ থেকে মাংস ছিঁড়ে নেবার জন্য ওৎপেতে থাকেন। সকলের উদ্দেশ্য

এক—গাড়ী, বাড়ি এবং ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স বৃদ্ধি করা। এরা চলেন ঠিক দম দেওয়া কলের মত। এরা প্রত্যেকটি সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দেন, মৌখিক অন্তরঙ্গতা দেখান—লক্ষ্য থাকে স্বীয় স্বার্থ সাধনের দিকে। কেউ মক্কেল পাকড়ান, কেউ মক্কেল হাতে রাখেন, কেউ ওপরওয়ালাকে খুসী করেন, কেউ চান একটু বড়দের দলে মিশতে ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাকের মত। সকলের মুখেই দেঁতো হাসি, বিনয়ের অবতার সব। বুদ্ধিবৃত্তির চরম অমর্যাদা ঘটে এই মহলে।

এর উপর তলায় শিল্পীদের বাস। মৌলিকতার ছাপ থাকলেও এদের মুখ শীর্ণ, ক্লান্ত, অবসাদগ্রস্ত। প্রথমে এদের মাথায় নানারকমের আজগুবি খেয়াল চাপে, একটা অদ্ভুত কিছু করে তাক্ লাগিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত হন এরা। কিন্তু শেষে যখন দেখেন এতে পেটও ভরে না, প্রতিপত্তিও হয় না, আর্টও সৃষ্টি হয় না, তখন দিবারাত্র খেটে ব্যর্থ হয়ে যাওয়া দিনগুলি পুষিয়ে নেবার জন্য চেষ্টা করেন। অলস জীবন-যাপনের ফলে এদের ঘাড়ে যে ঋণের বোঝা চাপে তা শোধ করার জন্য অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করতে হয়। এর ওপর আবার সুবর্ণ ও সুখের লালসা তাকে পাগল করে তোলে। অভিনেতা সকালে পড়াশুনা করেন, দুপুরে মহড়া দেন এবং মধ্যরাত্রি পর্যন্ত অভিনয় করেন; ভাস্কর তাঁর মূর্তির নিচে মুখ গুজে কাজ করে যান; সাংবাদিক যুদ্ধরত সৈনিকের মত চিন্তার কুচকাওয়াজ করেন; চিত্রকরের ছবি যদি ভাল কাটে তবে তার আর ফুরসৎ থাকে না; কিন্তু যার ছবি বাজারে চলেনা তিনি মনে করেন উপযুক্ত সমঝদার নেই আর শুকিয়ে মরেন। প্রতি-যোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অপবাদ এদের পঙ্গু করে দেয়। কেউ হতাশায় পাপের পথে চলে যান, কেউ বা অকাল মৃত্যু বরণ করেন। অতি অল্পজনের পক্ষেই ভাল থাকা সম্ভব হয়। এরা সর্বদাই একটু অস্বাভাবিক প্রকৃতির, সাধারণ মানদণ্ডের হয় ওপরে নয় নিচে থাকেন। কোন বাঁধাধরা নীতি এরা মানতে চান না। কিসে এদের সর্বনাশ হয়? লালসায়—সুবর্ণ ও সুখের লালসায়।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অধিকাংশ লোক যে সব বাড়িতে বাস করে তার বাতাস বিষাক্ত, পথের পুতিগন্ধ স্বল্পপরিসর বায়ু চলাচলহীন কক্ষে প্রবেশ করে তাকে অধিকতর কলুষিত করে তোলে। এ ছাড়া এই সহরের চল্লিশ হাজার বাড়ির ভিত্তি পর্যন্ত নোংরামিতে ভরা। কর্তৃপক্ষ রক্ষাপ্রাচীর নির্মাণ করে এই বাড়িগুলিকে কলুষ থেকে বাঁচাবার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেন না। সে সব কথা থাক্, এখন সুপ্রশস্ত ও সুসজ্জিত সৌধমালার দিকে নজর দেওয়া যাক্। এই হর্ম্যরাজিতে বাস করেন ধনী ও সুখী অভিজাত সম্প্রদায়, মুখে তাঁদের দম্ভের রেখা। তাঁদের মধ্যে স্বাভাবিকতা বলে কিছু নেই, সবই কৃত্রিম। একমাত্র সুখসম্ভোগ ছাড়া তাঁদের আর কোন কাজ নেই। যারা নিজের শরীর ঠিক রাখবার জন্য বারোমাস ওষুধ খায়, তাদের যেমন ক্রমশঃ ডোজ বাড়িয়ে যেতে হয়, তেমনি যারা অবিরাম কেবল সুখ ভোগ করে, ক্রমশঃ তাদের ভোগের মাত্রা বাড়াতে হয়; পরিণাম—মৃত্যু ও অধঃপতন। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা ধনাঢ্যদের কাছে সর্বদাই নতজানু হয়ে থাকে এবং তাদের রুচিকে পাপের পথে নিয়ে যেতে সাহায্য করে ও নিজেরা তার সুযোগ গ্রহণ করে। ভোগবিলাসপরায়ণ এই সব লোকদের মনে অল্প বয়সেই নানা রকম রোম্যান্টিক কল্পনার উদয় হয় এবং নকল প্রেমে মজে। রমণীর নিভৃত কক্ষের তোষামোদ ও ছলনার মধ্যে তাদের সকল শক্তি নির্বাপিত হয়, তাদের পুরুষত্ব ও মৌলিকতার কিছু আর অবশিষ্ট থাকে না। অবশ্য সবাই যে এরকম হয় তা নয়, তাদের মধ্যে সংস্কৃতি-বানও আছে এবং তাঁরা মার্জিত রুচি ও বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় দেন। কিন্তু যাঁদের কাছে তাঁরা তাদের বিশেষত্বের পরিচয় দেন তাদের কাছ থেকে বিনিময়ে কিছুই পান না। ক্রমাগত কেবল দিয়ে যেতে থাকার ফলে শেষে তারা ক্লান্ত হয়ে পশ্চাদপসরণ করেন এবং নির্বোধদের রাজত্বই বজায় থাকে। সর্বদা চাটুকার পরিবৃত হয়ে থাকার ফলে তাঁদের কাজের বিরুদ্ধ সমালোচনা তাঁরা কখনই শুনতে পান না, ফলে তাঁদের এই ধারণা হয় যে, তাঁরা যা করেন তাই ঠিক। এইভাবে

নির্বোধের রাজ্য চলতে থাকে। অভিজাত শ্রেণীর অন্তঃসারশূন্যতার লক্ষণ প্রকট হয়ে ওঠে তাঁদের চোখে মুখে।

প্যারীর অন্তরাত্মার যেখানে এই অবস্থা সেখানে তার দেহের অবস্থাও ভাল হওয়া সম্ভব নয়। অন্তর যেখানে মলিন বাহিরও সেখানে মলিন হতে বাধ্য। এই মুকুটপরা সহরটির কামনা ঠিক রাণীর মত সর্বদা গর্ভধারণের ফলে অদম্য। প্যারী জগতের মুকুটমণি, মানব সভ্যতার লীলাভূমি। সে যেন এক মহামানব, সৃজনশীল জীবন-শিল্পী, দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন রাজনীতিক। তাই তার কপালে কুঞ্চনের রেখা, তার অভ্যন্তরে পাপ, উদ্ভট কল্পনা ও মোহমুক্তি। তার শরীরে সৎ ও অসতের অবস্থান, সংগ্রাম ও বিজয়ের আবর্তন। তার মাঝে ১৭৮৯ * এর বিপ্লব যার আহ্বানবাণী এখনও পৃথিবীর প্রতিটি কোণে প্রতিধ্বনিত হয়—আবার তার মাঝেই ১৮১৪ র ‡ পরাজয় প্যারী সহরকে বিদ্যাবুদ্ধির একটি বিরাট জাহাজের সঙ্গে তুলনা করা চলে। তার দাঁড়গুলি হ'ল দৈববাণী, মাস্তুলটি হ'ল বিজয়স্তম্ভ এবং প্রহরী হলেন নেপোলিয়ন। ক্ষুদ্র পোত টলমল করতে পাবে কিন্তু প্যারী জাহাজ পৃথিবীকে বিদীর্ণ করে পূর্ণবেগে অগ্রসর হয়, তাকে আলোকিত করে বিজ্ঞানের সমুদ্রে পাড়ি জমায় এবং তার বৈজ্ঞানিক ও শিল্পীদের কণ্ঠ দিয়ে চিৎকার করে ডাক দেয়, "চল, চল, এগিয়ে চল! আমার অনুকরণ কর!" তার নাবিকের সংখ্যা অসংখ্য, তারা তাকে ধ্বজা পতাকা দিয়ে সাজায়। এই জাহাজের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য তার খোলের মধ্যে বুর্জোয়াদের পুরে দেওয়া হয়, আর কেবিনে থাকেন ভাগ্যবান যাত্রীর দল। সুসজ্জিত জাহাজ কর্মচারীরা রেলিংএ ঠেস দিয়ে চুরুট টানে আর ডেকের উপর থাকে সৈন্য, অধিকর্তা ও উচ্চাভিলাষীর দল।

---

* ১৭৮৯ সালে প্যারীর বেস্তিল দুর্গ আক্রান্ত এবং ফরাসী বিপ্লব শুরু হয়—অনুবাদক

‡ ১৮১৪ সালে মিত্রশক্তিবর্গ প্যারিতে প্রবেশ করে এবং নেপোলিয়ান সিংহাসন ত্যাগ করে এলবায় চলে যান—অনুবাদক

সর্বহারাদের মাত্রাতিরিক্ত ছোটাছুটি, স্বার্থের অনিষ্টকর প্রভাব—যাতে ছুটি মধ্যবিত্ত শ্রেণী ধ্বংস হয়—শিল্পীর নিষ্ঠুর চিন্তা এবং ধনীদের অতিরিক্ত সুখের চিন্তা থেকেই প্যারীর স্বাভাবিক কুৎসিৎ আকৃতি প্রকট। কেবলমাত্র প্রাচ্যেই মানব জাতির আকৃতি শোভামণ্ডিত। কিন্তু সেটা হ'ল চিরকাল শান্ত নিরুদ্বেগ জীবনযাত্রার ফল। সেখানকার খর্বাকৃতি বিজ্ঞ দার্শনিকগণ হাতের কাজকে অত্যন্ত ভয় করেন, ছোটাছুটি দাপাদাপি মোটেই সহ্য করতে পারেন না, শান্ত মেয়ের ন্যায় কোন রকমে ছুটি অন্নের সংস্থান করে চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে অলস চিন্তার উপদেশ দেন; কাজেই সেখানে এটা সম্ভব। কিন্তু প্যারীর কি বড়, কি ছোট, সবাই অর্থ, প্রতিপত্তি ও আমোদের তাগিদে ছোটাছুটি করে, লাফায়, এগিয়ে চলে। প্যারীতে ক্বচিৎ কখনো একটি নবীন কমনীয় কান্তিময় অনিন্দ্যসুন্দর মুখ দেখতে পাওয়া যায়। যদি কখনো এরকম মুখ নজরে পড়ে তাহলে বুঝতে হবে সে মুখ কোন প্রাণবন্ত তরুণ ধর্মযাজকের বা মঠাধিকারীর, মধ্যবিত্ত ঘরের কোন পবিত্র তরুণীর বা প্রথম সন্তানবতী জননীর অথবা সদ্য গ্রাম থেকে আসা কোন যুবকের কিম্বা কোন বৈজ্ঞানিক বা আদর্শবাদী কবির, কোন আলস্য বিলাসীর বা কাপড়ের দোকানের কোন সহকারীর।

তবে প্যারীর একটি সম্প্রদায় এই সুবর্ণ ও অর্থের অবিরাম গতিবিধির দ্বারা লাভবান হয়। এঁরা হলেন রমণী সমাজ। এদেরও আকৃতি নষ্ট হবার হাজার কারণ আছে, কিন্তু এঁদের মধ্যেই আবার অনেকে আছেন যাঁরা প্রাচ্য কায়দায় বাস করে তাঁদের সৌন্দর্য বজায় রাখেন। এরা অসূর্যম্পশ্যা, পথে বার হন না। দুষ্প্রাপ্য ফুলের মত এরা দৃষ্টির অন্তরালে থাকেন এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ে এঁদের পাপড়িগুলি খুলে যায়। পরস্পরবিরোধী গুণাবলীর বিচিত্র সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায় এই প্যারী নগরীতে। এখানে আন্তরিকতার অভাব যেমন আছে তেমনি আবার প্রগাঢ় অকৃত্রিম বন্ধুত্ব এবং অসীম ভক্তি ভালবাসাও আছে। স্বার্থ ও কামনার এই রণক্ষেত্রে ভাবাবেগ ও অনুভূতির সম্পূর্ণতাও দেখতে

পাওয়া যায়। অভিজাত শ্রেণীর মধ্যেও মাঝে মাঝে শিক্ষায় দীক্ষায় শ্রেষ্ঠ মনোহর কান্তি যুবাও পরিদৃষ্ট হয়। ইংরাজ রক্তের সঙ্গে দক্ষিণী দৃঢ়তার মিলনের ফলে সৃষ্টি হয় এই সৌন্দর্য। চোখের দ্যুতি, মুকুলিত ওষ্ঠ, সুকোমল কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ, মর্মরশুভ্র গাত্রবর্ণ, অভিনব গঠন তাঁদের সুন্দরতম পুরুষে পরিণত করে।

জরাজীর্ণ, কুঞ্চিত, ভ্রুকুটি কুটিল মুখমণ্ডলীর প্রদর্শনীর মধ্যে এইরকম লাবণ্যমণ্ডিত সুশ্রী সুকোমল মুখ বাস্তবিকই আকর্ষণের বস্তু। তরুণেরা যে আগ্রহ নিয়ে সুন্দরী তরুণীদের দিকে চায়, ঠিক সেই আগ্রহে মেয়েরা শেষোক্ত তরুণদের মুখকান্তি নিরীক্ষণ করে। প্যারীর নাগরিকদের প্রতি দ্রুতসঞ্চারী দৃষ্টিক্ষেপন করে যদি আমরা র‍্যাফেলের অঙ্কিত মুখের মত দুর্লভ মুখশোভা দর্শন করতে সমর্থ হই তবেই আমাদের এই কাহিনী রচনা সার্থক হবে। অত্র ইদং প্রতিপাদ্যং।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বসন্তের সুন্দর প্রভাতে যখন প্যারী সহরের সৌধচূড়াগুলি এবং পথের দুধারের বৃক্ষসমূহের শীর্ষদেশ নবারুণ রাগে রঞ্জিত হয়ে ওঠে, আকাশের রং দেখায় গাঢ় নীল, প্রকৃতি বিবাহের সাজে সজ্জিত হয় তখন মুক্ত বায়ু সেবনকারী নরনারীর দল তাদের বিবর থেকে বের হয়ে প্রশস্ত রাজপথ দিয়ে সর্পিল গতিতে তুইলারী * অভিমুখে অগ্রসর হয়ে থাকে। এমনই একটি প্রভাতে জনৈক সুদর্শন যুবক তুইলারীর প্রশস্ত বীথিকায় ভ্রমণ করছিল। যুবকের সাজসজ্জা ও ভাবভঙ্গী মার্জিত রুচির পরিচায়ক। যুবকের নাম হেনরী দ্য মার্সে।

এখানে একটি গোপন কথা আছে। হেনরী আসলে এক তরুণীর সঙ্গে লর্ড ডাড্‌লীর অবৈধ প্রণযেব ফল। লর্ড ডাড্‌লী হেনরীর জন্মের পরেই মসিয়ে দ্য মার্সে নামক এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে হেনরীর মায়ের বিয়ে দিয়ে দেন। হেনরীকে নিজের ছেলে বলে গ্রহণ করতে মসিয়ে দ্য মার্সের কোন আপত্তি হয় নি, কারণ লর্ড ডাড্‌লী টাকা দিয়ে তাঁর মুখ বন্ধ করেছিলেন। তিনি তাঁর অবৈধ সন্তানের নামে এক লক্ষ ফ্রাঁর একটি ফণ্ড গঠন কবে তা থেকে বৃদ্ধ মার্সের আজীবন ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। স্ত্রীর সঙ্গে জীবনে কখনও পরিচয় ঘটেনি এই বৃদ্ধের এবং সেই অপরিচয়ের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। মাদাম দ্য মার্সে তখন বিয়ে করেন মার্কুইস দ্য ভর্দাকে। এই বিয়ের আগে থেকেই নিজের সন্তান ও লর্ড ডাড্‌লীর প্রতি মাদাম মার্সের আকর্ষণ কমে গিয়েছিল। প্রথমতঃ ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে যুদ্ধ প্রণয়ীযুগলকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। দ্বিতীয়তঃ কারও প্রতি চিরদিন বিশ্বস্ত থাকা প্যারীর ফ্যাসন বিরুদ্ধ। প্যারীতে এ নিয়মের ব্যতিক্রম কখনও হয়নি, হবেও না। একে তরুণী তায়

---

* ১৫৬৪ সালে নির্মিত ফরাসী রাজাদের প্রাসাদ। ১৭৯৩, ১৮৩০ ও ১৮৪৮ সালের অভ্যুত্থানে এই প্রাসাদ বিদ্রোহীদের দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং ১৮৭১ সালে কম্যুন কর্তৃক ইহা ভস্মীভূত হয়। —অনুবাদক।

সুন্দরী—প্যারীতে এরকম মেয়ের বাজার খুবই গরম। এই গরমে মাতৃত্ব সুলভ কোমলবৃত্তি ও স্নেহ উপে যেতে মাদামের দেরী হয় নি। আর লর্ড ডাড্‌লীর তো কথাই নেই। তিনি ছেলের জন্য তেমন চিন্তিত ছিলেন না। কারণ যাকে তিনি ভালবাসতেন সেই যখন ছেড়ে গেল, তখন তার সন্তানের প্রতি আকর্ষণ আর কি করে থাকবে? তাছাড়া বাপেরা সেই সব সন্তানকেই ভালবাসতে পারে যাদের সঙ্গে তাদের পরিচয় খুব ঘনিষ্ঠ। আমরা যাকে পিতৃত্ব বলি সেই আবেগটি কৃত্রিম এবং সেই আবেগ স্থষ্টি হয় নারী, সামাজিক প্রথা ও আইনের চাপে পড়ে। সংসারের শান্তিরক্ষার পক্ষে এটা নাকি খুবই দরকারী।

হতভাগ্য হেনরী দ্য মার্সে দুজনের মধ্যে একজন বাপকেই জানতো যে তার জনক নয়। স্বভাবতঃই হেনরী দ্য মার্সের পিতৃত্ব ছিল একেবারেই অসম্পূর্ণ। প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী কয়েকটি ধাবমান ক্ষণমুহূর্তের জন্যই সন্তানরা পিতা লাভ করে এবং মসিয়ে দ্য মার্সে এ বিষয়ে প্রকৃতিকেই অনুসরণ করেছিলেন। নেশা না থাকলে ভদ্রলোক তাঁর নামটা বিক্রয় করতেন না। তথাকথিত পুত্রের নামে গঠিত ফণ্ড থেকে তিনি যে ডিভিডেণ্ড পেতেন তা তিনি জুয়া খেলে এবং নেশা করে উড়িয়ে দিতেন। শেষে সন্তানটিকে তিনি তাঁর এক বৃদ্ধা ভগিনীর কাছে রেখে দেন। এই মহিলাটি তাঁর ভাইএর কাছ থেকে যে সামান্য অর্থ পেতেন তাই দিয়ে ছেলেটির জন্য একজন শিক্ষকের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। শিক্ষকটি ছিলেন অতিশয় সৎ প্রকৃতির। ছেলেটিকে দেখে তাঁর মায়া হয় এবং তিনি তাকে সযত্নে লালন পালন করতে থাকেন। দশ বছর কলেজে পড়ে যা না শেখা যায় তিনি তিন বছরে তাকে তাই শিখিয়ে দেন। শিক্ষকটি ছিলেন ধর্মযাজক, নাম মসিয়ে দ্য ম্যারোনিস। ছেলেটিকে সুশিক্ষিত এবং সুসভ্য করবার জন্য তিনি তাকে সমাজের সকলরকম স্তর সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করে দিয়েছিলেন। তিনি চেষ্টা করেছিলেন রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি সর্ববিষয়ে তাকে সুশিক্ষিত করে তুলতে। ছাত্রটিও তাঁর স্নেহে মুগ্ধ হয়ে প্রত্যেকটি নির্দেশে ভালভাবে সাড়া দিয়েছিল।

১৮১২ সালে এই মহাত্মার মৃত্যু হয়। তখন তিনি বিশপের পদ পেয়েছিলেন। তিনি এই সান্ত্বনা নিয়ে মরেছিলেন যে, এমন একটি ছেলে তিনি তৈরী করে দিয়ে গেলেন যার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কোন পরিণত বয়স্ক লোকের পক্ষেও সম্ভব হবে না। সুকুমার আকৃতির অভ্যন্তরে একটি বজ্রকঠিন হৃদয় ও একটি শক্তিশালী মস্তিষ্ক প্রচ্ছন্ন অথচ তার বাহ্যিক আবরণ নন্দন-কাননের সর্পটির মতই মোহ বিস্তারক। এ রকম যে হতে পারে তা সহজে ধারণা করা যায় না।

শুধু তাই নয়, স্নেহ প্রবণ ধর্মযাজকটি প্যারির উচ্চমহলে কয়েকটি অভিজাত পরিবারের সঙ্গে ছেলেটির পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। এর মূল্যও তার বাপের গচ্ছিত একলক্ষ ফ্রাঁর চেয়ে কম নয়। মোটকথা একাধারে শঠ ও বিজ্ঞ, পণ্ডিত ও সন্দিগ্ধবাদী, বিশ্বাসঘাতক ও অমায়িক, শীর্ণ ও শক্তিশালী এই ধর্মযাজক তাঁর ছাত্রের খুব উপকারে এসেছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর হেনরী দ্য মার্সেকে কোন কিছুতেই বিচলিত হতে হয়নি। কেবল যখন সে তার প্রিয় শিক্ষাগুরুর প্রতিকৃতির দিকে তাকাতো তখন তার মনটা অন্যরকম হয়ে যেত।

ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে যুদ্ধের জন্য মার্সে তাব জন্মদাতাকে জানতে পারেনি। সে তার নাম জানতো কিনা সন্দেহ। সে মানুষ হয়েছিল অনাথ শিশুব মত, পিতা মাতা উভয়ে তাকে করেছিল ত্যাগ। কাজেই পিতার জন্য তার মনে কোন ক্ষোভ ছিল না। মাকেও সে জানতো না। কেবল যে বৃদ্ধাকে সে মা বলে জানতো তার অর্থাৎ বৃদ্ধ মার্সের ভগিনীর মৃত্যু হলে পিযের লাসাইসে তার নামে একটি ছোট্ট স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করিয়ে দিয়েছিল। মসিয়ে দ্য ম্যারোনিস বৃদ্ধাকে একখণ্ড সুন্দর জমি দান করেছিলেন। তার মৃত্যুতে হেনরী বালকের মত ফুলে ফুলে কেঁদেছিল। মসিয়ে ম্যারোনিস তাকে অনেক বুঝিয়েছিলেন; বলেছিলেন, 'মৃত্যু কারও হাত ধরা নয়, তাছাড়া তার বয়সও তো যথেষ্ট হয়েছিল এবং বুড়ো বয়সে ভীমরতি ধরেছিল, ও মরেছে না হাড় জুড়িয়েছে।'

১৮১১ সালে বিশপ ম্যারোনিস তাঁর ছাত্রকে মুক্তি দিয়েছিলেন। তারপর মার্সের মা যখন পুনরায় বিয়ে করেন তখন বিশপ পরিবার-বর্গের সম্মতিক্রমে একজন সরলপ্রাণ লোককে নির্বাচিত করে তার ওপর সম্পত্তি পরিচালনার ভার দেন। সম্পত্তির আয় থেকে তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের প্রয়োজন মেটাবার জন্য অর্থ ব্যয় করতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু আসলে হাত দেবার অভিপ্রায় তাঁর ছিল না।

১৮১৪ সালের শেষদিকে হেনরী ছ মার্সে সবরকম নৈতিক বাধ্য-বাধকতা থেকে মুক্তি পেয়েছিল। সে হয়েছিল মুক্ত বিহঙ্গের মত স্বাধীন। জীবনের বাইশটি বসন্ত অতিবাহিত হলেও তাকে ষোল সতেরো বছরের বেশী বলে মনে হত না। তার যে সব প্রতিদ্বন্দ্বী তাকে মোটেই দেখতে পারতো না তারাও তাকে প্যারীর শ্রেষ্ঠ সুপুরুষ বলে মনে করতো।

পিতা লর্ড ডাডলীর কাছ থেকে সে পেয়েছিল অলস মদির মনভোলানো দুটি আঁখি, আর মায়ের কাছ থেকে ঘনকৃষ্ণ কেশ-রাশি। তরুণী অঙ্গের মত কোমল তার অঙ্গ, শান্ত ও সলজ্জ দৃষ্টি, সুকোমল বাহু, সুগঠিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যে রমণীর চোখে পড়তো তারই মাথা ঘুরে যেতো এবং অন্তরের নিরুদ্ধ কামনা পূরণ করতে না পেরে মনে মনে গুমরে মরতো।

কিন্তু হেনরীর এই নারীসুলভ আকৃতির ও চটুল চাহনীর অন্তরালে আত্মগোপন করে ছিল সিংহের বিক্রম ও শাখামৃগের ক্ষিপ্রতা। সে দশ হাত দূরে থেকে একখানা ছুরির ফলার ওপর একটা বলকে দ্বিখণ্ডিত করতে পারতো; তার অশ্বচালনার কৌশল দেখলে সেণ্টরদের * কাহিনী মনে পড়ে যেত। সে পরিপূর্ণ গাম্ভীর্যের সঙ্গে চার ঘোড়ার যুড়ী হাঁকিয়ে যেত; তার শরীর ছিল খুব হাল্কা ও মেষ শাবকের মত নিরীহ প্রকৃতির, কিন্তু গদাযুদ্ধে সহরের কোন লোক তার সঙ্গে পেরে

* সেণ্টর—থেসালীর অধিবাসী বলিয়া উপাখ্যানে কথিত অর্ধমানব ও অর্ধ অশ্বাকৃতি একশ্রেণীর বলবান জীব—অনুবাদক।

উঠতো না। সে এত সুন্দর পিয়ানো বাজাতো এবং এত সুন্দর গান গাইতো যে, দুর্বিপাকে পড়লে অনায়াসে নাম করা শিল্পীদের মত প্রচুর টাকা রোজগার করতে পারতো। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, এত সুন্দর সুন্দর গুণ একটিমাত্র দোষের জন্য, এক কড়া দুধে এক ফোঁটা চোনা পড়ার মত মলিন হয়ে গিয়েছিল। সে কাউকে বিশ্বাস করতো না, স্ত্রী বা পুরুষ, ঈশ্বর বা শয়তান কারও প্রতি তার আস্থা ছিল না। খেয়ালী প্রকৃতিদেবী তার চরিত্রের গোড়াপত্তন করেছিলেন এবং সে কাজ সম্পূর্ণ হয়েছিল একজন ধর্মযাজক দ্বারা।

এই আখ্যায়িকা একটু বুঝিয়ে বলতে গেলে বলতে হয়, লর্ড ডাড্‌লী এইরকম সুন্দর সুন্দর মুখরোচক নমুনা উৎপাদনের উপযোগী অনেক মহিলার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন। হেনরীর মত দ্বিতীয় একটি নমুনা হল ইউযোমী নাম্নী এক তরুণী। জনৈক স্প্যানিশ মহিলার গর্ভে তার জন্ম এবং সে লালিত পালিত হয় হ্যাভানায়। এণ্টিলেসের এক ক্রেওল যুবতীর সঙ্গে তাকে মাদ্রিদে নিয়ে আসা হয় এবং সেই সঙ্গে সে নিয়ে আসে উপনিবেশের যত রকমের কুরুচি। তবে সুখের বিষয়, সাঁ রিয়েলের মার্কুইস ডন হিজো নামক এক স্প্যানিশ ধনকুবেরের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। ডন হিজো ফরাসী বাহিনী কর্তৃক স্পেন অধিকারের পর থেকে প্যারীর রু য়ে সাঁৎ লেজারে বসবাস করতে থাকেন। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে লর্ড ডাড্‌লী যে সব সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন সে পরিচয় সন্তান সন্ততিদের জানাবার অভ্যাস তাঁর ছিল না। এ এক রকম অদ্ভুত সভ্যতা ; এতে সুযোগ সুবিধা এত বেশী যে এর ত্রুটি বিচ্যুতি ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। যাই হ'ক, বেশী কিছু না বলে কেবল এইটুকু বললেই হবে যে, লর্ড ডাড্‌লী বৃটিশ ন্যায়দণ্ডের কবল থেকে রক্ষা পাবার জন্য ১৮১৬ সালে প্যারীতে চলে আসেন। নির্বাসিত লর্ড, হেনরীকে দেখেই প্রশ্ন করেন, এই রূপবান যুবকটি কে! তারপর নাম শুনে বলেন, "আরে! এ যে আমারই ছেলে!"

সেই ছেলেটিই ১৮১৫ সালের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে একদিন

আপন ক্ষমতা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল শক্তিশালী প্রাণীর মত নির্ভীক ভঙ্গী ও অলস মন্থরগতিতে ভারিক্কী চালে তুইলারীর প্রশস্ত বীথিকায় পদচারণা করছিল। মধ্যবিত্ত ঘরের গৃহিনীরা এই যুবককে দ্বিতীয়বার দেখবার জন্য সরলভাবেই মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াচ্ছিলেন, কিন্তু অপরাপর ললনারা মুখ না ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন এবং যুবক যখন আবার সেই পথে ফিরে আসছিল তখন তার চেহারাটা ভাল করে মনের মধ্যে এঁকে নিচ্ছিলেন, যাতে যথাসময়ে সেই সুবাসিত মুখখানি পরে চিনে নিতে পারা যায়। এই তরুণীদের আশা ছিল, তাদের মধ্যে যিনি সেরা সুন্দরী তাঁর রূপের অবশ্যই কদর হবে।

"আরে রবিবারে এখানে কি করছ?"

হেনরীকে দেখে রোঁকারোলের মার্কুইস প্রশ্ন করলেন।

যুবক উত্তর দিল :

"জালে একটা মাছ পড়েছে।"

অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় দ্বারা পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান হয়ে গেল, বাইরে থেকে কেউ তা বুঝতে পারলে না।

যুবক চোখ কান খাড়া করে প্রত্যেকটি পথচারীকে এমন সুকৌশলে দেখে নিচ্ছিল যে কারও বোঝবার উপায় ছিলনা। বাইরে সে এমন ভাব দেখাচ্ছিল যেন সে কিছুই দেখছে না।

ঠিক এমনি সময় অপর একটি তরুণ এসে খুব পরিচিতের মত হাতটা ধরে জিজ্ঞেস করলে :

"কেমন আছ, মার্সে?"

"খুব ভাল।"

এমন একটা ভঙ্গীতে মার্সে উত্তর দিল যার কোনও অর্থ হয় না—অর্থাৎ তার উত্তরে কিছুই বোঝা গেল না।

বাস্তবিকই প্যারীর তরুণদের সঙ্গে অন্য কোন সহরের যুবকদের তুলনা হয় না। তাদের দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা চলে : বিত্তবান ও বিত্তহীন ; অথবা ভাবুক ও খরচে। তবে একথা ভাল করে

জেনে রাখা দরকার যে, একথা কেবল প্যারীর সুখের পায়রাদের সম্বন্ধেই খাটে। প্যারীতে এমন অনেক তরুণ আছে যারা সহরের জীবনযাত্রায় অনভ্যস্ত এবং কেবল প্রতারিত হয়। তারা ফাটকা খেলে না, কেবল হিসাব করে। আর এক শ্রেণীর তরুণ আছে যারা ধনীই হ'ক আর দরিদ্রই হ'ক, একমনে একধ্যানে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য চেষ্টা করে। এরা কতকটা রুশোর এমিলের মত, সোসাইটীতে এদের কখনো দেখা যায় না। কূটনীতিকরা এদের নির্বোধ বলে থাকেন। এরা মধ্যবিত্তের সংখ্যা বৃদ্ধি করে—যাদের ভারে ফ্রান্সকে নুয়ে পড়তে হয়েছে। সবতাতেই এরা মাথা গলাবে, মধ্যবিত্ত সুলভ পাকামোর ভোঁতা খোন্তা দিয়ে সব ওলট পালট করে দেবে আর নীতিবাক্যের বুকনি ঝেড়ে নিজেদের অকর্মণ্যতার বড়াই করবে। অফিস, আদালত, শাসন, বিচার ও সৈন্যবিভাগ, বণিক সভা—সব এই শ্রেণীর লোকে ছেয়ে গেছে। এরা দেশকে নীচে নামিয়ে দিচ্ছে। দুষ্ট-ক্ষতের মত এরা সমাজ দেহকে শিথিল ও পঙ্গু করে ফেলছে। এই সব সাধু পুরুষরা তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদের চরিত্রহীন ও দুর্বৃত্ত বলে থাকে। কিন্তু এই সব দুর্বৃত্তদের কাছ থেকে অর্থের বিনিময়ে প্রকৃত কাজ পাওয়া যায় আর ওরা কেবল ক্ষতি করে। তবে ফ্রান্সের সৌভাগ্য এই যে, মার্জিত ও সুসভ্য তরুণ সম্প্রদায় এইসব লোকদের মাথামোটা হোঁৎকা বলে নিয়ত নিন্দা করে থাকেন।

হেনরী দ্য মার্সে ছিল এই মার্জিত সম্প্রদায়ের একজন। আপাত-দৃষ্টিতে এই দুই প্রকার তরুণদের পৃথক বলে মনে হবে, কিন্তু বাইরের আবরণ ভেদ করে ভেতরে প্রবেশ করলে দেখা যাবে তাদের পার্থক্য কেবল নৈতিক, বাইরের আবরণটি বিভ্রম ঘটায় মাত্র। এরা সর্বদাই নিজেদের বড় বলে জাহির করে, সবার উপর টেক্কা মারে, যা মুখে আসে তাই বলে; সাহিত্য, শিল্পকলা, মানবতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে খুসীমত মন্তব্য করে বড় বড় বুলি কপচায়, বিজ্ঞান ও ধর্ম উভয়কেই বিদ্রুপ করে, আলোচনার মাঝে বিদ্রুপ করে বাধা দেয়, যা কিছু বোঝেনা সে

সকলের নিন্দা করে এবং নিজেদের শ্রেষ্ঠ বিচারক মনে করে সকলের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এরা বাপকে ঠকায়, মায়ের কোলে শুয়ে কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করে, স্ত্রীলোকের নামে কুৎসা রটায় ও তাদের সতীত্ব নিয়ে খেলা করে। নিজেদের মতলব হাসিল করার উদগ্র কামনায় এরা যে কোন রকম অনৈতিক কাজ করে। এদের বাইরেটা সুন্দর ; কারও দুঃখের কথা শুনলে এরা এমন ভাব দেখাবে যেন তার দুঃখে বড়ই বিচলিত হয়েছে—কিন্তু আসলে এদের হৃদয় বলে কিছু নেই। উত্তাল তরঙ্গ-মালার শীর্ষে যে শুভ্র ফেনিল জলোচ্ছ্বাস দেখা যায় এদের সঙ্গে তার তুলনা করা যেতে পারে। দেশের চরম দুর্দিনে ফুর্তি করতে এদের একটুও বাধে না। কেবল টাকার ব্যাপারে এদের দুটি শ্রেণীর পার্থক্য বোঝা যায়। এক শ্রেণীর টাকা আছে, অপরের নেই। যাদের টাকা নেই তারা ঋণ করে নিজেদের মর্যাদা বজায় রাখে। এক শ্রেণী যদি চালুনীর মত সব রকমের মতাদর্শ গ্রহণ করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত চালুনীর ফুটো দিয়ে বের করার মত সব কিছুই পরিত্যাগ করে তো, অপর শ্রেণী সেই সব মতাদর্শের তুলনামূলক বিচারের পর যেটি ভাল সেটি আত্মস্থ করে। একশ্রেণী যদি সবজান্তা হয় বা কিছুই না জানে, তেলা মাথায় তেল দেয়, তাহলে অপর শ্রেণী গোপনে অন্যের মনের ভাব বুঝে নিয়ে চড়া সুদে টাকা ধার দেয়। একশ্রেণীর মধ্যে আনুগত্য বলে কোন পদার্থ নেই। তাঁদের আত্মা পারদবিহীন আয়নার মত তাতে কোন প্রতিবিম্ব পড়ে না। আর অপর শ্রেণী একটু বুঝে চলে, একেবারে দেউলিয়া হয় না। একশ্রেণী আশার ছলনায় ভুলে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে একটা মতকে আঁকড়ে ধরে, কিন্তু যেই দেখে যে এতে কোন লাভ নেই তখন অন্য মত অবলম্বন করতে একটুও দ্বিধা করে না। অপর শ্রেণী অনেক বিচার বিবেচনার পর কোন মত অবলম্বন করে। বিত্তবান তরুণ যেখানে রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিষয় নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে, বিত্তহীন তরুণ সেখানে হিসাব করে কথা বলে কিম্বা মনের ভাব গোপন রাখে এবং বন্ধুদের সঙ্গে মৈত্রী বজায় রেখে নিজের কাজ

উদ্ধার করে। এক শ্রেণী অপরের যে কোন গুণ থাকতে পারে একথা মানতে চায় না। তাদের ধারণা তারা যা বোঝে সেটাই ঠিক, আর সব ভুল; নিজেদের উপর তাদের অগাধ বিশ্বাস। কিন্তু অপর শ্রেণীর তরুণরা চট্ করে কাউকে বিশ্বাস করে না, প্রত্যেকের মূল্য যাচাই করে নেয় এবং বন্ধুদের মাথায় হাত বুলোয়।

এইভাবে কালক্রমে বিত্তবানরা একদিন বিত্তহীন হয় আর বিত্তহীনরা হয় বিত্তবান।

যে যুবকটি এগিয়ে এসে মার্সে'কে কুশল প্রশ্ন করল সে তার এক বন্ধু। বাড়ি তার মফঃস্বলে। প্যারীর ফ্যাসনদুরস্ত তরুণরা তাকে কি করে সম্পত্তি ওড়াতে হয় তা শেখাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাকে পথে বসাবার উপায় ছিল না। দেশে তার পৈত্রিক সম্পত্তি যথেষ্ট ছিল এবং কিছুটা নষ্ট করার পর সে সাবধান হয়ে যায়। কয়েক হাজার ফ্রাঁ উড়িয়ে দেবার পর তার চৈতন্য হয়।

মার্সে তাকে কাজে লাগাবার জন্য সোসাইটীতে গ্রহণ করে—ফাট্কাবাজের কন্‌ফিডেন্স্যাল ক্লার্কের মত। মার্সে'র বন্ধুত্ব কৃত্রিমই হ'ক আর অকৃত্রিমই হ'ক, সে সোসাইটীতে পল দ্য ম্যানারভিলের একটা স্থান করে দিয়েছিল। পল দ্য ম্যানারভিল তার বন্ধুর সাহায্যে নিজের সুবিধা করে নেবার চেষ্টা করতো। সর্বদাই সে বন্ধুর ছত্রতলে চলতো, সববিষয়ে তাকে অনুকরণ করতো এবং বন্ধুর শোভায় নিজে শোভা পেত। হেনরীর সঙ্গে অবস্থানকালে সে ঠিক তার কেনা গোলামের মত ভাব দেখাত। প্রায়ই সে বোকার মত মন্তব্য করতো, "হেনরী আমায় এত ভালবাসে যে আমি যা চাইব তাই দেবে।" তাই বলে সে কখনো কিছু চায়নি। সে তাকে ভয় করতো। তার এই ভয় প্রকাশ না পেলেও অপরের উপর তার যে প্রতিক্রিয়া হ'ত মার্সে'র তা কাজে লাগতো।

পল বলতো, "মার্সে'র মত লোক হাজারে একটা মেলে কিনা সন্দেহ। তোমরা দেখো, ও যা হতে চায় ও তাই হবে। ও যদি কোনদিন পররাষ্ট্র মন্ত্রীর পদ পায় তাতেও আমি বিস্মিত হব না।

সমস্ত বাধা ওর কাছে তুচ্ছ।"

মার্সেকে তুইলারীর পথে দেখে সে বললে :

"বন্ধু, রবিবারে তোমায় এখানে দেখে বিস্ময় লাগছে।"

"আমিও তোমায় এই কথাই জিজ্ঞেস করবো ভাবছিলাম।"

"কোন মতলব আছে নাকি !"

"হ্যাঁ।"

"বাঃ বাঃ, বেশ !"

"তোমায় বলতে কোন বাধা নেই। তাছাড়া সে মহিলাটি রবিবারে তুইলারীতে আসেন তাঁর কথা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়।"

"ও, হোঃ"

"তবে চুপ করো, নইলে কিছু বলবো না। বড্ড জোরে হাসো তুমি। লোকে ভাববে আমরা খুব খেয়েছি। গত বৃহস্পতিবার আমি এখানে তেরেসে দ্য ফুইলাতে বেড়াতে এসেছিলাম। তারপর রুয়ে দ্য কাস্তিলাওএর ফটক দিয়ে যেই বেরিয়েছি অমনি একটি মেয়ের সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। আমাকে দেখেই তার অবস্থা হল 'ন যযৌ ন তস্থৌ' এর মত। তার ভাব দেখে মনে হল সে যেন বলতে চায় "তুমি এসেছ ? আমি যে তোমারই পথ চেয়ে বসেছিলাম। তুমি আমার ধ্যান ধারণা সব। এতদিন আমায় ফেলে কোথায় ছিলে ? আমি তোমারই, তুমি আমাকে নাও," ইত্যাদি। আমি মনে মনে বললাম, "যাক্, আর একটা পাওয়া গেল। তারপর ভাল করে তার দিকে চেয়ে দেখলাম। বলবো কি ভাই, মেয়েটির রূপ যেন ফেটে পড়ছে, একেবারে অপ্সরী বললেই হয়। এমন মেয়েলি ছাঁদ আমি কখনো দেখিনি। রোম্যানরা যাকে 'অগ্নিকন্যা' বলে, এ যেন ঠিক তাই। সবচেয়ে মুগ্ধ করেছে তার দুটি পীত নয়ন, ঠিক যেন বাঘের মত তা থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে সুবর্ণের দীপ্তি—একেবারে কাঁচা সোনা—যে সোনা কথা কয়, ভালবাসে, পকেটস্থ হতে চায়।"

ধীরে বন্ধু ধীরে। আমরা সকলেই তার চিন্তায় বিভোর।"

পল আরও বললে, "সে মাঝে মাঝে এখানে আসে, সোনালী মেয়েটি। আমরা তাকে এই নামই দিয়েছি। বয়স তার বেশী নয়, বাইশের মধ্যেই হবে। বুর্বনদের সময় এই রকম একটি মেয়ে দেখেছিলাম, তবে তার সঙ্গে আর একটি মহিলা ছিলেন যিনি তাঁর চেয়ে হাজার গুণ বেশী সুন্দরী।"

"থামো, থামো" বাধা দিলে মার্সে। "এ মেয়েটির সঙ্গে অপর কোন মেয়ের তুলনা হয় না। এ ঠিক পোষা বেড়ালের মত পায়ে গা ঘষে। এর গায়ের রং কুন্দ ফুলের মত সাদা, মেঘবরন কেশ আর ছিপ্‌ছিপে নরমসরম চেহারা। এর জুল্‌পির কাছ থেকে নরম রোমাবলী গাল পর্যন্ত নেমে এসেছে, সূর্যের কিরণ লেগে সে গুলি চিক্‌চিক্‌ করে।"

"আর আমি যাকে দেখেছি তার কথা আর কি বলবো মার্সে? আমি দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ। সে চোখ দিয়ে কখনো অশ্রুপাত হয়নি, কিন্তু তাতে জ্বালা আছে। জোড়া কালো ভুরু। ঠোঁট দুটি ধনুকের মত বাঁকানো, দৃঢ়বদ্ধ, সরস এবং উষ্ণ, তাতে কোন চুম্বন স্থায়ী হয় না। তার গায়ের রং মুরদের মত শরীর গরম রাখে। সত্যি কথা বলতে কি, তাকে দেখতে ঠিক তোমার মত।"

"বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে।"

"দ্রুতগামী কর্ভেটের মত তার আকৃতি ও প্রকৃতি; বাণিজ্যতরী দেখবামাত্র তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাকে ডুবিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হয়।"

মার্সে বললে: "সে তুমি যাই বল, আমি যখন তাকে দেখিনি তখন আর সে আলোচনায় লাভ কি? তবে মেয়েদের সম্বন্ধে আমার এ পর্যন্ত যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা থেকে বলতে পারি, আমার দেখা অপরিচিতা সুন্দরী আমার স্বপ্নের রাণী। তার কুমারী বক্ষ, উদ্ভিন্ন যৌবন, তার নম্র সৌন্দর্য আমার একমাত্র ধ্যানের ছবি। পরিপূর্ণ নারী-

মূর্তি সে, তার নিটোল স্বাস্থ্য যৌবনের ভরা নদীর মত—এ সুখের সাগরে ডুব দিলে তার তল খুঁজে পাওয়া যায় না। এরকম আদর্শ সুন্দরী মাঝে মাঝে স্পেন বা ইটালীতে দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু ফ্রান্সে এ জিনিষ জন্মায় না। এই সোনালী মেয়েটিকে আমি গত শুক্রবারেও দেখেছি। কি জানি কেন, আমার মনে হল, পরদিন সে ঠিক একই সময়ে আবার আসবে। আমার অনুমান ভুল হয় নি। সে এল, আমি অলক্ষিতে তার পেছু নিলাম। তার মন্থর গতি দেখে মনে হল তার কোন কাজ নেই, কিন্তু সেই অপূর্ব গতিচ্ছন্দ সর্বসুখের আকর। সে মুখ ফিরিয়ে তাকাল এবং আমাকে দেখতে পেয়ে পুলকিত হয়ে উঠলো। আমি দেখলাম, তার সর্বশরীরে একটা শিহরণ খেলে গেল। এই সময় লক্ষ্য করলাম, সে একা নয়, তার সঙ্গে রয়েছে একটা পাহারাদার স্প্যানিশ রমণী। মাগীটা তাকে আগ্‌লে বেড়াচ্ছে। একটা হায়েনাকে পোষাক পরিয়ে দিলে যে রকম দেখায় তাকে দেখতে ঠিক সেই রকম। যাই হ'ক, আমার কৌতুহল বেড়ে গেল। শনিবারে আবার এলাম, কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না। আজ আবার এসেছি তার আশায়।"

"ওই যে, তিনি এসেছেন," পল বলে উঠলো, "সবাই মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখছে, ওই যে।"

হেনরীকে দেখবামাত্র অপরিচিতা তরুণীটি লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো এবং তার চোখ দুটিতে খুসী উপ্‌চে পড়ল। পরক্ষণেই সে নয়ন মুদ্রিত করে ফেললে এবং পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

পল ঠাট্টা করে বললে ঃ

"তুমি কি বলতে চাও, ও তোমায় দেখে এরকম করলো ?"

পাহারাদার স্প্যানিশ রমণীটা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তরুণদ্বয়কে দেখে নিলে। বেড়াতে বেড়াতে আর একবার পরস্পরকে অতিক্রম করার সময় অপরিচিতা সুন্দরী হেনরীর গা ঘেঁসে তার হাতে হাত দিয়ে একটু চাপ দিয়ে চলে গেল। তারপর মুখ ফিরিয়ে একটু হাসল। ঠিক যেন ঃ

"গেলি কামিনী গজহুঁ কামিনী
বিহলি পালটি নেহারি।"

কিন্তু রসভঙ্গ করলে সঙ্গের স্প্যানিশ মাগীটা।

সে তরুণীকে নিয়ে দ্রুত রুয়ে ছ্য কাস্তিগলিওঁর ফটক অভিমুখে এগিয়ে গেল।

দুই বন্ধুতে তরুণীর পেছু নিলে। মেয়েটির লীলায়িত ভঙ্গিমা ও অনিন্দ্যসুন্দর গ্রীবা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল তারা। গুচ্ছ গুচ্ছ চুলের স্তবক তার নগ্ন স্কন্ধের উপর এসে পড়েছে। খাটো স্কার্ট পরার জন্য পায়ের অনেকখানি খোলা—সুগঠিত, সুপুষ্ট ও সুকোমল মর্মর মসৃন দুখানি পা।

মেয়েটি মাঝে মাঝে ঘাড় বেঁকিয়ে হেনরীকে দেখছিল। মনে হ'ল সে যাচ্ছে যেন নিতান্ত অনিচ্ছায়, একান্ত বাধ্য হয়ে। পাহারাদার স্ত্রীলোকটা পরিচারিকা হলেও তরুণীকে মনে হচ্ছিল যেন তার ক্রীতদাসী, পরিচারিকার ইঙ্গিতে তাকে চলতে হচ্ছে।

দুই বন্ধুতে ফটকে গিয়ে পৌঁছল।

সেখানে একখানা ঝকঝকে স্বয়ংচালিত ঢাকা গাড়ী দাঁড়িয়ে ছিল। দুজন তকমাআঁটা চাপরাসী গাড়ীর পাদানী লাগিয়ে দিলে। স্বর্ণনয়না তরুণী প্রথমে গাড়ীতে প্রবেশ করে এমনভাবে বসল যাতে হেনরীকে বেশ ভালভাবে দেখা যায়। তারপর দরজায় হাত রেখে স্প্যানিশ পরিচারিকার বাধা অগ্রাহ্য করে রুমাল উড়িয়ে হেনরীকে সম্ভাষণ জানাল। রুমালখানি যেন হেনরীকে ডেকে বললেঃ "এস আমার সঙ্গে।"

"এতো সুন্দর রুমাল ওড়ানো কখনো দেখেছ ?"

হেনরী তার বন্ধু পল ছ্য ম্যানারভিলকে প্রশ্ন করল এবং উত্তরের অপেক্ষা না করে একখানা ভাড়াটে গাড়ী ডেকে তার চালককে বললেঃ

"ওই গাড়ীখানার পেছু নাও। যে বাড়ির সামনে গাড়ীখানা

থামবে সেই বাড়ি এবং রাস্তার নামটা ভাল করে দেখে নেবে, বুঝলে, এর জন্য বখশিশ পাবে দশ ফ্রাঁ…পল, আমি চল্লাম।”

ভাড়াটে গাড়ীখানা পূর্ববর্তী গাড়ীর অনুসরণ করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে আগের গাড়ীখানা রুয়ে সাঁৎ লেজারে অতি সুদৃশ্য ঝকঝকে একখানা বাড়ির সামনে এসে থামল।

অন্য কেউ হলে হয়তো তক্ষুনি সেখানে নেমে খোঁজ খবর নিতে আরম্ভ করতো। কিন্তু মার্সে আত্মহারা হ'ল না। সে কোচম্যানকে বলে রেখেছিল, সে যেন গাড়ী না থামিয়ে বরাবর এগিয়ে গিয়ে গাড়ী ঘুরিয়ে বাড়ি ফিরে যায়।

পরদিন সকালে মার্সের খাস চাকর লরেঁৎ চিঠি বিলির সময় সেই অপরিচিতার বাড়ির কাছাকাছি অপেক্ষা করতে লাগল। এই লরেঁৎ ছিল অতিশয় ধূর্ত প্রকৃতির। সে বাড়িখানার ওপরে ভাল করে নজর রাখবার জন্য গোয়েন্দার মত কৌশল অবলম্বন করে ছিল। কেউ যাতে না সন্দেহ করে সেজন্য সে পরে এসেছিল কুলীর পোষাক।

পোস্টাফিসের পিওন যখন সেই রাস্তায় চিঠি বিলি করতে এল, তখন কুলীবেশী লরেঁৎ তাকে গিয়ে বললে যে, এক ভদ্রলোককে সে একটা জিনিষ ডেলিভারি দিতে এসেছে, কিন্তু তার নামটা মনে করতে পারছেনা। তারপর তার সঙ্গে ভাব জমিয়ে তার কাছ থেকে কৌশলে জেনে নিলে, যে বাড়িতে সোনালী মেয়েটি থাকে সে বাড়ি সাঁ রিয়েলের মার্কুইস ডন হিজোর, তিনি স্পেনের এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। খবরটা দিয়ে ডাকপিওন বললে:

“তুমি নিশ্চয়ই এই মার্কুইসের খোঁজ করছো না?”

লরেঁৎ বললে:

“হ্যাঁ, তাঁর স্ত্রীকেই জিনিষটা দিতে হবে।”

“তিনি তো এখানে নেই,” পিওনটা বললে, “তাঁর সমস্ত চিঠিপত্র লণ্ডনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।”

“তিনি তা হলে সেই তরুণী নন, যিনি……”

"ও হরি," পিওনটা তাকে বাধা দিয়ে বললে, "তুমি দেখছি কিছুই খবর রাখো না……"

লরেঁৎ তাকে কয়েকটা স্বর্ণমুদ্রা দেখালে। তাই দেখে পিওনটার মুখে হাসি ফুটল। তখন সে তার চামড়ার ব্যাগ থেকে লণ্ডনের ছাপ মারা একখানা খাম বের করে দেখিয়ে বললে :

"তুমি যে নাম জানতে চাইছ, এই দেখ সেই নাম।"

খামের উপর মেয়েলী ছাঁদের সুন্দর অক্ষরে লেখা রয়েছে :

"মাদময়সেল পাকুইতা ভালস্থে
রুয়ে সাঁৎ লেজার
হোটেল সাঁ রিয়েল
প্যারী।"

লরেঁৎ দেখলে পিওনটার সঙ্গে আলাপ জমাতে পারলে অনেক কিছু জানা যাবে। কাজ হাসিল করবার জন্য সে তাকে পেট ভরে মদ মাংস খাওয়াবার লোভ দেখালে। সব শুনে পিওনটা বললে :

"সাড়ে নটার সময় যখন আমার চিঠি বিলি করা শেষ হয়ে যাবে…কোথায় ?"

"রুয়ে দ্য লা শুযে—দ্য আঁতিন এবং রুয়ে নুভে-দ্যে-মাথুরিসের কোণে পুইৎ সাঁষ ভিনে।"

ঘণ্টাখানেক পরে পিওনটা নির্দিষ্ট স্থানে এসে লরেঁতের সঙ্গে দেখা করে বললে :

"শোন বন্ধু, তোমার মনিব যদি মেয়েটির প্রেমে পড়ে থাকেন, তা'হলে তিনি খুব বড় কাজে হাত দিয়েছেন বুঝতে হবে। তুমি মেয়েটার সঙ্গে দেখা করতে পারবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আমি দশ বছর ধরে প্যারীতে ডাক পিওনের কাজ করছি, অনেক রকমের দরজাই আমি দেখেছি, কিন্তু সাঁ রিয়েলের দরজার মত অদ্ভুত রহস্যজনক দরজা কোথাও দেখিনি। এ বাড়িতে ঢোকা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। অন্য কোন বাড়ির সঙ্গে যাতে যোগাযোগ না থাকে সেজন্য

প্লান করে বাড়িখানা তৈরী করা হয়েছে। এর একদিকে বাগান অন্যদিকে উঠান। একটা বুড়ো স্প্যানিয়ার্ড দরোয়ানের কাজ করে। সে ফরাসী ভাষা এক বর্ণও বোঝে না, কিন্তু দৃষ্টি তার খুব তীক্ষ্ণ। কেউ গেলে আগে সে ভাল করে দেখে নেবে আগন্তুক চোর কি না। প্রেমিকই হ'ক, আর চোরই হ'ক তার কাছে সব সমান। যদি কোনরকমে এই প্রথম গণ্ডী পার হও তো দ্বিতীয় গণ্ডী আর পেরুতে হবে না। ভেতরে ঢুকেই প্রথমে একটা হল ঘর। তার অপর প্রান্তে ভেতরে যাবার দরজা। ঝক্‌মকে বন্ধ দরজার সামনে সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে বসে আছে চাকর-বাকরদের সর্দার। এ লোকটা দরোয়ানের চাইতে রুক্ষ প্রকৃতির এবং অসভ্য। সে তোমায় এমন জেরা করবে যেন তুমি একটা ভীষণ অপরাধ করেছ। আমি তো ডাক পিওন, আমাকে পর্যন্ত নাজেহাল করে ছেড়েছে। সে ভেবেছিল আমি গোপনে আড়ি পাততে গিয়েছি। চাকর গুলোর কাছ থেকেও কিছু জানবার উপায় নেই—সব যেন বোবা। কি ভাষায় যে তারা কথা বলে তা বোঝে কার সাধ্য। মুখ বন্ধ করে রাখার জন্য তারা কে কত টাকা পায় কে জানে। মোদ্দা কথা, তাদের কাছ থেকে কিছু জানা যাবে না। তারা হয়তো মনে করে, কিছু প্রকাশ পেলে তাদের জীবন সংশয় হবে। তোমার মনিব যদিও বা মাদময়সেল পাকুইতা ভালদ্বের প্রতি গভীর অনুরাগ বশে, কোনরকমে এই সব বাধা অতিক্রম করেন, তার স্প্যানিশ পরিচারিকা ড়ো নো কোঁষা মেরিয়াল ভাকে হস্তগত করা একেবারেই অসম্ভব। মাগী যেন ছিনে জোঁকের মত সদাসর্বদা মেয়েটার গায়ে লেগে আছে।"

লরেঁৎ তার মদের গেলাসটা শূন্য করে বললে :

"তুমি ভাই যা শোনালে তাতে আমার ধারণা আরও দৃঢ় হ'ল। আগে যা শুনেছি, তা দেখছি সত্যি। আমি মনে করেছিলাম ওরা বুঝি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছে। পথের উল্টো দিকে যে ফলওয়ালাটা থাকে সে আমায় বলেছে যে রাত্রে বাড়ির চাকররা কতকগুলো কুকুর

ছেড়ে দেয় আর তাদের খাবার নাগালের বাইরে ঝুলিয়ে রাখে। কেউ বাড়িতে ঢুকলে কুকুরগুলো মনে করবে যে লোকটা নিশ্চয়ই তাদের খাবারে ভাগ বসাতে এসেছে, এই ভেবে তারা আগন্তুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলবে। তুমি হয়তো বলবে, মাংসের টুক্‌রো ফেলে দিয়ে কুকুর গুলোকে বশ করা যায়, কিন্তু আমার মনে হয় ওদেব এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া আছে যার ফলে তারা অন্যের দেওয়া খাবার ছোঁবে না।"

"ব্যারণ দ্য নুসি জঁার বাড়ির দরোয়ানও আমায় ঐ কথা বলেছে," উত্তর দিল পিওনটা, "ব্যারণ নুসি জঁার বাগান হোটেল সাঁ রিয়েলের বাগানের ঠিক লাগাও কিনা।"

লরেঁৎ নিজের মনেই বললে ঃ

"ঠিক আছে, আমার মনিব তাঁকে চেনেন," তারপর পিওনকে বললে ঃ

"দেখ, আমি যে মনিবের কাছে কাজ করি, তিনি একজন অসাধারণ ব্যক্তি। যদি কোন সম্রাজ্ঞীর চরণ চুম্বনের অভিলাষ তাঁর হয়, তাহলে সেই সম্রাজ্ঞীকে তাঁর ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করতেই হবে। প্রয়োজন হলে তুমি কি তাঁর কাছে কাজ করতে পারবে! আমার মনে হয়, এতে তোমার ভালই হবে, কারণ তিনি খুব সদাশয় ব্যক্তি।"

"সে কথা আর বলতে, মসিয়ে লরেঁৎ। আমার নাম মোইনো, মোইনুও বলতে পার—যার মানে হ'ল গিয়ে লম্বা লেজওয়ালা পাখী। তবে নামটা আমার প্রকৃত পক্ষে মোইনো, বুঝলে ?"

"বুঝেছি।"

মোইনো বললে ঃ

"আমি থাকি ১১নং রুয়ে দ্য ত্রিয়োক্রেরেসের ছ' তলায়। বাড়িতে আছে আমার বউ আর চারটি ছেলেমেয়ে। যদি বিবেকে না বাধে আর সরকারী কাজের ক্ষতি না হয়, তাহলে আমায় যে কাজ করতে বলবে আমি তাতেই রাজী।"

লরেঁৎ তার করমর্দণ করে বললে :

"ঠিক আছে, তোমাকে দিয়েই চলবে।"

লরেঁতের মুখে তার অনুসন্ধানের ফল শুনে শুনে হেনরী বললে :

"পাকুইতা যে রাজা ফার্দিনান্দের বন্ধু সাঁ রিয়েলের মার্কুইসের প্রেয়সী তাতে কোন সন্দেহ নেই। আশী বছরের স্প্যানিশ মমি ছাড়া এত সতর্কতা আর কে নেবে।"

লরেঁৎ জানালে :

"মসিয়ে, ও বাড়িতে প্রবেশ করতে হলে বেলুনের সাহায্য নিতে হবে।"

"দূর বোকা! পাকুইতা যখন বাইরে বেরুতে পায় তখন আর তার জন্য বাড়িতে ঢোকার কি দরকার।"

"কিন্তু সেই পাহারাদার মাগীটা ?"

"তাকে আমরা দিন দুয়েকের জন্য ঘরে বন্ধ করে রেখে দেব।"

লরেঁৎ হাত দুটো ঘষে নিয়ে বললে :

"তাহলে আমরা পাকুইতাকে পাব ?"

"চুপ কর, গাধা কোথাকার!" হেনরী তাড়া দিয়ে বললে, "পাবার আগেই তুমি যদি তার সম্বন্ধে এই রকম ঔদ্ধত্য প্রকাশ কর, তাহলে তোমাকে সেই পরিচারিকা বুড়ির খপ্পরে ফেলে দেব······নাও এখন আমায় পোষাক পরিয়ে দাও দেখি, বেরুতে হবে।"

হেনরী মুহূর্তকাল সুখচিন্তায় বিভোর হয়ে রইল। রমণীদের প্রশংসা করেই বলি, হেনরী যে নারীকে কামনা করেছে তাকেই পেয়েছে। এই অনায়াসলব্ধ সুখ সম্ভোগের ফলে অরুচি জন্মান স্বাভাবিক এবং সত্য সত্যই প্রায় দুবছর ধরে মার্সের জীবন এক-ঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন হয়ে পড়েছিল। সুখসাগরে ডুব দিয়ে সে মুক্তোর চেয়ে কাঁকরই তুলেছিল বেশী। সেজন্য সে রাজা রাজড়াদের মত একটা বাধা বিপত্তিপূর্ণ দুঃসাহসিক কাজ খুঁজছিল, যাতে সে তার প্রচ্ছন্ন নৈতিক ও শারীরিক শক্তি প্রয়োগ করতে পারে। যদিও

পাকুইতা ভালভ্রের মধ্যে সকল সৌন্দর্য কেন্দ্রীভূত হয়েছিল এবং এমন সৌন্দর্য এর আগে কখনো উপভোগ করেনি, তথাপি তার মধ্যে কোন কামনার উদ্রেক হয়নি। অবিরাম সম্ভোগের ফলে তার হৃদয়ে প্রেমের ভাব নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল। বৃদ্ধ বা মোহমুক্ত লোকদের মত তার মধ্যে কেবল উদ্ভট কল্পনা ও বিকৃত রুচি ছাড়া আর কিছু ছিল না। প্রেম হ'ল তরুণদের সর্বশ্রেষ্ঠ আবেগ। এই প্রেম আত্মাকে প্রস্ফুটিত করে, মনে এনে দেয় মহৎ প্রেরণা ও চিন্তা এবং চারিদিকে সৌরভ ছড়ায়। বয়স্ক মানুষের প্রেম কামে পরিণত হয়, তার শক্তিকে বিপথে চালিত করে। আর বৃদ্ধের প্রেম পাপের রূপ পরিগ্রহ করে, পুরুষত্বহীনতা তাকে চরমে ঠেলে নিয়ে যায়। হেনরী একাধারে বৃদ্ধ, পরিণত বয়স্ক এবং তরুণ। তার মধ্যে প্রকৃত প্রেম জাগাতে হলে লাভলেসের মত একজন ক্লারিসা হার্লো দরকার। সেই দুষ্প্রাপ্য রত্নের যাদু দীপ্তির অভাবে সে বিপথে যাবেই, তার কামনা হবে উগ্র, নারীকে নিয়ে যাবে সে পাপের পথে, নয়ত কৌতূহলপূর্ণ দুঃসাহসিক কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

লরেঁৎ যে সংবাদ সংগ্রহ করে আনলে তাতে স্বর্ণনয়না তরুণীর জন্য তার আগ্রহ আরও বেড়ে গেল। সে বুঝতে পারলে যে, তাকে পেতে হলে অতিশয় চতুর গুপ্ত শত্রুর সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হতে হবে, হেনরীর আয়ত্তে যত শক্তি আছে সবই কাজে লাগবে। তাকে সেই চিরন্তর মিলনান্তক নাটকে অভিনয় করতে হবে, যে নাটকে তিনটি চরিত্র—বৃদ্ধ, তরুণী ও প্রেমিক—ডন হিজো, পাকুইতা ও হেনরী মার্সে। তবে এই জীবন্ত নাটকের প্লট অধিকতর জোরালো।

"খুবই সাবধানের খেলা," আত্মগতভাবেই মন্তব্য করলে হেনরী।

"কিহে, ব্যাপার কি? কেমন চলছে? প্রাতর্ভোজনটা এখানেই সারতে এলাম," ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললে পল ম্যানারভিল।

"বেশতো খাওনা," হেনরী উত্তর দিলে, "আমি একটু স্নানটান গুলো সেরে নিচ্ছি, কিছু মনে কোরো না।"

"কি মুস্কিল।"

হেনরী বললেঃ "আমরা ইংরেজদের কাছ থেকে এতবেশী জিনিষ নকল করতে শিখেছি যে, তাদের মতই আমাদের বিনয়ী ও ভণ্ড বলা চলে।"

লরে্ৎ তার মনিবের সামনে এক রাশ পাত্র ও স্নো পাউডার ইত্যাদি রেখে গিয়েছিল। তাই দেখে পল আর থাকতে পারল না, বললেঃ

"এ যা আয়োজন দেখছি তাতে তো দুঘণ্টা লেগে যাবে!"

"না, আড়াই ঘণ্টা," হেনরী সংশোধন করে দেয়।

"দেখ, এখানে যখন অন্য কেউ নেই তখন তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করি। তোমার মত একজন উঁচুদরের লোক এই রকম বাজে বাবুগিরি করবে কেন? স্নান করতে যেখানে পনেরো মিনিট আর চুল আঁচড়াতে দুমিনিটের বেশী লাগা উচিত নয়, সেখানে আড়াই ঘণ্টা করতে যাবে কি জন্যে?"

একটা নরম ছোব্ড়ায় বিলিতী সাবানের ফেনা লাগিয়ে তাই দিয়ে পা ঘষতে ঘষতে হেনরী বললেঃ

"তোমার এই সব বড় বড় কথার জন্য তোমায় খুব ভাল লাগে।"

পল উত্তর দিলেঃ

"আর আমি তোমায় ভালবাসিনে? তোমার শ্রেষ্ঠত্ব আমি জানি এবং সেইজন্যই আমি তোমার এত ভক্ত।"

পলের কথার উত্তর না দিয়ে মার্সে বললেঃ

"তোমার ঘটে যদি বুদ্ধি থাকে, তাহলে অবশ্যই লক্ষ্য করে থাকবে যে, মেয়েরা ফোতোবাবুদেরই বেশী পছন্দ করে। কেন তা জান? কারণ তারা নিজেদের উপর যত্ন নেয়। এখন নিজের উপর অত্যধিক যত্ন নেওয়ার মানে হল, সে তার নিজের অধীন নয়। যে মানুষ তার নিজের অধীন নয় মেয়েরা তাকেই চায়। প্রেম হচ্ছে আসলে পরস্বাপহারক। তুমি কখনো শুনেছো, কোনো মেয়ে

একটা অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন কদাকার লোকের প্রতি আসক্ত হয়েছে? তিনি যত বড় বিখ্যাত লোকই হন না কেন, কোন মেয়েই তাকে পছন্দ করবে না। যদি কেউ করে তাহলে বুঝতে হবে তার মন ব্যাধিগ্রস্ত, মনোবৃত্তি তার বিকৃত, নিজেকে সে কেবল সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র বলে মনে করে। অন্যদিকে আমি দেখছি, প্রখ্যাত ব্যক্তিরা তাঁদের নিজের শরীর ও পোষাক পরিচ্ছদের প্রতি অবহেলার জন্য পরিত্যক্ত হয়েছেন, কোন নারী তাঁদের দিকে ফিরেও চায় নি। ফোতোবাবুর নিজের প্রতি যত্নের সীমা নেই, নিজের নির্বুদ্ধিতা নিয়েই সে মেতে থাকে, কেবল সুন্দর সুন্দর জিনিষের দিকে নজর দেয়। আর মেয়েরা কি? সুন্দর জিনিষ এবং নির্বুদ্ধিতার পুঁটলি। দুটি কথা হাওয়ায় ছেড়ে দাও, দেখবে তাই নিয়ে সে চার ঘণ্টা কাটিয়ে দেবে। সে নিশ্চিত জানে, অন্তঃসারশূন্য ফোতোবাবু তাকে নিয়েই মত্ত থাকবে, কারণ বড় বড় জিনিষ ভাববার বা করবার মত ক্ষমতা তার নেই। পুরুষের গৌরব, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, রাজনীতি, শিল্পকলা—এই বারবণিতা-গুলি নারীর প্রতিদ্বন্দ্বী। সৌখিন ফোতোবাবুদের এসবের বালাই নেই, কাজেই সে কখনো নারীকে অবহেলা করে না। মেয়ে মানুষকে খুসী করবার জন্য সে নিজেকে হাস্যাস্পদ করতে কুণ্ঠিত হয় না। এরকম লোকের প্রতি স্ত্রীলোকরা যে কৃতজ্ঞ থাকবে তাতে আর সন্দেহ কি। এরাই হ'ল প্রেমিক নায়ক। নারী সমাজ তার অধীনে পরিচালিত, কাজেই জয়লাভও তার অনিবার্য। মেয়েদের উপর এদের অবাধ প্রভুত্ব। যে পুরুষকে একসঙ্গে অনেকগুলি মেয়ে ভালবাসে, সবাই ধরে নেবে লোকটা গুণী। তখন তাকে পাবার জন্য মেয়েদের মধ্যে শুরু হয়ে যাবে প্রতিযোগিতা··· ··আঃ লরেঁৎ, আস্তে! তোমার পোষাক পরানোর ঠেলায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। বুঝলে পল, প্রাতরাশের পর আমাদের সেই স্বর্ণনয়না সুন্দরীকে দেখবার জন্য তুইলারীতে যেতে হবে।

খুব ভালভাবে খাওয়া দাওয়ার পর দুই বন্ধুতে মিলে তুইলারীর

প্রশস্ত বীথিকায় গিয়ে ঘোরাফেরা করতে লাগল, কিন্তু পাকুইতা ভালদ্বের কোন পাত্তা পাওয়া গেল না। কেবল দেখা গেল, স্বর্ণ-নয়না সুন্দরীকে দেখবার আশায় প্যারীর অন্ততঃ জন পঞ্চাশেক তরুণ সুসজ্জিত হয়ে সেণ্টের সুগন্ধ ছড়িয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

"এ যে দেখছি বিরাট উৎসব," হেনরী মন্তব্য করলে, "কিন্তু আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে। মেয়েটির নামে লণ্ডন থেকে চিঠি আসে। পোস্টাফিসের পিওনটাকে টাকা দিয়ে বা মদ খাইয়ে বশ করে একখানা চিঠি খুলতে হবে, অবশ্যই সেখানা পড়ে নেব, তারপর সেই খামের মধ্যে একখানা প্রেমপত্র ঢুকিয়ে দিয়ে খামখানা আবার আগের মত সীলমোহর করে দিতে হবে। নচ্ছার বুড়োটা নিশ্চয়ই জানে লণ্ডন থেকে কে চিঠি দেয়, কাজেই তার মনে কোন সন্দেহ জাগবে না।

পরদিন মার্সে আবার তুইলারীর পথে বেড়াতে গেল এবং পাকুইতা ভালদ্বেকে দেখতে পেলে। তার জন্য সে পাগল হয়ে উঠেছিল। বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল তার চোখ দুটি। সে চোখ থেকে বিচ্ছুরিত হয় সৌর কিরণের দ্যুতি এবং সেই দীপ্তির ছটায় তার পরিপুষ্ট তনুখানি ঝলমল করে ওঠে। বেড়াবার পথে পরস্পরকে অতিক্রম করে যাবার সময় মার্সে এই মায়াবিনীর পোষাক স্পর্শ করবার জন্য ছটফট করছিল, কিন্তু প্রতিবারই তার চেষ্টা হচ্ছিল ব্যর্থ। একবার পাকুইতা ও তার পরিচারিকাকে অতিক্রম করার পর তাদের সঙ্গে একই মুখে চলবার উদ্দেশ্যে যেই সে ফিরে দাঁড়িয়েছে অমনি পাকুইতা অধীর আগ্রহে দ্রুতপদে এগিয়ে এল এবং মার্সের হাতটা একবার গভীর আবেগের সঙ্গে চেপে ধরে আবার তক্ষুনি ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। মার্সের মনে হল, তার শরীরে যেন বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলে গেল। মুহূর্তের মধ্যে তার শিরায় শিরায় দ্রুতবেগে ছুটতে লাগল উষ্ণ রক্ত প্রবাহ, অন্তরের নিরুদ্ধবাসনা উল্লাসে ধ্বক ধ্বক করে প্রচণ্ডবেগে লাফিয়ে উঠল। দুজনে চোখাচোখি হতেই

পাকুইতা লজ্জিত হয়ে দৃষ্টি নত করলে, কিন্তু চেয়ে রইল হেনরীর অবয়ব ও পায়ের দিকে। বিপ্লবের আগে ফরাসী মেয়েরা নারীচিত্তজয়ী বীরদের প্রতি যে ভাবে তাকাত পাকুইতা সেই ভাবেই তার বিজেতাকে দেখতে লাগল।

"মেয়েটিকে আমার চাইই," মনে মনে সঙ্কল্প করল হেনরী।

তরুণীটি এবার পঞ্চদশ লুই প্লেস অভিমুখে অগ্রসর হল। তাকে অনুসরণ করে একটু এগিয়েই হেনরী দেখতে পেলে বৃদ্ধ মার্কুইস দ্য সাঁ রিয়েলকে। বাতে ও বার্দ্ধক্যজনিত অক্ষমতার জন্য তিনি একজন ভৃত্যের হাত ধরে অতি সন্তর্পণে হাঁটছিলেন। বুড়ী দোনা কোঁষা হেনরীকে দেখে সতর্ক হয়ে গেল। সে পাকুইতাকে নিজের ও বৃদ্ধের মাঝখানে রেখে চলতে লাগল।

বুড়ীর দিকে বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করে মার্সে নিজের মনে বললে:

"দাঁড়াও তোমায় দেখাচ্ছি। সহজে না হলে আফিং খাইয়ে তোমায় ঘুম পাড়াতে কতক্ষণ? পৌরানিক কাহিনীতে আর্গাসের * গল্প থেকে সে সব কৌশল শিখে নিয়েছি।"

গাড়ীতে ওঠবার আগে স্বর্ণনয়না তরুণীটি তার প্রেমিকের সঙ্গে কয়েকবার দৃষ্টি বিনিময় করলে। এ চাউনির অর্থ বুঝতে ভুল হয় না, হেনরী মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইল, কিন্তু পাহারাদার বুড়ীটা সব মাটি করে দিলে। বুড়ী তাড়াতাড়ি হাত মুখ নেড়ে কি বললে পাকুইতাকে এবং সে হতাশ হয়ে নিজেকে গাড়ীর মধ্যে নিক্ষেপ করল।

উক্ত ঘটনার পর কিছুদিন আর পাকুইতাকে তুইলারীতে দেখতে পাওয়া গেল না। লরেঁৎ তার মনিবের আদেশ অনুসারে সাঁ রিয়েলের উপর নজর রেখেছিল। প্রতিবেশীদের কাছ থেকে সে জানতে পারল, সে দিনের ঘটনার পর থেকে বৃদ্ধ মার্কুইস, বৃদ্ধা দোনা কোঁষা বা স্বর্ণনয়না তরুণীর কেউই বাইরে বেরোয় নি। যে সূক্ষ্ম বন্ধন দুটি প্রেমিক

---

* আর্গাস—প্রাচীন গ্রীসের আরেষ্টসের পুত্র। এর একশত চোখ ছিল, তার মধ্যে দুটো চোখ পালা করে ঘুমোত। অনুবাদক।

প্রেমিকাকে একত্রিত করেছিল তা এই ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

কয়েকদিন পরে সকলের অজ্ঞাতসারে মার্সে তার উদ্দেশ্য সফল করলে। লণ্ডন থেকে মাদ্‌মজেল ভালত্তের নামে প্রেরিত খামের ওপর যে সীলমোহর থাকে ঠিক সেইরকম সীলমোহর, যে কাগজে চিঠি লেখা হয় সেই কাগজ এবং এমন কি পোষ্টাফিসের মার্কাওয়ালা ইংরেজী ও ফরাসী ষ্ট্যাম্প পর্যন্ত সে যোগাড় করে ফেললে। তারপর একখানা চিঠি লিখে খামের মধ্যে পুরে সীলমোহর, ষ্ট্যাম্প প্রভৃতি লাগিয়ে দিলে। দেখে মনে হতে লাগল, চিঠিখানা যেন ঠিক লণ্ডন থেকেই প্রেরিত হয়েছে। তফাৎ রইল কেবল চিঠির ভাষায়। চিঠি লেখা হ'ল এই ভাষায়ঃ

"প্রিয় পাকুইতা—তুমি আমার হৃদয়ে যে কামনার আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছ, তা ভাষায় প্রকাশ করার চেষ্টা করবো না। আমার সুখের জন্য তুমি যদি সাড়া দিতে চাও তাহলে জেনো তোমার সঙ্গে পত্র বিনিময়ের একটা উপায় বের করেছি। আমার নাম আদল্‌ফ দ্য গোজেস ; আমি থাকি ৫৪নং রুয়ে দ্য যুনি ভার্সাইতে। কড়া পাহারার জন্য তুমি যদি চিঠি লেখার সুযোগ না পাও বা তোমার যদি কাগজ কলম কিছু না থাকে, তাহলে তোমাব নীরবতা থেকেই আমি তা বুঝতে পারবো। আগামী-কাল সকাল আটটা থেকে রাত্রি দশটার মধ্যে তোমাদের বাগানের পাঁচিলের উপর দিয়ে পাশের ব্যারণ দ্য নুসিজ্যাঁর বাগানে একখানা চিঠি ফেলে দিতে পারবে কি ? সেখানে আমার লোক মোতায়েন থাকবে। যদি না পার, তাহলে আমার একজন বিশ্বাসী লোক পরদিন বেলা দশটায় সরু তারের সাহায্যে তোমাদের পাঁচিলের উপর দিয়ে দুটো ফ্লাস্ক নামিয়ে দেবে। সেই সময় তুমি পাঁচিলের ধারে পাইচারি করো তাহলে কেউ দেখতে পেলেও সন্দেহ করবে না। ফ্লাস্ক দুটোর মধ্যে একটাতে থাকবে আফিং, তোমার আর্গাসকে ঘুম পাড়াবার জন্যে—ছ ফোঁটা খাওয়ালেই যথেষ্ট হবে। অপর ফ্লাস্কটায় থাকবে কালী। যেটায় আফিং থাকবে সে বোতলটা ঘষা কাচের, অপরটা সাধারণ। বোতল দুটো খুবই ছোট, অনায়াসেই তোমার বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে পারবে। তোমার সঙ্গে পত্র বিনিময়ের জন্যেই

এত কাণ্ড করেছি, এ থেকেই তুমি বুঝাতে পারবে, তোমায় কত ভালবাসি। যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে শুনে রাখ, তোমার সঙ্গে এক ঘণ্টা নিভৃতে সাক্ষাতের জন্য আমি প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে রাজি আছি।"

"এরা অন্ততঃ এইসব কথায় বিশ্বাস করে, বেচারা।"

আপনমনে বললে মার্সে, "ঠিকই করে, নইলে এরকম প্রেমপত্র ও ভালবাসার অকাট্য প্রমাণ পেয়ে যে মেয়ের মন ভোলেনা তার সম্বন্ধে কি ভাববো আমরা ?"

এই পত্রখানি পরদিন সকাল আটটার সময় ডাকপিওন মাস্টার মোইনো মারফৎ হোটেল সাঁ রিয়েলের দারোয়ানের কাছে পৌঁছে গেল।

রণক্ষেত্রের কাছাকাছি থাকার জন্য মার্সে পলের বাড়িতে গিয়ে প্রাতরাশ সেরে নিলে। পল থাকতো রুয়ে দ্য লা পেপিনিয়েরে। বেলা দুটোর সময় দুই বন্ধুতে যখন জনৈক যুবকের আলট্রা মডার্ণ হবার ব্যর্থ চেষ্টার কথা নিয়ে হাসাহাসি করছে এবং কি ভাবে তাকে ডোবানো যায় তার মতলব আঁটছে, এমন সময় হেনরীর কোচোয়ান তার মনিবের সন্ধানে পলের বাড়িতে এসে হাজির হল।

কোচোয়ানটার সঙ্গে এসেছে দুটো লোক। তার মধ্যে একজন আবার হেনরীর সঙ্গে কথা বলতে চায়। লোকটা শ্বেতাঙ্গ ও নিগ্রো রক্তের সংমিশ্রনের ফল। তার মুখে প্রতিহিংসা, সন্দেহ, অভিষ্ট সাধনের ক্ষিপ্রতা ও মুরের ক্ষমতার চিহ্ন পরিস্ফুট। তার কালো চোখ দুটো শিকারী বাজ পাখীর মত তীক্ষ্ণ এবং গঠন শকুনীর মত; চোখের উপর নীল পর্দা, পাতায় চুল নেই; ভুরু ছোট এবং বসা—ভীতির উদ্রেক করে। দেখলেই মনে হয়, কোন একটা বিশেষ চিন্তাপাশে আবদ্ধ, তার মোটা মোটা শিরাযুক্ত শক্তিশালী হাত দুখানা পর্যন্ত যেন তার বশীভূত নয়।

আফ্রিকানটার পেছনে যে লোকটা এসেছে তাকে দেখলে শীতপ্রধান গ্রীণল্যাণ্ড থেকে গ্রীষ্ম প্রধান প্রাচ্যের সবাই একবাক্যে বলতে বাধ্য হবে,

লোকটা নিতান্তই অভাগা। তার মুখখানা সাদা ও কোঁচকান, মাঝে মাঝে লাল্চে ছোপ আর লম্বা দাড়ি। তার পোষাক জীর্ণ ও মলিন, টুপি, কোট, জুতো সব তাতে অসংখ্য তালিমারা। প্যারী ছাড়া এরকম আর কোথায় মিলবে? একাদশ লুইকে যে জল্লাদ ফাঁসি কাঠে চড়িয়েছিল, ঠিক তার মত আফ্রিকানটা লোকটাকে যেন বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্ছে।

"কে চায় আমাদের সঙ্গে দেখা করতে, এই দুটো অদ্ভুত জীব?" ধমকের সুরে বলে উঠলো হেনরী।

পল উত্তর দিলে: "সত্যি বলছি, একটাকে দেখেতো আমার রীতিমত কাঁপুনি ধরেছে।"

"এই, কে তুই? তোকে দেখছি অনেকটা খৃষ্টানের মত?" হতভাগ্য গোবেচারা প্রকৃতির লোকটার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে হেনরী।

আফ্রিকানটা যুবকদ্বয়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল। মনে হ'ল, কিছু বোঝেনি, কেবল অঙ্গভঙ্গি ও ওষ্ঠ সঞ্চালন থেকে তাদের মনোভাব অনুমান করবার চেষ্টা করছে।

"আমি একজন মুহুরী এবং দ্বিভাষী; থাকি প্যালে দ্য জাস্তিসে, নাম পোঁইসেৎ।"

"বেশ! ......আর এই লোকটা?" অফ্রিকানটাকে ইঙ্গিতে করে হেনরী পৌঁইসেৎকে প্রশ্ন করলে।

"ওকে আমি চিনি না, ও কেবল গ্রাম্য স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলে। আপনি যাতে ওর বক্তব্য বুঝতে পারেন সেইজন্য আমায় ধরে এনেছে।"

আফ্রিকানটা তার পকেট থেকে হেনরী যে চিঠিখানা পাকুইতাকে লিখেছিল, সেই চিঠিখানা বার করে হেনরীর হাতে দিলে। হেনরী সেখানা তক্ষুনি আগুনে নিক্ষেপ করলে।

"খেলা তাহলে শুরু হ'ল," মনে মনে বললে হেনরী। "পল, আমাদের একটু একলা থাকতে দাও।"

পল সরে গেলে দ্বিভাষীটা বলতে শুরু করল:

"আমি এই চিঠিখানা ওকে অনুবাদ করে দিয়েছিলাম। অনুবাদ

করার সময় ও যেখানে ছিল সে জায়গাটা যে কোথায় তা আমার মনে নেই। তারপর সে আবার আমার খোঁজ করে এবং বলে যে, তাকে এখানে নিয়ে এলে আমাকে দু লুই দেবে।

"এই কালা আদ্‌মী, কি বলবার আছে তোর?" হেনরী প্রশ্ন করলে।

দ্বিভাষী প্রশ্নটা অনুবাদ করে আফ্রিকানটাকে শোনালে, কেবল 'কালা আদ্‌মি' কথাটা বাদ দিলে। তারপর উত্তরের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

তার উত্তর শোনার পর দ্বিভাষী হেনরীকে বললে :

"মশাই, ও বলছে, কাল রাত্রি সাড়ে দশটার সময় মঁৎ আর্তোর বুলেভারে কাফের কাছে আপনাকে হাজির থাকতে হবে। সেখানে এক-খানা ঘোড়ার গাড়ি দেখতে পাবেন। গাড়িতে একটা লোক থাকবে। "কর্তে জো" এই স্প্যানিশ শব্দটি উচ্চারণ করলেই সে গাড়ির দরজা খুলে দেবে এবং আপনি তখন গাড়ির ভেতর গিয়ে বসবেন।"

পোঁইসেৎ হেনরীর প্রতি অভিনন্দনসূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে জানালে, "কর্তে জো" অর্থ প্রেমিক।

"বেশ।"

আফ্রিকানটা পোঁইসেৎকে দু লুই দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু মার্সে বাধা দিয়ে নিজের পকেট থেকে দু লুই বের করে দিলে। টাকা দেবার সময় কি যেন বললে আফ্রিকানটা।

"ও কি বলছে?"

হতভাগ্য দ্বিভাষী উত্তর দিলে :

"ও আমাকে সাবধান করে দিচ্ছে; বলছে যে, আমি যদি কোন রকম অভদ্রতা করি তাহলে ও আমার গলা টিপে মেরে ফেলবে। ওর কথা খুবই স্পষ্ট এবং ওকে দেখলে বেশ বোঝা যায় যে, কথা অনুযায়ী কাজ করার ক্ষমতা ওর আছে।"

হেনরী বললে : "তা ঠিক, ও যে ওর কথা রাখবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।"

দ্বিভাষী বললে : "ও আরও বলছে যে, যিনি ওকে পাঠিয়েছেন তিনি আপনার এবং তাঁর নিজের মঙ্গলের জন্য আপনাকে খুব সতর্ক হয়ে কাজ করবার অনুরোধ জানিয়েছেন, কারণ আপনার মাথার উপর খাঁড়া ঝুলছে, একটু এদিক ওদিক হলেই সে খড়্গ আপনার হৃদয় বিদীর্ণ করবে এবং কোন শক্তিই আপনাকে রক্ষা করতে পারবে না।"

"এই কথা বলেছে? তা মন্দ নয়, বেশ মজা হবে। পল, তুমি এখন আসতে পার," বন্ধুকে ডাক দিলে হেনরী।

আফ্রিকানটা এতক্ষণ পাকুইতা ভালন্তের প্রণয়ীর প্রতি একদৃষ্টে চেয়েছিল, এইবার চলে গেল এবং তার পেছন পেছন দ্বিভাষীও।

পল ফিরে এলে হেনরী বললে :

"যাক্ এইবার একটা রোম্যান্টিক এডভেঞ্চার পাওয়া গেল। এর আগেও অনেক ঝুঁকি নিয়েছি বটে, কিন্তু এরকম বিপদের সম্ভাবনাপূর্ণ এডভেঞ্চারের সম্মুখীন কখনও হইনি। বিপদ মেয়ে মানুষের মনে কি সাহসই না এনে দেয়। মেয়েদের উপর অত্যাচার করলে তারা এক বছরের বাধা একদিনে অতিক্রম করতে পারে না কি? সুন্দরী, তবে ঝাঁপিয়ে পড়! ছোরা? মৃত্যু? কিছু না, কিছু না, সব কল্পনা! আমার পাকুইতা, এসব চিন্তা করতে নেই। প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এই তরুণীর মন যখন আমার জানা হয়ে গেছে তখন এডভেঞ্চারের মাধুর্যও নষ্ট হয়েছে।"

হেনরীর মধ্যে তরুণের চাপল্য ফিরে এল। একটা দিন সে কি করে কাটাবে তা ভেবে পেল না, যেন হাওয়ায় উড়তে লাগল। রাত দুটো পর্যন্ত সে এখানে স্ফূর্তি করে কাটালে তারপর বাড়ি ফিরে অকাতরে নিদ্রা গেল। সকালে ঘুম থেকে উঠে সে তুইলারীতে বেড়াতে যাবার জন্য তৈরী হল। সে ঠিক করলে, ভ্রমণরতা পাকুইতাকে একবার দেখে নিয়ে ক্ষিদে বাড়াবার জন্য একবার ঘোড়ায় চড়বে এবং এইভাবে সময়টা কেটে যাবে।

নির্দিষ্ট সময়ে হেনরী বুলেভারে গিয়ে দেখতে পেলে একখানা

ঘোড়ার গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। কথামত সে সাঙ্কেতিক শব্দ উচ্চারণ করলে। গাড়ীর মধ্যে যে লোকটা ছিল তাকে দেখতে ঠিক সেই আফ্রিকানটার মত। সে গাড়ীর দরজা খুলে পাদানিটা নামিয়ে দিলে। গাড়ীখানা তীরবেগে ছুটে চলল। গাড়ীর তীব্রগতির জন্যই হ'ক আর চিন্তায় মগ্ন থাকার জন্যই হ'ক; হেনরী কোন্ কোন্ পথ দিয়ে গাড়ীখানা কোথায় এসে থামল তার হদিস পেল না।

আফ্রিকানটা তাকে নিয়ে গেল একখানা বাড়ির মধ্যে। বাড়িখানার দরজার সামনেই উপরে উঠবার সিঁড়ি, সিঁড়িটা অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে তারা এসে দাঁড়াল একটা ঘরের সামনে। আফ্রিকানটা চাবি খুলে ভিতরে ঢুকলো, তার পেছু পেছু সেও গেল। ঘর খানা অন্ধকার, স্যাঁৎসেঁতে, কিরকম একটা ভ্যাপ্সা গন্ধ বেরুচ্ছে। আফ্রিকানটা একটা বাতি যোগাড় করে নিয়ে এল। ঘরখানা খালি, কেউ বাস করে বলে মনে হ'ল না। হেনরীর মনে পড়ে গেল, এ্যানে র‍্যাড-ক্লিফের রোম্যান্সের কাহিনী। জনমানবশূন্য প্রান্তরে একখানা পরিত্যক্ত বাড়ির নিস্তব্ধ অন্ধকারময় হিমশীতল কক্ষগুলি অতিক্রম করার সময় কাহিনীর নায়কের মনে যে অনুভূতি জেগে ছিল, হেনরীর মানসিক অবস্থাও হ'ল ঠিক সেই রকম।

অবশেষে আফ্রিকানটা বড় একখানা বৈঠকখানার মত ঘরের দরজা খুললে। ঘরের পুরোনো আসবাবপত্র ও জীর্ণ পর্দা দেখলে মনে হয়, কোন কুখ্যাত বাড়ির অভ্যর্থনা কক্ষ। কুরুচিপূর্ণ আসবাবপত্র দিয়ে ঘর খানাকে সুরুচিসম্মত করার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়েছে। ছাই ভর্তি একটা ধূমায়িত উনোনের পাশে লাল ভেলভেট্ দিয়ে মোড়া একখানা সোফায় বসে আছে এক বৃদ্ধা। পরিধানে তার মলিন পোষাক আর মাথায় পাগড়ির মত এক ধরনের টুপি। এই টুপির আবিষ্কর্তা হল বয়স্কা ইংরেজ রমণীরা এবং একমাত্র চীনেরা, যেখানে শিল্পীদের কল্পনা বীভৎস—সেখানে এই ধরনের উষ্ণীষের খুব কদর।

এই ঘর, এই বৃদ্ধা রমণী এবং নির্বাপিত চুল্লী সব মিলে প্রেমকে শ্বাস

রোধ করে তার মৃত্যু ঘটাতো যদি না পাকুইতা সেখানে থাকতো। এক-খানা পাত্‌লা ওড়নায় শিথিলভাবে আপনার যৌবনকে আবৃত করে এক খানা কৌচের উপর বসেছিল সে। দৃষ্টিতে তার সুবর্ণের দ্যুতি এবং প্রতিটি অঙ্গভঙ্গিতে যৌবনের হিল্লোল। পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য আকুল দুটি অপরিচিত তরুণ তরুণী দ্রুত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর পরস্পরের একান্ত সান্নিধ্যে এলে তাদের মনের যে অবস্থা হয়, এদের দুজনের অবস্থাও হ'ল ঠিক সেই রকম। এইরূপ অবস্থায় দুজনের অঙ্গাঙ্গি একাত্ম মিলন না হওয়া পর্যন্ত একটা খাপছাড়া অপ্রীতিকর সুর ধ্বনিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

কামনা মানুষকে অসম্ভবরকম সাহসী করে তোলে, কোন বাধাই সে মানতে চায় না, কিন্তু নারী সম্বন্ধে একথা খাটে না। তার প্রেম যত গভীরই হ'ক, নারীত্ব হারাবার ভয়ে সে পুরুষের মত অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে তক্ষুনি নিজেকে অপরের হাতে সঁপে দিতে পারে না। অধি-কাংশ মেয়েই এরকম কাজকে অতলস্পর্শী গহ্বরের মধ্যে ঝাঁপ দেওয়ার সমান বলে মনে করে। তাদের ভয় হয়, পরিণামের কথা চিন্তা করে। প্রেম নিবেদন করা সত্ত্বেও নারীর এই অনিচ্ছামূলক শীতলতা, কামাতুর প্রেমিকের মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। মনের চার পাশে যে সব কল্পনা বাষ্পের মত ভেসে বেড়ায় তা সাময়িকভাবে মনকে করে ব্যাধিগ্রস্ত। প্রেমের সুমধুর রাজ্যের মধ্যে দিয়ে দুটি প্রাণের সুখযাত্রার পথে এই মুহূর্তটি একখণ্ড পতিত জমির মত, যেখানে সবুজের কোন চিহ্ন নেই, আছে কেবল তপ্ত বালু আর জল। এই পথের শেষে গোলাপের কুঞ্জ ; সেখানে কোমল ও সবুজ গালিচার উপর মদনদেব তার সুখ সহচরী রতিদেবীকে নিয়ে রতি-রঙ্গে মত্ত থাকেন। সৌন্দর্য, আবেগ এবং বুদ্ধিবৃত্তি যেখানে প্রেমিক প্রেমিকা দুজনেরই সমান, সেখানে তারা প্রথম দর্শনে কোন কথা বলতে পারে না। দৈবক্রমে উচ্চারিত একটি শব্দ বা চোখের একটি ইঙ্গিত তাদের কুসুমাস্তীর্ণ পথে এনে হাজির করে দেয়—যে পথ দিয়ে তারা হেঁটে চলে না, উড়ে যায়, তবে পড়ে না।

প্রবল আবেগের জন্য মনের অবস্থা এই রকম হয়। ভালবাসা যেখানে দুর্বল, আবেগ যেখানে ক্ষীণ, সে সব ক্ষেত্রে এরকম মনের অবস্থা হয় না। মেঘমুক্ত নির্মল আকাশ থেকে যে আভা বের হয় তার সঙ্গে এই আবেগের তুলনা চলতে পারে। প্রথম দৃষ্টিতে প্রকৃতিকে ওড়নায় ঢাকা বলে মনে হয়, নীলাকাশকে কালো দেখায়—অত্যধিক আলো অন্ধকারের সমতুল। হেনরী ও স্প্যানিশ তরুণী—উভয়ের আবেগেই সমান প্রবল ; এবং স্থিতিশীলতার যে নিয়মে দুইটি তুল্য শক্তি পরস্পরে মিলিত হতে পারে না, সে নিয়ম নৈতিক ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বৃদ্ধার উপস্থিতিতে অসুবিধা আরও বেড়ে গিয়েছিল। প্রেমের সবেতেই আনন্দ, সবেতেই ভয়, সবই সুখ, সবই অর্থপূর্ণ।

অকর্মণ্য বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি বসেছিল মূর্তিমান ধ্বংসের মত। সে যেন গ্রীসের পৌরানিক কাহিনীর ভীষণ দর্শন মৎস্যের লেজ, যা দিয়ে গ্রীক বীরগণ কুহকিনী রমণীদের পরাজিত করতেন।

হেনরী ভাবুক না হলেও তার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। আর শক্তিশালী লোকদের মন স্বভাবতই কোমল হয় এবং তার ফলে তারা হয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন।

যখন কোন নারী কোন পুরুষকে প্রকৃত ভালবাসে এবং ঈপ্সিত মানুষটি যখন তার সুমুখে এসে হাজির হয়, তার হৃদয় যে অনন্ত সুখে পরিপূর্ণ হয়, উভয়ের হতবুদ্ধি হওয়ার মুহূর্তে স্প্যানিশ তরুণীটি সেই আনন্দ উপভোগ করতে লাগল। আনন্দের আবেশে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তার চোখ মুখ। এতদিন যে স্বপ্ন সে দেখে আসছিল সেই স্বপ্ন আজ সফল হতে চলেছে। নির্ভয়ে সে নিজের অন্তরকে পরিতৃপ্তির উন্মাদনায় পূর্ণ করে তুললো। তখন তাকে হেনরীর এত সুন্দরী বলে মনে হতে লাগল যে, ঘরের ভেতরকার জীর্ণ সাজসজ্জা, কুরুচিপূর্ণ দ্রব্যসামগ্রী, এমন কি কদাকার বুড়ীটা পর্যন্ত সমস্ত কিম্ভুতকিমাকার পরিবেশ তার চোখের সামনে থেকে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল।

তার মনে হল ঘরখানা যেন উজ্জ্বল আলোয় ভরে গেছে, কেবল মেঘের

মধ্য দিয়ে অস্পষ্টভাবে দেখার মত দেখা যাচ্ছে লাল সোফায় বসা নিশ্চল ও মূক কদাকার বুড়ীটাকে। তার পীত চক্ষু থেকে ফুটে বেরুচ্ছে দাস-সুলভ মনোভাব। পিঞ্জরাবদ্ধ শার্দুলের মত তার চোখের দৃষ্টি শীতল, যেন নিজের অক্ষমতা জেনে রাগ হজম করতে বাধ্য হয়েছে। ভাগ্যাহত বা পাপীদের বা অত্যাচারে নিস্পেষিতদের দৃষ্টি এই রকম হয়।

"স্ত্রী লোকটি কে?"

হেনরী প্রশ্ন করল পাকুইতাকে।

পাকুইতা কোন উত্তর দিল না, ইঙ্গিতে জানালে যে সে ফরাসী ভাষা জানে না এবং হেনরী ইংরেজী জানে কিনা জিজ্ঞেস করলে।

মার্সে ইংরেজী ভাষায় তার প্রশ্নটির পুনরুক্তি করলে।

প্রশ্ন শুনে পাকুইতা শান্ত কণ্ঠে বললে:

উনিই একমাত্র মানুষ যার ওপর আমি নির্ভর করতে পারি, যদিও উনি আমার বিক্রী করে দিয়েছেন। প্রিয় আদলফ্ ও আমার মা, কিন্তু ক্রীতদাসী। অপরূপ সৌন্দর্যের জন্য জর্জিয়ায় ওকে ক্রয় করা হয়। দেশীয় ভাষা ছাড়া উনি অন্য কোন ভাষা জানেন না।

হেনরী এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পারলে, সে বললে:

"পাকুইতা তাহলে আমরা কি কখনও মুক্তি পাব না।"

"কখনও না। বিষাদক্ষিণ্ণ কণ্ঠে উত্তর দিলে পাকুইতা, "এমন কি এখন আর মাত্র কয়েকটা দিন আমাদের হাতে আছে।"

দৃষ্টি নত করে সে ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতের কর গুনতে লাগল।

কি অপূর্ব সুন্দর দুটি নগ্ন বাহু। হেনরী জীবনে কখনো এত সুন্দর মৃণালের মত বাহু দেখেনি।

"এক, দুই, তিন—"

বারো পর্যন্ত গুণে পাকুইতা বললে, "হ্যাঁ, আর মাত্র বারো দিন আছে।

"তারপর?"

"তারপর।" পাকুইতার কণ্ঠ শঙ্কাতুর। ঘাতকের উদ্যত কুঠারের

সম্মুখে ভীরু স্ত্রীলোক যেমন ত্রাসে অভিভূত হয়ে অর্ধমৃতবস্থা প্রাপ্ত হয়, তার অবস্থাও ঠিক সেই রকম হল। তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল এবং সমস্ত উৎসাহ উদ্দীপনা নিভে এল।

সে আবার বললে, "তারপর।"

স্থির দৃষ্টিতে সে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল, যেন বহুদূরে ভয়ের একটা কিছু পেয়েছে।

"আমি জানি না," শেষ পর্যন্ত সে বললে।

হেনরী মনে মনে ভাবল মেয়েটা পাগল। তার অত্যন্ত বিস্ময় বোধ হতে লাগল।

তার মনে হল, নিশ্চয়ই অন্য কোন লোক পাকুইতার মন অধিকার করে আছে এবং সে ক্রমান্বয়ে অনুশোচনা ও প্রবৃত্তির দ্বারা পীড়িত হচ্ছে। হয়ত সে কাউকে ভালবাসে, তার কথা একবার মনে পড়ছে আবার ভুলে যাচ্ছে। এক মুহূর্তে হেনরীর মাথায় হাজার রকমের পরস্পরবিরোধী চিন্তা ভিড় করে এল। কে এই রহস্যময়ী? অতিরিক্ত সুখ ভোগে ক্লান্ত ব্যক্তির মত যতই সে তার সম্বন্ধে বিচার করে দেখতে যায় ততই নতুন সুখ ভোগের লিপ্সা জাগ্রত হয়ে ওঠে। বিরাট পুরুষের আকাঙ্ক্ষার মত তার পিপাসা হয়ে ওঠে তীব্র। এক প্রাচ্য দেশীয় নরপতি একঘেয়ে সুখ ভোগে বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, 'আমার জন্য নতুন সুখ সৃষ্টি কর।' এই নৃপতির মতই সে নতুন সুখের জন্য লালায়িত হয়ে ওঠে।

হেনরী লক্ষ্য করলে, প্রকৃতিদেবী তাঁর সৌন্দর্যের ভাণ্ডার উজাড় করে তাই দিয়ে পাকুইতাকে সাজিয়ে তাকে প্রেমময়ী করে তুলেছেন। আনন্দের বৈচিত্র্য, প্রেমের ফসল তাকে মোহিত করেছিল, অসীম অনন্তকে হাতের নাগালের মধ্যে পেয়ে অতিরিক্ত উল্লাসে সে হয়ে উঠেছিল উন্মত্ত। এর আগে সে যা কখনো দেখেনি এই তরুণীর মধ্যে সে তাই দেখতে পেল। মেয়েটি তার সামনে তুলে ধরেছিল তার মোহিনীমূর্তি। মার্সে গোপন ক্রোধে তাকে সম্পূর্ণরূপে আবরণমুক্ত করে দিয়ে তার দিকে এমন দৃষ্টিতে চাইল যার মানে বুঝতে স্প্যানিশ তরুণীর কোন

অসুবিধা হল না ; যেন এরকম ব্যাপারে সে খুবই অভ্যস্ত।

"তুমি যদি আমার, একান্তই আমার না হও তাহলে আমি তোমায় খুন করবো, সজোরে বলে উঠলো সে।

তাই শুনে পাকুইতা দুহাতে মুখ ঢেকে সখেদে বললে, "হায় ভগবান! এ আমি কি করলাম ?"

সে উঠে দাঁড়িয়ে লাল সোফাটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তার মায়ের বুকের ওপর যে কম্বলখানা ছিল তার মধ্যে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে শুরু করল। মেয়ের এই কাণ্ডকারখানায় বুড়ী বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না, একটু নড়ল না পর্যন্ত। বর্বরজাতির মধ্যে যে গাম্ভীর্য, যে অবিচলিত ভাব দেখা যায়, পাকুইতার মার পুরোমাত্রায় তা ছিল। সে বসে রইল ঠিক নিশ্চল প্রস্তর মূর্তির মত, কোন অনুভূতিই তাকে স্পর্শ করল না। তার মেয়েকে সে ভালবাসে কি না তা বোঝবার কোন উপায় ছিল না। তার ভাব দেখে দুরকম ধারণাই হতে পারে। তার দৃষ্টি মেয়ের এলায়িত সুন্দর কেশরাশির উপর নিবদ্ধ ছিল, ক্রমশঃ সে দৃষ্টি ধীরে ধীরে সরে আবদ্ধ হল হেনরীর মুখের উপর। অবর্ণনীয় ঔৎসুক্যভরে সে সেই মুখখানি দেখতে লাগল।

সে যেন প্রশ্ন করতে চাইল, কেন এল সে এখানে, এমন মনভোলানো রূপই বা পেল কোথা থেকে।

"এরা দেখছি আমায় নিয়ে ছেলেখেলা করছে," আপন মনে বললে হেনরী।

ঠিক সেই সময় পাকুইতা মাথা তুলে তার দিকে মর্মভেদী দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে। তার এই ভঙ্গিটী এত সুন্দর দেখাল যে, হেনরী প্রতিজ্ঞা করে ফেললে, যেমন করেই হক এই অপূর্ব রত্নটিকে সংগ্রহ করতেই হবে।

"আমার পাকুইতা, তুমি আমার হও !"

"তুমি কি আমায় খুন করবে ?" শঙ্কাতুর উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করল পাকুইতা। মনে ভয় হলেও এক অজ্ঞাত শক্তি তাকে হেনরীর দিকে আকর্ষণ করছিল।

"তোমায় মারবো আমি ?" মৃদুহেসে হেনরী উত্তর দিল।

পাকুইতা একটা আতঙ্কসূচক ধ্বনি করে উঠলো এবং বৃদ্ধাকে কি বললে। তার কথা শুনে বৃদ্ধা দৃঢ় মুষ্টিতে হেনরী ও তার মেয়ের হাত ধরলে এবং বহুক্ষণ তাদের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকার পর হাত ছেড়ে দিয়ে অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে লাগল।

"আমি আর ধৈর্য ধরতে পারছিনে পাকুইতা ; তুমি আমার হও— এখুনি, এই মুহূর্তে আমি তোমাকে চাই, আর বিলম্ব সয় না ; তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না, আমার সঙ্গে এস। তোমাকে আমার হতেই হবে। বল, আমার হবে ; আমায় ভালবাস ? ওগো আর চুপ করে থেকো না।"

একমুহূর্তে সে অজস্র সোহাগের কথা বলে গেল, যার অধিকাংশই অর্থহীন। নদীর স্রোত যেমন পাহাড়ের মধ্য দিয়ে বেগে অগ্রসর হয় এবং বিভিন্ন আকারে বারবার একই ধ্বনি সৃষ্টি করে সেইভাবে তার অন্তরের নিরুদ্ধ কামনা বাক্যের আকারে বেরিয়ে এল।

"সেই গলা !" বিষাদভরা কণ্ঠে পাকুইতা বললে, "ঠিক সেই রকম তীব্র আগ্রহ !"

কথাটা মার্সের কানে গেল না।

"তবে তাই হ'ক, হ্যাঁ, তাই হ'ক," তার কণ্ঠে এমন বিষণ্ণ সুর যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

"তবে আজ রাতে নয়। আদলফ্ আজ আমি কোঁষাকে খুব কম মাত্রায় আফিং দিয়েছি। যদি তার ঘুম ভেঙ্গে যায়, তাহলে আমার আর রক্ষে থাকবে না। বাড়ির সবাই জানে, এখন আমি ঘুমুচ্ছি। দুদিন পর সেই লোকটা একই জায়গায় তোমার জন্য অপেক্ষা করবে, তার কাছে তুমি সেই আগেকার সাঙ্কেতিক বাক্য উচ্চারণ করবে। লোকটা আমার ধর্মবাপ, আমায় মানুষ করেছে। ক্রিস্টেমিও আমার খুব ভক্ত, তাকে কেটে ফেললেও আমার বিরুদ্ধে একটি কথাও কেউ তার মুখ দিয়ে বের করতে পারবে না।"

তারপর হেনরীকে সাপের মত জড়িয়ে ধরে পাকুইতা বললে, "তবে এখন আসি ?"

সর্বাঙ্গ দিয়ে হেনরীকে চেপে ধরে সে নিজের মুখখানি তার মুখের কাছে তুলে ধরলে, এগিয়ে দিলে তার পাতলা রাঙা ঠোঁট দুটি, তারপর নিজেই নিজের আশা মিটিয়ে নিলে। একটিমাত্র চুম্বনেই উভয়ে এলিয়ে অবশ হয়ে পড়ল। হেনরীর মনে হল পৃথিবী যেন দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গেছে। মৃদুস্বরে পাকুইতা বললে, "খুব হয়েছে, এখন যাও।" তার বলার ভঙ্গি এমন যেন সে যেতে বলছে বটে, কিন্তু তার মন তাতে সায় দিচ্ছে না। সে বলতে লাগল বটে "যাও, যাও," কিন্তু হেনরীকে ছাড়ল না, জড়িয়ে ধরে রইল এবং এইভাবে তাকে ধীরে ধীরে সিঁড়ির কাছে নিয়ে গেল।

সেখানে অপেক্ষা করছিল সেই আফ্রিকানটা। পাকুইতাকে দেখেই তার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল এবং তার আদর্শদেবীর হাত থেকে টর্চটা নিয়ে হেনরীকে নিয়ে গেল রাস্তায়। তারপর তাকে ঘোড়ার গাড়ীতে বসিয়ে অসম্ভব দ্রুত গতিতে বুলেভার দ্য ইতালিয়েঁতে নিয়ে গিয়ে নামিয়ে দিলে। ঘোড়াগুলো এত তীব্রগতিতে ছুটে গেল যেন তাদের ধমনীতে নরকাগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছিল।

মার্সের মনে হতে লাগল সমস্ত ঘটনাটা যেন একটা স্বপ্ন। এমন স্বপ্ন যা সহজে ভোলা যায় না, চিরকাল মনের মধ্যে একটা অনাস্বাদিত ইন্দ্রিয় সুখভোগের স্মৃতি জাগিয়ে রাখে। শুধু একটি মাত্র চুম্বন— কিন্তু কি প্রচণ্ড তার প্রতিক্রিয়া! সন্ত্রাসের আবেষ্টনীর মধ্যে এক ভীষণ দর্শন স্ত্রীলোকের সামনে যেভাবে তাদের সাক্ষাৎ হল, এরকম জীবনে কখনো ঘটেনি। মা'টাকে তার মনে হচ্ছিল একটা রাক্ষসীর মত। এরকম কদাকার ও ভীষণাকৃতি নারীর কল্পনা করা কোন কবি বা চিত্রশিল্পীর পক্ষেও সম্ভব নয়। ইন্দ্রিয় সমূহের এতবেশী উত্তেজনা, এরূপ অদ্ভুত সুখানুভূতি, এত পরিপূর্ণ প্রেমের বিকাশ আর কখনো হয় নি। গম্ভীর রহস্যময় কোমল ও মধুর, সঙ্কুচিত ও প্রসারিত একটা ভাব, সুন্দর ও অসুন্দরের, স্বর্গ ও নরকের এক অপূর্ব মিলনের দৃশ্য মার্সেকে

মাতাল করে তুলল। সে নিজেকে হারিয়ে ফেললে বটে কিন্তু তবুও সুখের মমতা প্রতিরোধের ক্ষমতা তার ছিল।

কাহিনীর এই চরম পরিণতির মধ্যে হেনরীর আচরণের তাৎপর্য বুঝতে হলে যে বয়সে যুবকরা মেয়েদের কাছে নিজেদের ছোট মনে করে বা সর্বদা তাদের চিন্তাতেই বিভোর হয়ে থাকে, সেই বয়সে তার হৃদয় কি করে জোরালো হয়ে উঠেছিল তার ব্যাখ্যা করা দরকার। এর কারণ হল, কতকগুলি গুপ্ত পরিস্থিতি, যার ফলে সে হয়েছিল এক বিরাট সন্দেহাতীত শক্তির অধিকারী।

এই যুবকের হাতে এমন একটি দণ্ড ছিল, যা আধুনিক নৃপতিদের দণ্ডের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী। রাজাদের প্রায় সকলেরই নিজের অভিলাষ পর্যন্ত নিয়ম কানুনের শৃঙ্খলের অধীন, কিন্তু মার্সে ছিল, প্রাচ্যের রাজাদের মত স্বৈরাচারী। প্রাচ্যের নৃশংস ব্যক্তিরা নির্বোধের মত তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করত, কিন্তু ইউরোপীয় বুদ্ধিমত্তা ও বুদ্ধির অস্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ট ফরাসী মনশক্তির সংমিশ্রনে এই ক্ষমতা বেড়ে গিয়েছিল দশগুণ। আত্মম্ভরিতা ও সুখের জন্য যা করা দরকার তা সম্পন্ন করার ক্ষমতা হেনরীর ছিল। সমাজের উপর অদৃশ্য কার্যকলাপ তাকে করেছিল গোপন কিন্তু প্রকৃত মর্যাদায় ভূষিত। চতুর্দশ লুই নিজের সম্বন্ধে যা ভাবতেন, হেনরী হয়ত সে রকম ভাবত না, কিন্তু নিজের সম্বন্ধে তার ধারণা ছিল খলিফ, ফ্যারাও বা জারেক্সিসের মত—যারা নিজেদের ঈশ্বরের অংশ বলে মনে করতেন, ঈশ্বরের অনুকরণ করতেন, এবং প্রজাদের মুখ দেখলে অমঙ্গল হবে এই কথা বলে নিজেদের মুখ ঢেকে রাখতেন। কোন পুরুষ বা নারী যদি হেনরীকে বিশেষভাবে আঘাত দিত তাহলে তার আর পরিত্রাণ ছিল না। রসিকতা করে বললেও তার ঘোষিত দণ্ডের অন্যথা হত না। বাজ পাখী যেমন ঘোড়ার গাড়ীর কোচোয়ানের উপর না পড়ে অভিসারিকার উপরেই পড়ে তার ভুলও ছিল ঠিক সেই রকম দুর্ভাগ্যসূচক। সে জন্য কথা বলার সময় সে যখন ঠাট্টা বিদ্রুপ করত তখন লোকে ভয় পেত। নারী চায় বীর্যবান পুরুষ—যারা শক্তির গর্ব করে, সিংহ ও জল্লাদ

যাদের সহচর, যারা নিজেদের চারদিকে একটা বিভীষিকা রচনা করে রাখে। যার মধ্যে আছে সিংহের বিক্রম, যার নিজের শক্তির উপর আস্থা আছে এবং যার ক্ষমতার উপর নির্ভর করা যায়, নারী চায় সেই রকম শক্তিশালী পুরুষ।

আপাততঃ ভবিষ্যৎ সুখের আশায় সে হয়ে উঠল নবীন ও অভিগম্য এবং সে যখন শুতে গেল তখন তার মনে প্রেমের চিন্তা ছাড়া আর কিছু স্থান পেল না। কামাতুর যুবকের মত সে স্বর্ণনয়না তরুণীটির স্বপ্ন দেখতে লাগল। সে দেখল, তার স্বপ্নের মানুষগুলির চেহারা রাক্ষসের মত এবং স্বপ্নের মধ্যে যে সব কাজ করল স্বাভাবিক অবস্থায় তা করা সম্ভব নয়। তার স্বপ্নের রাজ্য যেন উজ্জ্বল আলোয় অলো করা এক অদৃশ্য জগৎ।

পরদিন এবং তার পরের দিন হেনরীর আর পাত্তা পাওয়া গেল না, কেউ জানতে পারল না সে কোথায় গেল। এই দুটো দিন সে কোন দৈত্যের অধীনস্থ সেবকের মত কাটালে, তার হাত পা যেন বাঁধা, তার জীবনকাঠি মরণকাঠি যেন সেই দৈত্যের হাতে। সন্ধ্যায় নির্দিষ্ট সময়ে ঠিক সে ঘোড়ার গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করতে লাগল, যদিও বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না।

আফ্রিকানটা যথারীতি সাঙ্কেতিক বাক্য আদান প্রদানের পর বললে :

"তিনি বলে দিয়েছেন, আপনার চোখ বেঁধে নিয়ে যেতে।"

ক্রিষ্টেমিও একখানা লম্বা সিল্কের রুমাল বের করলে।

"না," হেনরী আপত্তি জানালে। তার পুরুষত্ব অকস্মাৎ বিদ্রোহ করে উঠল।

সে চেষ্টা করল লাফ দিয়ে গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করতে। কিন্তু আফ্রিকানটার ইঙ্গিতে কোচোয়ান জোরে গাড়ী হাকিয়ে দিলে।

মার্সে দেখলে, সৌভাগ্য হাত ছাড়া হয়ে যায়; সে তাড়াতাড়ি চেঁচিয়ে উঠল :

"আচ্ছা, আমি রাজি।"

সে বুঝলে, ক্রীতদাসটা কোন কথাই শুনবে না, তার সঙ্গে রফা করতে

যাওয়া বৃথা। তার মনিব তাকে যা বলে দিয়েছে অন্ধের মত অক্ষরে অক্ষরে সে তা পালন করবে, কিছুতেই তার অন্যথা হবে না। এই নিষ্ক্রিয় যন্ত্রটার উপর রাগ করে কোন লাভ নেই।

আফ্রিকানটা মার্সের চিৎকার শুনতে পেয়ে একটা শিস দিলে, গাড়ী ফিরে এল। হেনরী তাতে চেপে বসল মুহূর্ত বিলম্ব না করে। কারণ ইতিমধ্যে সেখানে উৎসুক জনতার ভিড় জমে গিয়েছিল।

হেনরীর গায়ে বেশ জোর ছিল। সে আফ্রিকানটাকে নিয়ে একটু খেলা করবার চেষ্টা করলে। গাড়ী যখন পূর্ণবেগে ছুটছে তখন সে আফ্রি-কানটার হাত দুটো সজোরে চেপে ধরে তাকে নিজের আয়ত্তে আনবার চেষ্টা করলে। তার উদ্দেশ্য, কোথায় তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেটা দেখে রাখা।

কিন্তু বৃথা চেষ্টা! অন্ধকারের মধ্যে আফ্রিকানটার চোখ দুটো জ্বলে উঠলো। ক্রোধে একটা অস্ফুট ধ্বনি করে সে এক ঝাপটায় নিজেকে মুক্ত করে নিলে। তারপর লৌহের মত কঠিন ও শক্তিশালী একটা হাত দিয়ে মার্সেকে ধরাশায়ী করে তাকে সাঁড়াশীর মত চেপে ধরলে এবং অপর হাত দিয়ে একখানা ছোরা বের করে একটা শিস দিলে। শিস শুনে কোচোয়ানটা থামিয়ে দিলে গাড়ী। নিরস্ত্র হেনরীকে হার মানতে হল। সে রুমালের দিকে মাথাটা এগিয়ে দিলে। ' বশ্যতার ভঙ্গি দেখে ক্রিস্টেমিও শান্ত হ'ল এবং যথোচিত শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে তার আদর্শদেবীর প্রণয়ীর চোখদুটো বেঁধে ফেললে। কিন্তু তার আগে সে ছোরাখানা অবহেলাভরে পকেটে ফেলে কোটের বোতাম গলা পর্যন্ত এঁটে দিয়ে ভদ্রভাব অবলম্বন করেছিল।

"কালা আদমীটা আর একটু হলে আমাকে খুন করে ফেলতো," মনে মনে ভাবলে মার্সে।

গাড়ীখানা আবার দ্রুত ছুটতে সুরু করল। প্যারীর পথ ঘাট সব হেনরীর জানা কিন্তু চোখ বাঁধা থাকলে সে আর কি করতে পারে? একটা উপায় আছে। গাড়ীখানা কটা পুল পার হয় তা গুণে রাখা যায়,

কোন্‌দিকে মোড় ফেরে এবং কতক্ষণ সময় লাগে তার একটা আন্দাজ করা চলতে পারে। কিন্তু আফ্রিকানটার সঙ্গে সঙ্ঘর্ষের ফলে সৃষ্ট প্রবল বিক্ষোভ, মর্যাদাহানিজনিত জাতক্রোধ ও প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি এবং হেনরীকে কাছে পাবার জন্য পাকুইতার সতর্কতা অবলম্বনের কারণ সম্বন্ধে নানারকম চিন্তার জন্য, হেনরীর পক্ষে গাড়ীর গতিপথের প্রতি খেয়াল রাখা সম্ভব হ'ল না।

আধ ঘণ্টা চলার পর গাড়ী যেখানে গিয়ে থামল সেটা পথ নয়। আফ্রিকানটা ও কোচোয়ান দুজনে মিলে হেনরীকে ধরে গাড়ী থেকে নামিয়ে একটা ডুলিতে চাপালে এবং একটা বাগানের মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। ফুলের সৌরভ এবং ঘাস ও গাছপালার বুনো গন্ধ থেকে হেনরী তা বুঝতে পারলে।

জায়গাটা এত নিস্তব্ধ যে গাছের পাতা থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ার শব্দ পর্যন্ত সে শুনতে পাচ্ছিল।

লোকদুটো তাকে একটা সিঁড়ির কাছে নিয়ে গিয়ে নামালে এবং হাত ধরে নিয়ে চলল। কয়েকটা ঘর পার হয়ে শেষে একটা ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে তাকে ছেড়ে দিলে। ঘরের ভেতর কিসের একটা সৌরভ, মেঝেয় কার্পেট পাতা—অনুভব করে হেনরী।

নারীর কোমল হাত তাকে টেনে একটা বিরাট সোফার উপর বসিয়ে তার চোখের বাঁধন খুলে দিলে।

হেনরী দেখলে তার সামনে দাঁড়িয়ে এক অপরূপ লাবণ্যময়ী নারী শরতের ভরা নদীর মত সারা দেহে তার তরুণ স্বাস্থ্যের নিটোল পুষ্টি—সে পাকুইতা।

ঘরখানা দেখে সে বুঝলে, নারীকক্ষই বটে। অপূর্ব তার সাজসজ্জা। কয়েকখানা ছোটবড় কোচ ও সোফা একপাশে দুই সারিতে অর্ধবৃত্তাকারে সাজানো। একধারে একখানা বড় তুর্কী খাট, তার ওপর এক গাদা বড় বড় তাকিয়া। প্রত্যেক দেওয়ালে সমান ব্যবধানে সৌখিন বাতিদান ঝোলানো, প্রত্যেক কোণে একটি করে বিরাট আকারের ফুলের টব,

তাতে ফুটন্ত গোলাপ। মাথার উপর সুদৃশ্য চাঁদোয়া, দরজা জানলায় সুদৃশ্য পর্দা। জরির ঝালর, মসলিনের পর্দা, রেশমী আবরণী—সব মিলিয়ে এক রঙীন পরিবেশ।

এই অপূর্ব পরিবেশের মধ্যে শ্বেতবসনা পাকুইতা সর্বাঙ্গে সুরভী ছড়িয়ে হেনরীর সামনে এসে দাঁড়াল। তার কালো চুলে কমলা রঙের ফুলের গুচ্ছ, পা'দুখানি হাঁটু পর্যন্ত খোলা। ভক্ত যেমন মন্দিরে তার আরাধ্য দেবতার কাছে তার অন্তরের ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদন করে, সেইভাবে পাকুইতা হেনরীর সামনে নতজানু হয়ে বসল। এই রকম পারস্যদেশীয় বিলাস ব্যসনে অভ্যস্ত থাকলেও হেনরী সমুদ্র থেকে ভেনাসের আবির্ভাবের মত এই অপূর্ব দৃশ্য দর্শনে বিস্মিত হল। অন্ধকার থেকে আলোয় আসার জন্যই হ'ক আর প্রথমবার সাক্ষাতের সময়কার অবস্থার সঙ্গে বর্তমান অবস্থার তারতম্যের জন্যই হ'ক হেনরীর মনে কাব্যরসের উদয় হল। যেন কোন অপ্সরীর যাদুদণ্ডের প্রভাবে তার সামনে খুলে গেল অফুরন্ত সৌন্দর্যের ভাণ্ডার এবং তার মাঝখানে রামধনুর রঙ ছড়িয়ে প্রজাপতির মত উড়ে এল প্রকৃতির অভিনব সৃষ্টি এই নরমসরম তন্বী তরুণীটি। হেনরীর মনে যে ক্রোধ, প্রতিহিংসা, দুষ্প্রবৃত্তি, আহত দর্পাভিমান জেগে উঠেছিল সে সব কোথায় ভেসে গেল। তার মন পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো এই মোহিনী মূর্তির অপরূপ সৌন্দর্যে।

ঈগল যেমন তার শিকারের উপর ছোঁ মারে, ঠিক সেই রকম ক্ষিপ্রগতিতে হেনরী পাকুইতাকে তার কোলের উপর তুলে নিলে এবং এক অনির্বচনীয় মত্ততায় তার পরিপুষ্ট কোমল তনুখানি সর্বাঙ্গ দিয়ে চেপে ধরে তার স্পর্শ অনুভব করতে লাগল।

অস্ফুট স্বরে সে বললে, "আরও কাছে এস পাকুইতা, আমার হও।"

"বলো, বলো, তোমার যা প্রাণ চায় তুমি তাই বলো, কোন ভয় কোরো না," উত্তরে বললে তরুণীটি। "এই বাড়ি তৈরী হয়েছে শুধু এই জন্যেই, এ হল প্রেমের মন্দির। প্রেমিক প্রেমিকার কণ্ঠনিস্থত বাণী বা সঙ্গীতের সুর যাতে বাইরের কেউ শুনতে না পায়, সেজন্য অতি কৌশলে

তৈরী করা হয়েছে এই বাড়ি। যত জোরেই তুমি চিৎকার করো না কেন, সে আওয়াজ প্রাচীর ভেদ করে বাইরে পৌঁছবে না। এখানে কাউকে খুন করে ফেললেও তার আর্তনাদ অরণ্যে রোদনের মত ব্যর্থ হয়ে যাবে।"

"ঈর্ষা চরিতার্থ করার এমন উপায় বার করলে কে ?"

"ও কথা আমায় জিজ্ঞেস কোরোনা," অপূর্ব মিষ্টি ভঙ্গিতে হেনরীর গলায় জড়ানো রেশমের স্কার্ফটা খুলতে খুলতে পাকুইতা উত্তর দিলে। বোধহয় সে তার গ্রীবার সৌন্দর্য উপভোগ করতে চাইল। বললে, "কি সুন্দর ! আমি যা চেয়েছিলাম তাই। আমায় খুসী করবে না ?"

মেয়েটির লালসা বিজড়িত স্বরে মার্সে আত্মসম্বিৎ ফিরে পেল। সে জানতে চেয়েছিল কে সেই অজ্ঞাত ব্যক্তি যে তাদের চারদিকে ছায়ার মত ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু পাকুইতা তাকে সে প্রশ্ন তুলতে নিষেধ করায় মন চিন্তাচ্ছন্ন হয়ে ছিল।

"কে এখানকার কর্তা তা যদি আমি জানতে চাই ?"

পাকুইতা তার দিকে ভীতিবিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগল।

তরুণীর আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে হেনরী উঠে দাঁড়াল : বললে "ও, তাহলে আমি কিছু নই। কিন্তু আমি যেখানে থাকবো সেখানে তো আর কারও প্রভুত্ব করা চলবে না ?"

"বলে যাও, বলে যাও, যা খুসী তাই বলে যাও। যত পার আঘাত করো," এ্যস্তা রমণী কাতর কণ্ঠে বললে।

"কি জন্য আমায় এখানে ডেকে আনা হলো তা জানতে পারি কি ?"

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল পাকুইতা, চোখ দুটি তার অশ্রুতে টলমল। আলমারির দেরাজ থেকে একখানা ছোরা বের করে সে হেনরীকে দিলে। নিরীহের মত তার আত্ম সমর্পণের ভঙ্গি দেখলে হিংস্র বাঘের পর্যন্ত তার প্রতি করুণা হত।

সে বললে, "মানুষ প্রেমে পড়লে যে উৎসব করে তুমি আমায় নিয়ে সেই উৎসব করো, তার পর আমি ঘুমিয়ে পড়লে আমায় হত্যা

কোরো। আমি কেমন করে তোমার প্রশ্নের উত্তর দেব। শোন! আমি বলির পশুর মত খুটোয় বাঁধা, আমার বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা নেই। তবে আশ্চর্য এই যে, আমাদের মাঝে যে অতলস্পর্শী খাদের ব্যবধান ছিল, তার উপর সেতুবন্ধনে সক্ষম হয়েছি। আমায় পাগল করে আমায় মেরে ফেলতে চাও? ওগো, না, না, আমায় মেরো না!" হাত দুটি জোড় করে সে বলতে লাগল, "আমার এই নবীন যৌবন, আমায় মেরোনা, এই সুন্দর ভুবনে আমি বাঁচতে চাই! আমি ক্রীতদাসী হতে পারি, কিন্তু তবুও আমি রাণী। আমি তোমায় মুগ্ধ করতে পারি। বলতে পারি কেবল তোমাকেই ভালবাসি। প্রমাণ চাইলে তাও দেখাতে পারি। আমার ক্ষণিকের সাম্রাজ্যের অধিকারে বলতে পারি, 'রাজার বাগানে কোন সুগন্ধ ফুল দেখে লোকে যেমন তার সৌরভ আঘ্রাণ করে, সেইভাবে তুমি আমার রূপ রস গন্ধ উপভোগ করো। তারপর সুখের সাগরে নিজের তৃষ্ণা আকণ্ঠ পূরন করে নিয়ে চতুরা রমণীর মত তোমায় অন্তর গহ্বরে নিক্ষেপ করতে পারি, যেখানে কেউ তোমায় খুঁজে পাবে না। সে গহ্বর তৈরী করা হয়েছে কেবল প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য এবং আইনের হাত সেখানে পৌছবে না। চূনে ভর্তি সে গহ্বরে তুমি তিলে তিলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে এবং তোমার শরীরের অনু পরমানু পর্যন্ত সেই চূনের মধ্যে মিলিয়ে যাবে। তুমি কেবল বেঁচে থাকবে আমার হৃদয়ে, সেখান থেকে কেউ তোমায় কেড়ে নিতে পারবে না।"

হেনরীর মধ্যে কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ পেল না, অকম্পিত দৃষ্টিতে সে তরুণীর দিকে চেয়ে রইল এবং তার নির্ভীক দৃষ্টি লক্ষ্য করে মেয়েটি খুসী হল। সে বললে:

"না, না, তোমায় মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছিলাম, ও সব কিছুই করবো না। তুমি এখানে কোন ফাঁদে পড়নি, তুমি ধরা পড়েছ এক মুগ্ধা নারীর হৃদয়ে। আর মৃত্যু গহ্বরে পড়তে হলে পড়বো আমি।"

"সবই যেন অত্যন্ত বিস্ময়কর বলে মনে হচ্ছে," বললে হেনরী মার্সে। "তবে তোমায় ভাল বলেই মনে হয়, কিন্তু বড় অদ্ভুত প্রকৃতি তোমার।

সত্যি বলছি, তুমি যেন একটি জীবন্ত ধাঁধা, যার উত্তর খুঁজে বের করা অত্যন্ত কঠিন।”

যুবকটির কথা পাকুইতা এক বর্ণও বুঝতে পারল না। সে কেবল তার চোখ দুটি বিস্ফারিত করে চেয়ে রইল এবং তাতে আনন্দের আভাস ছাড়া আর কিছু ছিল না।

মেয়েটি পূর্বকথার পুনরুক্তি করে বললে, “তবে আমার কাছে এস, আমায় খুসী করো, করবে না?”

“তুমি যা বলবে আমি তাই করবো। এমন কি তুমি যা বলবে না, তাও,” হেসে উত্তর দিলে মার্সে।

সে তার আগেকার লঘুচিত্ত ফিরে পেল। সে ঠিক করলে স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবার। মনে মনে বললে, ‘এর শেষ কোথায় তা দেখতে হবে, তাতে বরাতে যা থাকে। সে ভাবলে, তার যে ক্ষমতা ও যোগ্যতা আছে তার সাহায্যে সে কয়েক ঘণ্টা মেয়েটির উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে আস্তে আস্তে তার সমস্ত গোপন কথা জেনে নেবে।

মেয়েটি বললে, “বেশ, তাহলে আমার খুসীমত তোমায় সাজাই।”

আনন্দে বিভোর হয়ে পাকুইতা আলমারির দেরাজ থেকে একখানা লাল রঙের ভেলভেট বের করে তা দিয়ে মার্সেকে সাজাল। তার মাথায় পরালে মেয়েদের বনাত এবং একখানা শাল দিয়ে জড়িয়ে দিলে তার সর্বাঙ্গ। পুতুল সাজানোর মত তাকে সাজিয়ে মেয়েটি হিহি করে হাসতে লাগল।

বিধাতার খেয়ালখুসীতে গড়া এই দুটি জীবন অতঃপর যে আনন্দে মগ্ন হল তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তবে যুবকটির মনে যে অস্বাভাবিক ও আজগুবি ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল তার দার্শনিক ব্যাখ্যা করা দরকার। মার্সের মত সামাজিক অবস্থার লোকেরা কোন মেয়েটি ভাল আর কোন মেয়েটি খারাপ তা ঠিক বুঝতে পারে। কিন্তু এই মেয়েটি বড়ই অদ্ভুত। স্বর্ণনয়না মেয়েটি কুমারী হতে পারে কিন্তু একেবারে নিরীহ গোবেচারী একে বলা যায় না। মার্সে যে খেয়ালী সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে রঙ্গরসে মত্ত

হল তার মধ্যে দেখা গেল রহস্য ও বাস্তব, আঁধার ও আলো, আতঙ্ক ও সৌন্দর্য, সুখ ও দুঃখ এবং স্বর্গ ও নরকের এক অপূর্ব সংমিশ্রন। সে যাকে শ্রেষ্ট সুখ বলে জানত, প্রেম সম্বন্ধে তার যে ধারণা ছিল, এই তরুণীর লীলামাধুর্যের বন্যায় তা প্লাবিত হয়ে গেল। তার উজ্জ্বল আঁখির নীরব ভাষা অক্ষরে অক্ষরে সরব হয়ে উঠল তার প্রতিটি কার্যকলাপে।

সে যেন প্রাচ্যের মূর্তিমতী কবিতা, সাদি ও হাফেজের অপূর্ব ছন্দে ভরা; কিম্বা তার চেয়েও বেশী কিছু। তার আনন্দোচ্ছাসের বর্ণনা কবিতায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়।

মেয়েটি বললে, "মরেছি, আমি মরেছি আদলফ্! তুমি আমায় পৃথিবীর শেষপ্রান্তে কোন দ্বীপে নিয়ে চলো, যেখানে কেউ আমাদের জানবে না, চিনবে না। কেউ যেন আমাদের কোন হদিশ না পায়। কিন্তু ওরা যে নরকের দ্বার পর্যন্ত আমার পেছু নেবে! হায় ভগবান! এই তো দিনের আলো! পালাব! তোমায় কি আর দেখতে পাব? হ্যাঁ, আগামীকাল তোমার সঙ্গে দেখা হবে। সেইটুকু আনন্দের জন্য যদি আমার সকল প্রহরীর প্রাণবধের প্রয়োজন হয় তাও স্বীকার। আগামীকাল পর্যন্ত।

সে তাকে দু'হাত দিয়ে সবলে জড়িয়ে ধরল, ঠিক মৃত্যু ভয়ে আঁকড়ে ধরার মত। তারপর একটা স্প্রিং টিপে দিলে। স্প্রিংটা বাইরের একটা ঘণ্টার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। তারপর সে মার্সেকে তার চোখ বাঁধতে দেবার অনুরোধ জানালো।

"যদি আমি বাঁধতে না দিই, যদি বলি আমি এখানে থাকবো, এখান থেকে যাবো না?"

"তাহলে তুমি আমার মৃত্যুকে খুব তাড়াতাড়ি ডেকে আনবে," মৃদু স্বরে মেয়েটি বললে। "কারণ আমি এখন বুঝতে পারছি তোমার জন্যই আমায় মরতে হবে।"

হেনরী মার্সে আর আপত্তি করলে না। যে ব্যক্তি সুখের সাগরে ডুব দেয় তার মাঝে মাঝে খানিকটা আত্মবিস্মৃতি ঘটে; মনে জাগে

মুক্তির একটা আকাঙ্ক্ষা, অন্যত্র যাবার খেয়াল, ঘৃণার ভাব এবং প্রণয়ীর প্রতি বিরক্তি। মোট কথা, তার মনে একটা অব্যক্ত ভাবের উদয় হয় যাতে তার নিজেকে অত্যন্ত ছোট মনে হয় এবং সে মনে মনে লজ্জা অনুভব করে। যাদের মন স্বর্গীয় প্রভায় প্রদীপ্ত হয় নি, চিরন্তন আবেগের উৎস পবিত্র ভাব দ্বারা সুরভিত হয়নি, তাদের এই জটিল অথচ বাস্তব অনুভূতির নিশ্চয়তা থেকেই রুশোর মনে লর্ড এডোআর্ডের দুঃসাহসিকতার কল্পনার উদয় হয়েছিল। রিচার্ডসনের লেখা দ্বারা প্রভাবিত হলেও তাঁর লেখার সঙ্গে রুশোর লেখার অনেক তফাৎ এবং রুশোর রচনা সম্পূর্ণরূপে মৌলিক। তিনি যে ভাবাদর্শ বংশধরদের জন্য রেখে গিয়েছেন বিশ্লেষণ দ্বারা তা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। লর্ড এডোআর্ডের দুঃসাহসিকতা সমগ্র গ্রন্থের—জটিল ভাব সমূহের অন্যতম।

প্রকৃত প্রেম জটিলতার ধার ধারে না, কিন্তু হেনরীর মন জটিল চিন্তায় আচ্ছন্ন হল। স্মৃতির অদম্য আকর্ষণ তাকে একটি নারীর দিকে টানছিল। স্মৃতির মাধ্যমেই প্রকৃত প্রেম সব কিছুর উপর প্রভুত্ব করে। প্রবল ভাবাবেগ বা অতিরিক্ত সুখ সত্ত্বেও যদি কোন নারীর মূর্তি হৃদয়ে অঙ্কিত না হয়, তাহলে সে নারীকে ভালবাসা কি রূপে সম্ভব? পাকুইতা এই দুটি দিক থেকেই হেনরীর হৃদয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। কিন্তু অতিরিক্ত সুখ সম্ভোগের ফলে হেনরীর সুখে অরুচি জন্মেছিল, শরীর ও মনে এসেছিল একটা অবসাদ। তাই সদ্য আস্বাদিত তপ্ত চুম্বনের স্বাদ সত্ত্বেও সে তার অন্তর বিশ্লেষণ করে দেখতে পারেনি।

যখন তার হুঁস হল তখন সে দেখলে সে দাঁড়িয়ে আছে বুলেভার মঁৎমার্তারে। সবেমাত্র ভোর হয়েছে, ঘোড়ার গাড়ীখানা তাকে নামিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে। অপস্রিয়মান গাড়ীখানার দিকে বোকার মত খানিক তাকিয়ে থাকার পর সে পকেট থেকে দুটো চুরুট বের করলে এবং সেই পথে যে স্ত্রীলোকটি ভোর বেলা প্যারীর শ্রমিক, পথবাসী আরব ও বাদামওয়ালাদের মদ ও কফি বিক্রী করতো তার লণ্ঠনের আগুনে একটা চুরুট ধরিয়ে নিলে। তারপর ট্রাউজারের দু পকেটে হাত দুটো ঢুকিয়ে দিয়ে

নিতান্ত বেপরোয়ার মত চুরুট টানতে টানতে অগ্রসর হল।

"কি সুন্দর পদার্থ এই চুরুট। এতে কখনো মানুষের অরুচি হয় না," মনে মনে বললে সে।

প্যারীর তরুণ সম্প্রদায় যে স্বর্ণনয়না তরুণীটির জন্য পাগল, তার চিন্তা এখন আর হেনরীর মনে স্থান পেল না। সুখ সম্ভোগের মাঝে মৃত্যুর কল্পনা, সেই এ্যস্তা হরিণীর কুঞ্চিত ভুরু, এশিয়ার হুরীদের সঙ্গে তুলনীয় পাশ্চাত্য শিক্ষিতার প্রাচ্য সুন্দরী সুলভ শঙ্কিত ভাব তার কাছে মেয়েদের চির অভ্যস্ত ছলনা বলেই মনে হল।

রাস্তার মোড়ে একখানা ঘোড়ার গাড়ী বোধহয় কোন জুয়াড়ী সওয়ারীর জন্য অপেক্ষা করছিল। হেনরী এগিয়ে গিয়ে দেখলে কোচোয়ানটা ঘুমুচ্ছে। সে তার ঘুম ভাঙ্গিয়ে সেই গাড়ীতে চেপে বাড়ি ফিরল এবং সোজা শয়ন ঘরে গিয়ে সটান হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। অকাতরে ঘুমুতে লাগল সে।

যখন তার ঘুম ভাঙ্গল তখন প্রায় দুপুর। কয়েকবার আড়মোড়া ভেঙ্গে হাই তুলে সে উঠে বসল। পেটে একটা জ্বালা অনুভব করলে। মনে পড়ল বহুক্ষণ কিছু খাওয়া হয়নি। যুদ্ধে জয়লাভের পর সৈন্যদের যে রকম ক্ষিধে পায় সেই রকম সর্বগ্রাসী ক্ষুধা অনুভব করলে সে।

বন্ধু পল দ্য ম্যানারভিলকে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে খুব খুসী হল। কারণ খাবার সময় একজন সঙ্গী পেলে খেয়ে সুখ হয়।

"আমরা ভেবেছিলাম, গত দশটা দিন তুমি সেই স্বর্ণনয়না তরুণীর কণ্ঠলগ্ন হয়ে ছিলে," মন্তব্য করলে তার বন্ধু।

"স্বর্ণনয়না তরুণী। সে আবার কে? আমি তার কথা ভুলেই গেছি। বিশ্বাস কর! আমার অন্য কাজ আছে।"

"ও তাহলে তুমি এখন নিজের বিচার বিবেচনা অনুযায়ী কাজ করছ?"

"কেন করবো না," হেসে বললে মার্সে। "বন্ধু, সদ্বিবেচনাই হল সবচেয়ে ভাল হিসাব। শোন,...না, থাক! একটি কথাও বলবো না। তুমি

আমায় কখনো কিছু শেখাও না :. আমিও তোমায় ফোকোটে আমার মূল্যবান মতলবের কথা জানাতে রাজি নই। জীবন হল একটা নদী, বুঝলে? বাণিজ্যের প্রসারের জন্য এই নদী কাজে লাগে। জীবনে যা সবচেয়ে পবিত্র তার নামে বলছি। যাক্‌গে, আমি সামাজিক অর্থনীতির অধ্যাপক নই যে নির্বোধদের শিক্ষা দেব। এস, এখন খাওয়া যাক্। আমার মস্তিষ্কের সম্পদ তোমার উপর বর্ষণ করার চেয়ে তোমায় ওমলেট খেতে দিলে খরচ অনেক বেঁচে যাবে।"

"তুমি কি বন্ধুদের সঙ্গে লাভ লোকসান খতাও নাকি?"

হেনরী বললে, "বন্ধু তোমার হয়তো কোনদিন নিজে বিবেচনা করে কাজ করার দরকার হতে পারে এবং তোমায় ভালবাসি বলেই বলছি, তুমি যদি তোমার মস্তিষ্কে গুলি চালনা থেকে রক্ষা পাবার জন্য একখানা হাজার ফ্রাঁর নোট চাও, তা তুমি পাবে। কাল যদি তোমার দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে হয়, আমি জমি মেপে দেব, পিস্তলে গুলী ভরে দেব, যাতে অনিয়ম করে তোমায় কেউ মারতে না পারে। মোট কথা, আমি ছাড়া অন্য কেউ যদি তোমার অনুপস্থিতিতে তোমায় নিন্দা করে তাহলে তার সঙ্গে আমার এক হাত হয়ে যাবে। একেই বলে প্রকৃত বন্ধুত্ব। তোমার যদি কখনো নিজে বিচার বিবেচনা করে কাজ করার দরকার হয়, তাহলে জেনে রাখো, দু'রকমের বিবেচনা আছে—সক্রিয় আর নিষ্ক্রিয়। নিষ্ক্রিয় বিবেচনা কাদের জানো। নির্বোধ ও অকর্মন্য লোকদের। সক্রিয় বিবেচনা যাদের থাকে, তারা কোন কাজে হতাশ বা পরাঙ্মুখ হয় না, কিছুই এড়িয়ে যেতে চায় না। মনে কর, আজ রাতে ক্লাবে গিয়ে আমি যদি বলি, স্বর্ণনয়না তরুণীর জন্য আমি যা করেছি, সে তার যোগ্য না, তাহলে আমি চলে যাবার পর সকলে সবিস্ময়ে বলবে: 'ওহে শুনছো, ফোতো মার্সে'টা আমাদের বিশ্বাস করাতে চায় যে, সে স্বর্ণনয়না মেয়েটিকে ইতিমধ্যে হস্তগত করেছে। ওর স্বভাবই হল এইভাবে প্রতিপক্ষের কাছ থেকে আত্মরক্ষা করা; ও তো আর পাগল নয়।' কিন্তু এরকম ফন্দি কুৎসিৎ ও বিপজ্জনক। তুমি যতো বাজে কথাই বলো না কেন, তা

বিশ্বাস করার লোকের অভাব কোন দিনই হবে না। স্ত্রীলোকেরা যখন তাদের স্বামীদের উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে তখন তারা সবচেয়ে বেশী বিবেচনা শক্তির পরিচয় দেয়। যে নারীর সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই বা যাকে আমরা ভালবাসি না, আমাদের ভালবাসার পাত্রীর সম্মান রক্ষার জন্য সেই নারীকে অসুবিধায় ফেলার মধ্যেই এই বিবেচনা নিহিত। নারীর এই বিবেচনা শক্তি তার সহজাত অন্তর্দৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়··· ··এই যে লরেঁৎ এসে গেছে! আমাদের জন্য কি এনেছ বল?"

"কিছু 'অস্টেণ্ড অইষ্টার', মসিয়ে লা কস্‌তে।"

"পল, একদিন তুমি বুঝতে পারবে, একজনের স্নেহের গোপনীয় কারণটি প্রকাশ না করে পৃথিবীকে বোকা বানাতে কি রকম মজা লাগে। সাধারণ লোকে জানে না, তারা কি চায় বা তাদের কাছে অপরের দাবী কি। পথকেই তারা লক্ষ্যস্থল বলে মনে করে এবং পর্যায়ক্রমে নিন্দা প্রশংসা করে। একবার কাউকে স্বর্গে তোলে আবার তাকে নরকে ডোবায়, আমি এদের দলে নই। নিজে উত্তেজিত না হয়ে অপরকে উত্তেজিত করা খুব মজার ব্যাপার। আমিই ভাঙ্গব, আমিই গড়ব, আমিই হাসাব, আমিই কাঁদাব, নাচাব, সব করবো কিন্তু নিজে সে সবের দ্বারা প্রভাবিত হব না, এই রকম শক্তি কি গর্বের বিষয় নয়? আমি কি ভালবাসি, কি চাই, কেউ তা জানে না। পরে হয়ত সবাই তা জানতে পারবে, যেমন অভিনয় শেষ হলে নাটকের সব ঘটনা জানা যায়। কিন্তু আগে থাকতে সব প্রকাশ করা দুর্বলতা, মহাভুল। চাতুরীর কাছে শক্তির পরাজয়ের চেয়ে ঘৃণা আর কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না। কুটনীতি যদি জীবনের মতই জটিল হয় তবে দূতের ভূমিকায় অভিনয় করার সময় কি হাসা চলে? আমার মনে হয়, চলে না। তোমার কি কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে? বড় রকমের কিছু হতে চাও?"

"হেনরী তুমি আমায় বিদ্রূপ করছ—যেন আমার বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু নেই।"

"দেখো পল, একটা কথা জেনে রেখো, যদি তুমি নিজেকে উপহাস

করতে পারো, তবেই অপরকে উপহাস করতে পারবে।"

খাবার সময় হেনরী মার্সে গত রাত্রির ঘটনাগুলো নতুন করে যাচিয়ে দেখতে লাগলো। এমন অনেক তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন লোক আছে যাদের বোধশক্তি তত ক্ষিপ্র নয়, আসল মর্ম অবগত হতে একটু সময় লাগে। হেনরীর বোধশক্তিও এই ধরনের।

বর্তমান যুগের সঙ্গে তাল রেখে বড়লোকী চালে চলা, এর আসল রস নিংড়ে বের করে তাকে আত্মস্থ করার ক্ষমতা থাকলেও কোন ঘটনার মূল কারণ নির্ধারণ করতে তার দিব্যদৃষ্টির ও একাগ্রতার প্রয়োজন ছিল।

যাই হ'ক এখন মার্সে বুঝতে পারলে যে, স্বর্ণনয়না তরুণীটি তাকে বোকা বানিয়েছে। রাত্রে কেন যে তাকে আনন্দের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছিল, তার অন্তর্নিহিত অর্থ তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। পাকুইতার সম্পূর্ণ নিরীহ বাহ্যিক প্রকৃতি তার আনন্দোচ্ছ্বাস, এই উচ্ছ্বাসের মাঝে অসতর্ক মুহূর্তে উচ্চারিত কয়েকটি কথা—যার অর্থ আগে বোঝা যায় নি, কিন্তু এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে—এই সমস্ত বিচার করে সে বুঝতে পারলে যে, তাকে দিয়ে অন্য কোন লোকের ভূমিকায় অভিনয় করানো হয়েছে। কোনো রকমের সামাজিক দুর্নীতি তার অজানা ছিল না, সর্বপ্রকার উচ্ছৃঙ্খলতা সম্বন্ধে তার মনোভাব ছিল অনাসক্ত এবং একমাত্র এই কারণেই সে এর যৌক্তিকতা স্বীকার করতো যে, এতে আনন্দ পাওয়া যায়। পাপানুষ্ঠানে সে চমকে উঠতো না, পাপের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল ঠিক বন্ধুর মত। কাজেই এসবে তার কিছু আসে যায় না। কিন্তু তাকে পাপ বাসনা চরিতার্থ করার খোরাক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে, এই কথা ভেবে সে মনে মনে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলে। তার মনের সবচেয়ে সংবেদনশীল অংশে আঘাত লেগেছিল, কিন্তু সে আ,তটা বুঝলো না। কেবলমাত্র সন্দেহ হওয়াতেই সে রাগে ফুলে উঠলো এবং হরিণীর ক্রীড়নকে পরিণত বাঘের মত গর্জরাতে লাগলো। নৃশংস পাশব শক্তির সঙ্গে সমাবেশ ঘটলো দানবীর বুদ্ধির।

"আচ্ছা তোমার কি হ'ল বলোতো ?" জিজ্ঞেস করল পল।

"কিছু না।"

"আমার ওপর রাগ, যদি একথা বল তাহলে খুবই দুঃখিত হব। আমার মনে হচ্ছে, কাল তুমি কারও সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে লিপ্ত হতে চাও।"

"আমি আর দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করি না," উত্তর দিল মার্সে।

"সেটাতো আরও দুঃখের কথা। তুমি কি হত্যা করো নাকি।"

"কথাটা একটু ঘুরিয়ে বলা হ'ল। আমি ফাঁসি দিই।"

পল বললে, "বন্ধু, আজ তোমার রসিকতাগুলো কেমন যেন গুরু-গম্ভীর বলে মনে হচ্ছে।"

"তুমি চাও কি? সুখের পরিণামে নিষ্ঠুরতা। কেন? জানি না, জানতে চাইও না······এই চুরুটগুলি চমৎকার। তোমার বন্ধুকে একটু চা দাও। তুমি কি জানো পল, আমি নৃশংস জীবন যাপন করি? যা পেলে জীবনে সুখী হওয়া যায় তা পাবার জন্যই শক্তিনিয়োগ করা উচিত। জীবন হ'ল এক অপূর্ব মিলনান্ত নাটক। আমি যে আমাদের সমাজ ব্যবস্থার অসঙ্গতিতে উপহাস করি, এতে আমার ভয় হয়। সরকার হতভাগ্য নরহত্যাকারীদের মাথা নেন, আর যে চিকিৎসক এক একটা রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় এক এক ডজন তরুণকে ভবপারে পাঠান, তাদের লাইসেন্স মঞ্জুর করেন। যেখানে শত শত পাপ অনুষ্ঠিত হয় সেখানে নৈতিকতার বুলি কিছু করতে পারে না। এই সব পাপেই সমাজ ধ্বংস হচ্ছে, কিন্তু কেউ এর শাস্তিবিধান করতে পারে না। বিশ্বাস কর। মানুষ হ'ল একটি সং, খাড়া পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে নাচছে। তারা "লিয়াসোঁ দেঞ্জারোসে" বা ঐ রকম অশ্লীল কোন বইএর নীতিহীনতার কথা বলে; কিন্তু এমন একখানি গ্রন্থ আছে, যা অতীব ভয়াবহ, নোংরা, দুর্নীতিপূর্ণ এবং সদা উন্মুক্ত। সেই বিরাট গ্রন্থের নাম হ'ল পৃথিবী। আর একখানি গ্রন্থের কথা আর বলতে চাই না, সেখানা আবার এর চেয়েও হাজার গুণ বেশী বিপজ্জনক। মানুষ চুপিসারে যে সব কথা বলে বা নারী তার অনুরাগীর পেছনে অনুচ্চস্বরে সোসাইটীতে রাত কাটানোর যে কাহিনী বর্ণনা করে, সেই সব কথা দিয়ে এই শেষোক্ত গ্রন্থখানি তৈরী।"

"হেনরী, নিশ্চয়ই তোমার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটেছে ; তোমার সক্রিয় বিবেচনাতেও তা ঢাকা পড়ছে না।"

"হ্যাঁ···রাত না হওয়া পর্যন্ত যেমন করে হ'ক সময়টা কাটাতে হবে। চল এক হাত খেলা যাক্‌······হয়তো হারতেই হবে।"

মার্সে উঠে দাঁড়ালো, এক মুঠো নোট নিয়ে ভাঁজ করে চুরুটের বাক্সের মধ্যে ভরলে, তারপর পোষাক প'রে পলের গাড়ীতে চেপে সেলুন দ্য এস্ত্রেঁজারে গিয়ে হাজির হ'ল। সেখানে তাসের জুয়া খেলা চলল রাত আটটা পর্যন্ত। তারপর নির্দিষ্টস্থানে গিয়ে হাজির হল এবং প্রসন্নচিত্তে মাথা বাড়িয়ে দিলে চোখ বাঁধার জন্য। এবার সে পথের একটা হদিশ করবার জন্য তার সমগ্র ইন্দ্রিয়কে সজাগ করে রাখলে। শক্তিমান পুরুষের প্রবল ইচ্ছাশক্তি নিয়োগ করলে সে। তার ধারণা হল, গাড়ীখানা যাচ্ছে রুয়ে সাঁৎ লেজার অভিমুখে। সে বুঝতে পারলে যে, গাড়ীখানা হোটেল সাঁ রিয়েলের বাগানের ছোট্ট ফটকের সামনে এসে দাঁড়াল। প্রথমবারের মত তাকে ফটকের মধ্য দিয়ে নিয়ে গিয়ে ডুলিতে চাপানো হল এবং নিশ্চয়ই সেই আফ্রিকান ও কোচোয়ানটা মিলে তাকে বয়ে নিয়ে যেতে লাগল। কাঁকর বিছানো পথের উপর দিয়ে তাদের চলার শব্দ সে অনুভব করল। সে বুঝতে পারল কেন এই সতর্কতা। সামান্য বৃষ্টি হওয়ায় মাটি ভিজে নরম হয়েছিল। কতিপয় উদ্ভিদের গন্ধ দিনের চেয়ে রাত্রে অধিক তীব্র হয়। হেনরী পথের দুধারের শ্রেণীবদ্ধভাবে রোপিত "মিগ্‌নোনেতের" গন্ধ অনুভব করলে। সে সঙ্কল্প করলে যেমন করেই হ'ক পাকুইতার কথা আবিষ্কার করবে। এই উদ্ভিদের গন্ধ তার কাজে লাগবে বলে মনে হল। বাহক দুজন যে সব মোড় ঘুরে তাকে নিয়ে চলল সে সব চিনে নিতে তার অসুবিধে হবে না বলেই ধারণা হল তার।

পূর্ব রাত্রের মত খাটে নিয়ে গিয়ে বসান হল তাকে এবং পাকুইতা তার চোখের বাধন খুলে দিলে। সে লক্ষ্য করলে পাকুইতা আর সে পাকুইতা নেই, তার অনেক পরিবর্তন হয়েছে, তাকে বিবর্ণ দেখাচ্ছে।

সে যে কেঁদেছে, চোখে মুখে তার সুস্পষ্ট চিহ্ন। আগের মতই সে নতজানু হয়ে বসল প্রার্থনার ভঙ্গিতে, কিন্তু তাকে বড় করুণ ও বিষন্ন দেখাচ্ছিল। যে মেয়েটি মার্সেকে অধীর আগ্রহ ও প্রবল উচ্ছ্বাস দিয়ে প্রেমের সপ্তম স্বর্গে নিয়ে গিয়েছিল এ যেন সে নয়। মুখে আনন্দের ভাব দেখাবার চেষ্টা করলেও তাতে যে হতাশার ভাব ফুটে উঠেছিল তা লক্ষ্য করে মার্সের মত কঠোর হৃদয়ের লোকও প্রকৃতির এই শ্রেষ্ট অবদানের জন্য মনে দুঃখ অনুভব না করে পারল না। সে ক্ষণিকের জন্য অভিসারে আসার কথা ভুলে গেল।

"পাকুইতা, রাণী আমার, কি হয়েছে তোমার বলতো ?"

সে বললে, "বন্ধু আমার, এই রাতেই তুমি আমায় এখান থেকে নিয়ে চলো। এমন জায়গায় নিয়ে যাও যেখানে কেউ আমায় চিনবে না; বলবে না, 'ওই যে পাকুইতা, ওই সেই সোনালী তরুণী।" তুমি আমার কাছে যত সুখ চাও সব দেব। তারপর যখন তোমার সখ মিটে যাবে তখন আমায় ত্যাগ করো, আমি কোন কথা বলবো না, কোন অভিযোগ করবো না। এজন্য তোমায় মনস্তাপ পেতে হবে না। একদিন মাত্র, একদিনের জন্যও যে তোমায় আমি পেয়েছি, সেই হবে আমার সারা জীবনের সম্বল। কিন্তু এখানে থাকলে আমি বাঁচবো না।"

হেনরী উত্তর দিলে, "পাগ্‌লী, আমার পক্ষে প্যারী ছেড়ে যাওয়া সম্ভব নয়, আমি আমার নিজের অধীন নই। কয়েক জনের ভাগ্যের সঙ্গে আমার ভাগ্য জড়িত; তারাও আমায় দেখে, আমিও তাদের দেখি। তবে আমি তোমায় প্যারীর কোন আশ্রমে রেখে দিতে পারি, যেখানে মানুষের কোন শক্তি তোমার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না।"

"না," সে বললে, "তুমি মেয়ে মানুষের শক্তির কথা ভুলে যাচ্ছ।" তার গলার স্বরে আতঙ্কের ভাব পরিস্ফুট।

"তোমার ও পৃথিবীর মাঝখানে যদি আমি দাঁড়াই তাহলে তোমায় কাছে কে পৌঁছতে পারবে ?"

'বিষ।" উত্তর দিলে সে। "দোনা কোঁঝা ইতিমধ্যেই তোমায়

সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছে……এবং" তার চোখ দিয়ে কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে গালের উপর পড়ে চিক্ চিক্ করতে লাগল।

সে আবার সুরু করলে, "আমি যে আর আগের মত নেই তা বুঝতে পারা খুবই সোজা। বেশ আমায় দৈত্যের কবলে ফেলে রাখাই যদি তোমার ধর্ম হয়, তাই করো। এখন এস, আশ মিটিয়ে আনন্দ উপভোগ করে নিই। আমি নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা অবশ্যই করব, অনুনয় বিনয় করবো, কান্নাকাটি করবো ঃ হয়তো বেঁচেও যেতে পারি।"

"কার কাছে অনুনয় করবে ?" প্রশ্ন করলে হেনরী।

"চুপ !" পাকুইতা বললে, "আমি যদি ক্ষমা পাই তো সে আমার নিজের বিবেচনা শক্তির জন্যেই পাব।"

"বেশ আমার বহির্বাস দিয়ে দাও," কৃত্রিম কোপ দেখিয়ে হেনরী বললে।

"না, না, তা হবে না," পাকুইতা বললে। "যেমন আছ তেমনি থাক। আমি যাদের ঘৃণা করতে শিখেছি তুমি সেই মানুষ খেকো রাক্ষসদের এক-জন হলেও পৃথিবীতে তোমার মত সুন্দর পুরুষ আমি আর দেখিনি," হেনরীর মাথার চুলে হাত বুলোতে বুলোতে সে বললে। "তুমি জানো না আমি কি বোকা। আমি কিছুই শিখিনি। আমার যখন বারো বছর বয়স তখন থেকেই আমি বন্দী, কারো সঙ্গে দেখা করার উপায় নেই। আমি লেখা পড়া কিছুই জানিনে, কেবল ইংরেজী ও স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলতে পারি।"

"সে কি ! তাহলে লণ্ডন থেকে তোমার নামে যে সব চিঠি আসতো তা পড়তে কি করে ?"

"আমার চিঠি ? এই দেখ সেই চিঠি।" একটা লম্বামত কারু-কার্য করা জাপানী পাত্র থেকে কতকগুলি কাগজপত্র বের করতে করতে সে বললে।

তা থেকে কয়েকখানা নিয়ে মার্সে'র হাতে দিলে। মার্সে বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলে, "রক্ত দিয়ে আঁকা কতকগুলি মানুষের আকৃতি এবং তাই

দিয়ে অক্ষর তৈরী করে রচনা করা হয়েছে কতকগুলি যৌন আবেদনমূলক বাক্য।

এই সব সাঙ্কেতিক বাক্যে বিস্মিত হয়ে সে বললে, "তুমি তো দেখছি একটা প্রতিভাশালী পিশাচের পাল্লায় পড়েছ।"

"পিশাচ," শব্দটি পুনরুক্তি করলে সে।

"কিন্তু তাহলে তুমি বাইরে বেরুতে কি করে?"

"ও!" পাকুইতা বললে, "সেই হল আমার কাল। আমার কৌতুহল অদম্য, আমার জন্মের পর থেকে যে কঠিন বেষ্টনী দিয়ে আমাকে ঘিরে রাখা হয়েছে তা ভেঙ্গে ফেলবার ইচ্ছে হয়েছিল। মাকু´ইস আর ক্রিস্টেমিও ছাড়া আমি আর কোন পুরুষ দেখিনি। কোচোয়ান এবং যে চাকরটা আমাদের সঙ্গে আসে তারা বুড়ো। যুবক যুবতীরা কেমন, তা দেখবার বাসনা আমার প্রবল হয়ে উঠেছিল।

"কিন্তু তুমি সর্বদাই তো বন্ধ থাকতে না? তোমার স্বাস্থ্য......?"

"হ্যাঁ, আমরা বেড়াতাম বটে, কিন্তু সে রাত্রে, লোকালয় থেকে দূরে, সীন নদীর ধারে ধারে।"

"তোমায় যে এত ভালবাসে তার জন্য তোমার গর্ববোধ হয় না?"

"না, আর মনে হয় না, প্রথম প্রথম হত। আমার জন্য তারা যত কিছুই করুক না কেন, এই অন্তরালের জীবন দুর্বহ; এখানে আলো নেই, কেবল অন্ধকার।"

"তুমি আলো বলো কাকে?"

"তোমায়। আমার সোনার আদল্ফ্, তুমিই আমার আলো। তোমার জন্য আমি সব করতে পারি, জীবন পর্যন্ত দিতে পারি। আমার কামনা বাসনা সব তুমি। আগে কিছু বুঝতাম না, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি প্রেম কি বস্তু। এ পর্যন্ত কেবল ভালবাসা পেয়েই এসেছি, নিজে কাউকে ভালবাসা দিইনি। তোমার জন্য আমি সব ত্যাগ করবো, তুমি আমায় নিয়ে চলো। ইচ্ছে করলে তুমি আমায় খেলনার সামগ্রী বলে মনে করতে পারো, তবু তোমার কাছে থাকতে দাও। তারপর খেলনা

ভেঙ্গে গেলে লোকে যেমন তা ফেলে দেয় সেই ভাবে আমি ভেঙ্গে গেলে আমায় ফেলে দিও।"

"তাতে তোমার দুঃখ হবে না তো ?"

"না, বিন্দুমাত্র না!" পাকুইতার চোখে সোনালী আভা চিক্ চিক্ করে উঠলো।

হেনরী লক্ষ্য করলে, সে দৃষ্টি নির্মল, কোন খাদ নেই তাতে।

"তাহলে সেকি আমাকেই চায় ?" নিজের মনকে প্রশ্ন করলে হেনরী। যদি তার মনে সন্দেহ জাগত তাহলেও প্রেমের একাগ্রতার জন্য সে তাকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত ছিল সেই মুহূর্তে। সে মনে মনে বললে, "শীঘ্রই বোঝা যাবে।"

যদি পাকুইতার অতীতের কাছে কৈফিয়ৎ দেবার মত কিছু নাও থাকতো তবুও সে কথা চিন্তা করা সে অপরাধ বলে মনে করলে। প্রলুব্ধকারী সুখের মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দিলেও পাকুইতাকে বোঝবার চিন্তাকে দূরে ঠেলে রাখার জন্য তাকে বিশেষভাবে চেষ্টা করতে হল।

প্রকৃতিদেবী যেন বিশেষ চেষ্টা করে পাকুইতাকে প্রেমের জন্য সৃষ্টি করেছিলেন। এক রাত্রিতে তার স্ত্রী সুলভ প্রতিভার দ্রুত বিকাশ ঘটে ছিল। এই তরুণের যত শক্তিই থাক, সুখ ভোগের ব্যাপারে সে যত উদাসীনই হক এবং পূর্ব রাত্রির সম্ভোগ সত্বেও সে এই স্বর্ণনয়না তরুণীর মধ্যে সেই অন্দর মহলের সন্ধান পেল যা কেবল প্রেমময়ী রমণীরাই সৃষ্টি করতে পারে এবং মানুষ যা কখনো প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। প্রকৃত মহৎ ব্যক্তিরা অসীমের জন্য যে প্রবল ভাবাবেগ অনুভব করেন, সেই রহস্যময় আবেগ গেটের ফাউষ্টের মধ্যে নাটকীয়ভাবে যার প্রকাশ, ম্যান-ফ্রেডে যা কবিতার মত প্রস্ফুটিত, যা ডন জুয়ানকে নারী হৃদয় অনুসন্ধানে করেছিল অনুপ্রাণিত, জ্ঞানী ব্যক্তিরা বিজ্ঞানের মধ্যে যা আবিষ্কারের চেষ্টা করেন এবং অতীন্দ্রিয়বাদীরা কেবলমাত্র ঈশ্বরের মধ্যে যার সন্ধান পান—সেই আবেগে সাড়া দিয়েছিল পাকুইতা। যার সঙ্গে নিত্য অক্লান্ত-ভাবে বিবাদ করা যাবে অবশেষে সেই রকম একজনকে পাবার আশায়

হেনরী মত্ত হল এবং অনেকদিন পরে সে হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত করে দিলে। তার স্নায়ুতন্ত্রীসমূহ সতেজ হয়ে উঠল এবং নিরুৎসাহ ভাব দূর হয়ে গেল সেই রহস্যময়ীর প্রভাবে। ধরাবাঁধা নীতির কঠোরতা আর বজায় রইল না। নারী কক্ষের শ্বেত ও গোলাপী আভায় তার মন হয়ে উঠল রঙীন। এতদিন সে তার কামনাকে যে গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রেখেছিল উচ্চতর সুখের পরশ পেয়ে সে গণ্ডী অতিক্রম করে গেল সে। করুণা, সহৃদয়তা ও কোমলতা দিয়ে সে পাকুইতাকে প্রায় পাগল করে তুললে।

মর্মস্পর্শী কণ্ঠে সে পাকুইতাকে জিজ্ঞেস করলে, "কেন আমরা সরেন্তো, নিসে, সিয়াবারি প্রভৃতি জায়গায় গিয়ে জীবনটা উপভোগ করবো না? চলো, যাবে তুমি?"

আগ্রহভরে পাকুইতা বললে, "একথা আবার জিজ্ঞেস করছো? আমার কি আর আলাদা কোন ইচ্ছে আছে। তোমার ভোগের বস্তু হওয়া ছাড়া আমার আর কোন পৃথক সত্ত্বা নেই। তবে তুমি যদি আমাদের যোগ্য নিকেতন খুঁজতে চাও তো এশিয়ায় চলো। এশিয়া হল প্রেমের রাজ্য। প্রেম সেখানে ডানা মেলে উড়ে বেড়ায়......"

"ঠিক বলেছ," হেনরী উত্তর দিলে। "চলো আমরা ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যাই। সেখানে চিরবসন্ত, সেখানকার মাটিতে ফলে, কেবল ফুল। সেখানে রাজার ঐশ্বর্য জাঁকজমক দেখানো চলে, মূর্খদের দেশের মত সেখানে কেউ সাম্যবাদের কথা বলে তাতে বাধা দেয় না। চলো আমরা সেই দেশে যাই, যেখানে মানুষ ক্রীতদাস পরিবেষ্টিত হয়ে বাস করে, যেখানে শ্বেতমর্মর প্রাসাদের উপর সূর্যরশ্মি ঝিকমিক করে, যেখানকার আকাশ বাতাস সুরভি ছড়ায়, পাখীতে গায় প্রেমের গান এবং যেখানে প্রেমের সমাধি হলে মানুষ বাঁচতে পারে না।"

"এবং যেখানে প্রেমিক প্রেমিকার মৃত্যু হয় একসাথে," যোগ করলে পাকুইতা। "কিন্তু কাল কেন, আজ, এখনই এই মুহূর্তে চলো আমরা যাত্রা করি......ক্রিস্টেমিওকে সঙ্গে নাও।"

"বিশ্বাস করো। আনন্দই হল জীবনের সব। চলো আমরা এশিয়া

যাই। কিন্তু কপোতী আমার, যেতে হলে অনেক অর্থের দরকার এবং তা সংগ্রহ করতে হলে সমস্ত বন্দোবস্ত করতে হবে।"

এসব কথার মানে সে কিছুই বুঝল না। বললে, "শোনো! এখানে স্তূপাকার করা আছে—এই এ্যা—তো" সে হাত তুলে সোনার স্তূপের উচ্চতা নির্দেশ করলে।

"এ সোনাতো আমার নয়।"

"তাতে কি হয়েছে ?" সে বললে, "আমাদের দরকার, আমরা নেব, ব্যস।"

"কিন্তু আমার জিনিষ তো নয়।"

"তোমার নয় ?" বিস্ময় প্রকাশ করে সে বললে, "তুমি কি আমাকে নাও নি ? আমরা যদি নিই তো এসব আমাদেরই," বলে সে হাসল।

"নিতান্তই সরল ! এ জগতের তুমি কিছুই জানো না।"

"না, আমি জানি শুধু এই," বলে সে হেনরীকে বাহু দিয়ে বেষ্টন করে কাছে টেনে নিলে।

মার্সে যখন সুখসাগরে নিমগ্ন হয়ে সব ভুলে যাচ্ছিল এবং এই তরুণীকে চিরকালের জন্য নিজের করে নেবার কল্পনা করছিল ঠিক সেই মুহূর্তে সেই আনন্দের মাঝে সে তার বুকে ছোরার আঘাতের মত আঘাত অনুভব করলে, জীবনে এই প্রথম সে মর্মপীড়ায় পীড়িত হল। পাকুইতা তাকে তখন ভাল করে দেখার জন্য মাটি থেকে তুলে ধরেছিল, সে বলে উঠলো :"ও, মার্গেরিটা।"

"মার্গেরিটা !" হেনরী গর্জন করে উঠলো, "এতক্ষণ যা আমি বিশ্বাস করতে চাইনি তা দেখছি সত্যি, সব বুঝতে পেরেছি এখন।"

যে দেরাজের মধ্যে লম্বা ছোরাখানা ছিল তার ওপর সে লাফ দিয়ে পড়ল। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ দেরাজে চাবি বন্ধ ছিল। বাধা পেয়ে তার ক্রোধ দ্বিগুণ বেড়ে গেল, কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে সে তার গলাবন্ধটা সংগ্রহ করে হিংস্র ভঙ্গিতে তারদিকে এগুতে লাগল।

পাকুইতা নিজে কি অপরাধ করেছে তা বুঝতে না পারলেও এটা সে

সহজেই বুঝতে পারলে যে, তার জীবন সংশয়। মার্সে তার গলায় মরণ ফাঁস পরাতে আসছে দেখে আত্মরক্ষার জন্য সে এক লাফে ঘরের অপর প্রান্তে চলে গেল। সুরু হল সংগ্রাম। উভয় পক্ষই শক্তিতে এবং ক্ষিপ্রতায় সমান। দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাবার জন্য পাকুইতা তার প্রেমিকের দুপায়ের মধ্যে একটা বালিশ ছুঁড়ে দিলে। ফলে মার্সে পড়ে গেল এবং সেই সুযোগে পাকুইতা দরজার ঘণ্টির সঙ্গে সংযুক্ত স্প্রিংটা টিপে দিলে। ঘণ্টির শব্দ হতেই আফ্রিকানটা এসে হাজির। মুহূর্তের মধ্যে সে হেনরী মার্সের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাকে মাটিতে ফেলে তার বুকের ওপর পা দিয়ে তাকে চেপে রইল। মার্সে বুঝতে পারলে, ওঠবার চেষ্টা করলে পাকুইতার একটিমাত্র ইঙ্গিতে ক্রিষ্টেমিও তাকে পিষে ফেলবে।

"প্রিয়তম, আমায় মেরে ফেলতে চাও কেন?" পাকুইতা প্রশ্ন করলে।

মার্সে কোন উত্তর দিল না।

"তোমার রাগের কাজ আমি কি করেছি? বল, আমাদের পরস্পরে একটা বোঝাপড়া হওয়া দরকার।"

কোন শক্তিশালী লোক পরাজিত হয়ে যে রকম তুষ্ণীভাব অবলম্বন করে হেনরীও সেই ভাব ধারণ করলে। তার শীতল ও নিষ্পন্দ হাবভাবে বোঝা গেল তার মর্যাদাহানিতে সে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সে বুঝতে পারলে, নিজের অব্যাহতি লাভের বন্দোবস্ত না করে হঠাৎ রাগের মাথায় তরুণীটিকে হত্যা করলে আইনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া মুস্কিল হত।

"প্রিয় আমার," পাকুইতা বলতে লাগল, "কথা কও, একবার আদর করে কথা না বলে চলে যেও না! তুমি আমায় যে ভয় দেখিয়েছ, সব আমি ভুলে যাব······কি, তবুও কথা বলবে না?" ক্রোধে মাটিতে পা ঠুকে সে বললে।

উত্তরে মার্সে তার দিকে এমন দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে যার অর্থ খুবই স্পষ্ট। সে দৃষ্টির মধ্যে পাকুইতার মৃত্যু কামনা ছাড়া আর কিছু ছিল না। সেটা বুঝতে পেরে পাকুইতা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

"তুমি আমায় মারতে চাও? বেশ! আমি মরলে যদি তুমি সুখী হও তবে আমায় মেরেই ফেল।"

সে ক্রিস্টেমিওকে একটা ইঙ্গিত করলে। ক্রিস্টেমিও তখন মার্সের গায়ের ওপর থেকে পা তুলে নিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল। তার মুখের ভাব নির্বিকার। পাকুইতা সম্বন্ধে সে কি ধারণা করলে, ভাল কি মন্দ কিছুই বোঝা গেল না।

তাকে দেখিয়ে মার্সে গম্ভীরভাবে বললে "এই লোকটার মত অন্ধ ভক্তি কোথাও দেখিনি। তোমার প্রকৃত বন্ধু যদি কেউ থাকে তো সে এই।"

"তুমি যদি ইচ্ছে করো, ওকে আমি তোমায় দিয়ে দেব," উত্তর দিলে পাকুইতা। "আমার হুকুমে সে তোমায় ঠিক আমার মতই ভক্তি করবে, নতমস্তকে পালন করবে তোমার আদেশ।"

সম্মতির জন্য একটু অপেক্ষা করে সে কণ্ঠে কোমলতা মাখিয়ে বললে, "আদলফ্, আমায় একবার আদর করে কিছু বল! আর রাত নেই, ভোর হয়ে এল।"

হেনরী উত্তর দিল না। তার একটা প্রধান দোষ ছিল, সে ক্ষমা করতে শেখেনি। তার মধ্যে উত্তরদেশীয় লোকের দুর্দমতা ও ইংরেজ রক্তের সম্মেলন ঘটেছিল। কি ভাল, কি মন্দ, যে কোন দিকেই তার প্রবৃত্তি একবার উত্তেজিত হলে তাকে আর নোয়ানো যেত না। পাকুইতার বিস্ময়সূচক চিৎকার ধ্বনি তার সাফল্যের আনন্দ নষ্ট করায় অধিকতর ভয়াবহ বলে মনে হয়েছিল। তার হৃদয়ে প্রেম, ভালবাসা, আশা আকাঙ্ক্ষা প্রতিটি অনুভূতির যে আলোকবর্তিকা জ্বলে উঠেছিল, একটিমাত্র ফুৎকারে সে সব গেল নিভে।

পাকুইতা দুঃখে এত ভেঙ্গে পড়েছিল যে তার আর বাক্‌স্ফূর্তি হল না, কোন রকমে সে কেবল বিদায়ের ইঙ্গিত জানালে।

চোখ বাঁধার রেশমী রুমালখানা ছুড়ে ফেলে দিয়ে সে বললে "এর আর কি দরকার! ও যখন আমায় ভালবাসেনা, ঘৃণা করে তখন সব

শেষ হয়ে গেছে।”

হেনরীর কাছ থেকে সে যে দৃষ্টির প্রত্যাশা করেছিল তা দেখতে না পেয়ে অর্ধমৃতের মত পড়ে রইল সে।

আফ্রিকানটা তখন হেনরীর দিকে তীক্ষ্ণ মর্মভেদী দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে। সে দৃষ্টি এত ভীষণ ও কুটিল যে অসমসাহসী হেনরীর বুকটাও জীবনে এই প্রথম কেঁপে উঠলো। আফ্রিকানটা তার দৃষ্টি দিয়ে যেন বলতে চাইল ঃ

“যদি তুমি ওকে ভাল না বাস, যদি ওকে বিন্দুমাত্র কষ্ট দাও তাহলে আমি তোমায় খুন করবো।”

অতঃপর মার্সেকে অস্পষ্ট আলোয় একটা সংকীর্ণ গলিপথ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। পথটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে ছিল একটা গুপ্ত দ্বার। সেই দ্বার অতিক্রম করে তারা হোটেল সাঁ রিয়েলের বাগানে হাজির হল। আফ্রিকানটা তাকে খুব সাবধানে দুধারে লেবু গাছ দেওয়া একটা পথ দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে গেল ছোট্ট একটা ফটকের কাছে। ফটকের পাশেই পথ এবং সে পথ তখন নির্জন। মার্সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে ভাল করে চারধার দেখে নিলে। ঘোড়ার গাড়ীখানা ফটকের সামনে অপেক্ষা করছিল। এবার আফ্রিকানটা সঙ্গে গেল না। হেনরী মার্সে আর একবার বাগানটা দেখে নেবার জন্য গাড়ীর জানলা দিয়ে যেই মুখ বাড়িয়েছে অমনি ক্রিস্টেমিওর সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে গেল। ছুরির ফলার মত তীক্ষ্ণ শানিত সে দৃষ্টি। হেনরীর দৃষ্টিও সমান উদ্ধত স্পর্ধায় সেই দৃষ্টির সঙ্গে মিলিত হয়ে স্থির হয়ে রইল। উভয়ে উভয়কে যেন দ্বন্দ্বে আহ্বান করতে চাইল এবং কাছে পেলে হয়তো তারা হিংস্র শ্বাপদের মত পরস্পরকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতো। ক্রিস্টেমিও জানতো যে, হেনরী পাকুইতাকে মেরে ফেলতে চায়। হেনরীও জানতো পাকুইতাকে মারার আগে ক্রিস্টেমিও তাকে শেষ করবার চেষ্টা করবে। তারা পরস্পরকে বেশ ভালভাবেই চিনে নিয়েছিল।

“অবস্থা ক্রমশঃ বেশ ঘোরাল হয়ে দাঁড়াচ্ছে,” আপনমনে বললে

হেনরী।

কোচোয়ানটা তাকে তার বন্ধু পল দ্য ম্যানারভিলের বাড়িতে পৌঁছে দিলে।

এক সপ্তাহেরও অধিকদিন হেনরী বাড়িছাড়া হয়ে রইল। এই ক'দিন সে যে কোথায় রইল, কি করলে কেউ তা জানতে পারল না। এই নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য সে আফ্রিকানটার ক্রোধবহ্নি থেকে বেঁচে গেল এবং এতেই যাকে সে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিল এবং যে তার উপর একান্তভাবে নির্ভর করেছিল সেই সুন্দরী তরুণীর সর্বনাশ সাধিত হল।

সপ্তাহের শেষদিন রাত প্রায় এগারোটার সময় হেনরী একখানা ঘোড়ার গাড়ী করে হোটেল সাঁ রিয়েলের বাগানের সেই ছোট্ট ফটকটির কাছে গিয়ে হাজির হল। তার সঙ্গে ছিল চারজন সহচর। গাড়ীর চালকও তার অন্যতম বন্ধু বলেই মনে হ'ল কারণ সে লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে সতর্ক প্রহরীর মত কান খাড়া করে রইল। অপর তিনজনের একজন রইল গেটের বাইরে, দ্বিতীয় ব্যক্তি বাগানের ভেতর প্রাচীরে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে লাগল আর তৃতীয় ব্যক্তি এক গোছা চাবি নিয়ে হেনরী মার্সের সহগামী হল।

"হেনরী," তার সঙ্গী তাকে বললে, "আমরা প্রতারিত হয়েছি।"

"কে প্রতারিত করলে, ফেরাগাস ?"

"ওরা সকলে এখনো ঘুমোয় নি," সর্বগ্রাসীদলের নেতা উত্তর দিলে। "নিশ্চয়ই বাড়ির কোন লোকের এখনও খাওয়া দাওয়া চোকেনি…… ওই দেখ। আলো দেখা যাচ্ছে।"

"আমাদের কাছে বাড়ির নক্সা আছে, আলোটা আসছে কোথা থেকে ঠিক করা দরকার।"

"নক্সার কোন দরকার নেই," উত্তর দিলে ফেরাগাস। "মার্কুইস পত্নীর ঘর থেকে আলো আসছে।"

"ও", মার্সে বললে, "নিশ্চয় আজই লণ্ডন থেকে এসেছে। মাগীটা

আমায় প্রতিশোধ নিতে দিলে না! কিন্তু ও যদি আমার আগেই কাজ সেরে ফেলে তাহলে আমরা ওকে পুলিসে ধরিয়ে দেব।"

"শোন, শোন! বোধহয় সব মীমাংসা হয়ে গেল," ফেরাগাস বললে হেনরীকে।

দুই বন্ধুতে উৎকর্ণ হয়ে রইল, তাদের কানে এল এক করুণ আর্তনাদ; সে আর্তনাদ শুনলে হিংস্র বাঘের প্রাণেও করুণা সঞ্চার হ'ত।

"তোমার মার্কুইস পত্নী ধারণা করতে পারেন নি যে, চিমনী দিয়ে শব্দটা বাইরে আসবে," সমালোচনার হাসি হেসে সর্বগ্রাসীদলের নেতা বললে। যে কাজে অতিশয় সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছে সে কাজে ত্রুটি বের করতে পেরে সে খুসী হয়ে উঠলো।

"আমরা, কেবল আমরাই সবরকম জরুরী অবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকতে জানি." হেনরী বললে, "আমার জন্য অপেক্ষা কর, ওপরে কি হচ্ছে একবার দেখে আসি। কি করে ওরা ঘরোয়া বিবাদের মীমাংসা করে সেটা আমি জানতে চাই। কি বিপদ! আমার বিশ্বাস, মার্কুইস পত্নী তাকে দগ্ধে দগ্ধে মারছে।

মার্জারের মত লঘুপদক্ষেপে মার্সে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলো এবং মেয়েদের কক্ষে যাবার পথ চিনতে তার কোন অসুবিধা হল না। দরজা খুলেই রক্ত দেখে সে শিউরে উঠলো। তার চোখের সামনে যে দৃশ্য ভেসে উঠলো একাধিক কারণে তা বিস্ময়জনক। মার্কুইস পত্নী স্ত্রীলোক: দুর্বল প্রাণীদের মত তিনি বিশ্বাসঘাতকতার সাহায্যে প্রতিহিংসা সাধন করতে চেয়েছিলেন। অপরাধের শাস্তি দেবার আগে অপরাধ সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার জন্য তিনি করেছিলেন ক্রোধের ভান।

"বড় দেরী হয়ে গেল, প্রিয় আমার! মার্সের উপর বিবর্ণ নিষ্প্রভ চক্ষু দুটি স্থাপন করে মৃত্যুযন্ত্রণাকাতর পাকুইতা বললে।

রক্তস্রোতের মধ্যে সোনালী তরুণীর জীবনদীপ নির্বাপিত হ'ল। উজ্জ্বল বাতির আলোকচ্ছটা, সুমিষ্ট সৌরভ, একটা বিশৃঙ্খলা, যা সহজেই অভিসারে অভ্যস্ত ব্যক্তিদের চোখে পড়ে, সব কিছু থেকে প্রকাশ পেল,

মার্কুইস পত্নী কিরূপ কৌশলে অপরাধীকে জেরা করেছিলেন। রক্তে পরিপূর্ণ শ্বেত কক্ষটিতে দীর্ঘকাল স্থায়ী সংগ্রামের চিহ্ন পরিস্ফুট। বালিশগুলির উপর পাকুইতার হাতের রক্তাক্ত ছাপ। জীবন রক্ষার জন্য সে বালিশগুলি আঁকড়ে ধরেছিল, এখানেই সে করেছিল আত্মরক্ষার চেষ্টা আর এখানেই তাকে মর্মান্তিক আঘাত করা হয়েছিল। তার রক্তরঞ্জিত হাতের আকর্ষণে পর্দার কাপড়গুলি ছিড়ে পড়েছিল, প্রাণরক্ষার আগ্রহে সে যে বহুক্ষণ যুঝেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। পাকুইতা নিশ্চয়ই জানলার কাছে যাবার চেষ্টা করেছিল, খাটের কিনারা দিয়ে সে ছুটে বেড়িয়েছিল, সেখানে তার পায়ের রক্তাক্ত ছাপ অঙ্কিত। ছুরিকাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন দেহ দেখলেই বোঝা যায়, হেনরী যে জীবনকে প্রেমের পরশ দিয়ে প্রস্ফুটিত করে তুলেছিল সেই জীবনকে কি ভীষণ আক্রোশে নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। মেঝের উপর সে পড়ে আছে সটান হয়ে, মৃত্যু যন্ত্রণায় সে মার্কুইস পত্নীর গোড়ালী কামড়ে ধরেছিল। মার্কুইস পত্নী তখনো সেখানে ছোরা হাতে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর হাতের ছোরা দিয়ে তখনো রক্ত ঝরে পড়ছে। তাঁর শরীরও অক্ষত ছিল না···সর্বাঙ্গে দংশনের চিহ্ন, তা থেকে রক্ত পড়ছে, মাথার চুল ছিঁড়ে গিয়েছে, পোষাক পরিচ্ছদ ছিন্ন ভিন্ন হওয়ায় তাঁর দেহ অর্ধউলঙ্গ, বুকের উপর নখের আঁচড়ের দাগ। তিনি গরিমামণ্ডিত মহিয়ষীর মত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে অতিরিক্ত উত্তেজনা ও পরিশ্রমের জন্য হাঁপাচ্ছিলেন। নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নিয়ে কুলোচ্ছিল না, তাই তিনি মুখ দিয়ে শ্বাস প্রশ্বাসের কাজ চালাচ্ছিলেন। একশ্রেণীর জানোয়ার আছে যারা রাগে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করে এবং জয়ের পর সুস্থির হয়ে নিহতের কথা ভুলে যায়। কিন্তু আর এক শ্রেণীর জন্তু আছে যারা পাছে কেউ তাদের শিকার ছিনিয়ে নিয়ে যায় সে জন্য নিহতের চার দিকে পাহারা দেয় এবং হোমারের এচিলেস। কর্তৃক শত্রুর পা ধরে ট্রয়ের প্রাচীরের চার দিকে নয়বার প্রদক্ষিণ করার মত করে। মার্কুইস পত্নীর প্রকৃতি ছিল এই শেষোক্ত শ্রেণীর মত।

তিনি হেনরীকে দেখতে পান নি। প্রথমতঃ তিনি তাঁর কক্ষের

নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিলেন, এখানে যে তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটতে পারে এটা ছিল তাঁর কল্পনাতীত। দ্বিতীয়তঃ তাঁর রক্ত এত গরম হয়ে উঠেছিল, তিনি এত বেশী উত্তেজিত এবং উল্লসিত হয়ে পড়েছিলেন যে, সে সময় সমগ্র প্যারীর লোক এসে তাঁকে ঘিরে ধরলেও তিনি তাদের দেখতে পেতেন না। বজ্রপাতও বোধহয় তাঁকে বিচলিত করতে পারতো না। তিনি পাকুইতার শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত শুনতে পাননি। তিনি মনে করেছিলেন সে এখনও তাঁর কথা শুনতে পাচ্ছে। তাই তিনি বলছিলেন ঃ

"মর, মর, পাপ স্বীকার না করেই মর। নরকে যাও, অকৃতজ্ঞ বেই-মান কোথাকার, শয়তান তোকে নিক্। তুই তাকে যে রক্ত দিয়েছিস তার জন্য তোর সমস্ত রক্ত আমার পাওনা। মর, মর, হাজার বার মর! আমার নাকি খুব দয়ার শরীর, তাই তোকে তিলে তিলে দগ্ধে না মেরে এক মুহূর্তে শেষ করে ফেললাম। আর আমি—আমি বেঁচে থাকবো! দুঃখই হবে আমার একমাত্র সম্বল! ভগবান ছাড়া ভালবাসার আমার আর কেউ রইল না।"

তিনি তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। তারপর একটু থেমে নিজের মনে প্রবল আবেগে বলে উঠলেন ঃ "মরে গেছে। ও হোঃ আমার কি হবে।"

মার্কুইস পত্নী অত্যন্ত হতাশভাবে খাটের ওপর নিজেকে নিক্ষেপ করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু এই সময় হেনরী মার্সেকে দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন থম্‌কে।

"কে আপনি?"

মার্কুইস পত্নী ছোরা উঁচিয়ে তেড়ে এলেন তার দিকে।

হেনরী তার হাতটা ধরে ফেললে। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুজনে দেখতে লাগল দুজনের মুখ। এক ভয়াবহ বিস্ময়ে উভয়ের ধমনীর রক্তপ্রবাহ হিম হয়ে গেল, ভীত অশ্বের মত থর থর করে কাঁপতে লাগল তাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। বস্তুতঃ দুজনের চেহারায় বিন্দুমাত্র পার্থক্য ছিল না, দুজনকে

দেখতে হুবহু এক। উভয়েই একস্বরে প্রশ্ন করল :

"লর্ড ডাড্‌লী কি আপনার পিতা ?"

উভয়ের মস্তক স্বীকৃতিতে নত হয়ে এল।

"মেয়েটি একেবারে নিষ্কলঙ্ক ছিল", পাকুইতাকে দেখিয়ে বললে হেনরী।

"দোষ তার অতি সামান্যই," উত্তর দিলেন মার্গেরিটা ইউফেমিয়া পোরাবেরিল। পাকুইতার দেহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নিদারুণ হতাশায় কেঁদে ভাসিয়ে দিতে লাগলেন তিনি।

"হতভাগী! যদি কোনরকমে তোকে আবার ফিরিয়ে আনতে পারতাম! আমার অপরাধ হয়েছে, আমায় ক্ষমা কর পাকুইতা! মরে গেছিস ? তবে আমি বেঁচে রইলাম কেন ? আমার কি দুর্ভাগ্য।"

ঠিক সেই মুহূর্তে সেখানে আবির্ভূত হল পাকুইতার মায়ের কুৎসিত মুখখানা।

"কি বলতে এসেছো তুমি। তুমি কি এই কথা বলতে চাও, তোমার মেয়েকে মেরে ফেলার জন্য আমার কাছে বিক্রী করোনি," চিৎকার করে উঠলেন মার্কুইস পত্নী। "আমি জানি তুমি কেন তোমার ঘর ছেড়ে এখানে এসেছ। কিছু ভেবো না, আমি তোমায় দ্বিগুণ দাম দিয়ে পুষিয়ে দেব, তুমি শান্ত হও।"

মার্কুইস পত্নী দেরাজ খুলে একটা স্বর্ণের থলি বের করলেন এবং ঘৃণাভরে সেটা ছুঁড়ে দিলেন বৃদ্ধার পায়ের কাছে। ঠুং করে শব্দ হল, তাতেই জর্জিয়ানটার নির্বিকার মুখে ফুটে উঠল মৃদু হাসি।

"আমি ঠিক সময়েই এসে পড়েছি বোন," হেনরী বললে। "পুলিশ তোমার কাছে কৈফিয়ৎ চাইবে—"

"মোটেই না," উত্তর দিলেন মার্কুইস পত্নী। "কৈফিয়ৎ চাইতে পারতো একজন—ক্রিস্টেমিও, কিন্তু সে মারা গেছে।"

"আর তার মা," বৃদ্ধাকে দেখিয়ে বললে হেনরী। "তোমার কি চিরকাল ওর বশে থাকতে হবে না ?"

"ও যে দেশ থেকে এসেছে সে দেশে স্ত্রীলোকদের মানুষ বলে মনে করা হয় না। সেখানে স্ত্রীলোক অস্থাবর সম্পত্তির সমান। সাধারণ পণ্যের মত নারী নিয়ে সেখানে কেনাবেচা চলে, মেরে ফেললেও কেউ কোন কথা বলে না। তাছাড়া এই বৃদ্ধার এমন একটা প্রবৃত্তি আছে, যার কাছে তার মাতৃস্নেহও তুচ্ছ হয়ে যেতে পারে, সে প্রবৃত্তি…"

"কি সে প্রবৃত্তি ?" অধীর আগ্রহে জানতে চাইল হেনরী।

"থাক, সে আর তোমার জেনে কাজ নেই," উত্তর দিলেন মার্কুইস পত্নী।

হেনরী বললে, "কিন্তু তোমার এই কাণ্ডের সমস্ত চিহ্ন অপসারণে কে তোমায় সাহায্য করবে ?—জানাজানি হলে পুলিশ তো তোমায় ছাড়বে না।"

"ওর মা-ই আমায় সাহায্য করবে।" মার্কুইস পত্নী বৃদ্ধাকে অপেক্ষা করার জন্য ইঙ্গিত করলেন।

হেনরী তার অপেক্ষমান বন্ধুদের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল; আর দেরী করা চলে না। বিদায় নেবার উদ্দেশ্যে সে বললে. আচ্ছা এখন চলি, আবার দেখা হবে।"

"না ভাই, আর আমাদের দেখা হবে না। আমি স্পেনে ফিরে যাচ্ছি, সেখানে লা ডালারেসের মঠে যোগ দেব।"

হেনরী তার বোনকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে তার কপালে চুমু খেয়ে বললে, "সে কি, এত অল্প বয়সে !"

"বিদায় দাদা," বোন উত্তরে বললে। "তোমার নয়নের মনিকে যখন আমি নষ্ট করে ফেলেছি তখন আমার এছাড়া আর উপায় নেই।"

পূর্বোক্ত ঘটনার এক সপ্তাহ পরে তুইলারীতে তেরেসে দ্য ফুই লাঁতে মার্সের সঙ্গে দেখা হল পল দ্য ম্যানারভিলের।

"এই গাধা, আমাদের সেই স্বর্ণনয়না সুন্দরীর কি হল ?"

"সে মারা গেছে।"

"কিসে ?"

"ফুসফুসের রোগে।"